আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩৬ || সোমবার || জৈষ্ঠ ২৩ || ১৪২৯ || জিল হজ্ব ৭ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 36 || 06 June || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বন্দুক হামলা : বাইডেন বললেন 'যথেষ্ট' হয়েছে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পরপর কয়েকটি বন্দুক হামলার ঘটনায় (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

কানাডায় ইতিহাস গড়লেন ডলি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টানা দ্বিতীয়বার অন্টারিও প্রভিন্সিয়াল সরকারের এমপিপি হলেন ডলি বেগম। বিশাল ব্যবধানে জয়ের মাধ্যমে ডলি বেগম কানাডার মূল ধারার রাজনীতিতে ইতিহাস তৈরি করলেন। ডলিই প্রথম কোন বাংলাদেশি কানাডিয়ান রাজনীতিবিদ যিনি টানা দুইবার এম-পিপি নির্বাচিত হলেন। ডলি বেগমের প্রাপ্ত ভোট ১৫ হাজার ৯৫৪। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী প্রগ্রেভি কনজারভেটিভ পার্টির ব্রেট স্লিডার পেয়েছেন নয় হাজার ৪৩৬ ভোট। তৃতীয় হয়েছেন লিবারেল পার্টির লিসা প্যাটেল। তার প্রাপ্ত ভোট ছয় হাজার ৩৫৬। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ভোট বেশি পেয়ে ডলি বেগম নির্বাচিত হয়েছেন। ডলি বেগম তার বিজয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে বলেন, ২৩ বছর আগে কানাডা এসেছিলাম। তখন ইংরেজি জানতাম না। তাই স্কুলে যেতে চাইতাম না। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আপনারাই আমাকে তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, কানাডায় রাজনীতি করতে আমার মা সবসময় (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন

সরকারের পদক্ষেপের পরও বাংলাদেশে হামলা-সংঘাত ঘটেছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ সরকার সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনসহ বাড়তি পদক্ষেপ নিয়েছে। ধর্মীয় উপাসনালয়ে, ধর্মীয় উৎসবে সম্ভাব্য ধর্মীয় সহিংসতা ঠেকাতে অব্যাহতভাবে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এরপরও ২০২১ সালে বাংলাদেশে বেশ কিছু হামলা, (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

আবেদনের ২৪ ঘণ্টায় মিলবে ওমরাহ ভিসা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ওমরাহ ভিসার পাওয়ার প্রকিয়া আরও সহজ করলো সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ। এখন থেকে ওমরাহ পালন করার জন্য কোনো এজেন্সির সহায়তা নেওয়ার দরকার হবে না। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু করতে সম্মত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকা ও নিউইয়র্কের মধ্যে পুনরায় সরাসরি ফ্লাইট চালুর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার (২ জুন) যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় উচ্চপর্যায়ের অর্থনৈতিক আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে এ আহ্বান জানানো হয়। পুনরায় ফ্লাইট চালুর জন্য একযোগে কাজ করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ আলোচনায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আশাবাদ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

যে কারণে রাষ্ট্রীয় নাম পরিবর্তন করেছে তুরস্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রজব তাইয়েব এরদোগানের দেশ এখন থেকে টার্কি (এঁৎশবু) নয়, 'তুর্কিয়ে' (ঞহৎশবুব) নামে পরিচিতি পাবে। তুরস্ক সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে অনুরোধ জানানোর পর জাতিসংঘ তুরস্কের নাম পরিবর্তনে সম্মত (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

মৃত্যুর পর কেকের পেটে পাওয়া গেছে ওষুধের নমুনা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অনুষ্ঠান করতে করতে কেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেকে? প্রচ- গরম, ভিড় এগুলোই কি আসল কারণ? চিকিৎসকরা (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

ফের কমলো টাকার মান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডলারের বিপরীতে টাকার মান আরও ৯০ পয়সা কমেছে। প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় হার এখন ৮৯ টাকা ৯০ পয়সা। বৃহস্পতিবার (২ জুন) বিকেলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র গণমাধ্যমকে এ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

গণপরিবহনে ৬৩.৪ ভাগ তরুণী হয়রানির শিকার হয়



ঢাকা ডেস্ক: ঢাকায় গণপরিবহনে ৬৩.৪ ভাগ তরুণী হয়রানির শিকার হন। শুক্রবার আঁচল ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক ভার্চুয়াল (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372


SHAH NAWAZ 2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

NYC পাবলিক স্কুলগুলো
আপনার ভাষায় কথা বলে

আপনার সন্তানের স্কুল থেকে ভাষাগত পরিষেবা অনুরোধ করুন!

আরো তথ্যের জন্য অথবা ভাষাগত পরিষেবা বা ল্যাংগুয়েজ সার্ভিসেস সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে, দেখুন:

schools.nyc.gov/Hello

NYC Department of Education
Translation and Interpretation Unit

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 06 // 2022

হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্বামী আটক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্বামী পল পেলোসিকে আটক করেছে পুলিশ। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে স্থানীয় সময় গত ২৮ মে শনিবার মধ্যরাতে তাকে আটক করা হয়েছে। খবর ইয়ন নিউজ ও সিএনএন'র। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে পল পেলোসিকে আটক করে ক্যালিফোর্নিয়ার নাপা কাউন্টিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন পল পেলোসি। এ সময় তার রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা দশমিক ০৮ বা এর চেয়ে বেশি ছিল। পাবলিক বুকিং রিপোর্টের তথ্যমতে, পাঁচ হাজার ডলার জরিমানায় পল পেলোসিকে জামিন দেওয়া হয়েছে। পরদিন রোববার সকালেই তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এদিকে এক বিবৃতিতে ন্যান্সি পেলোসির মুখপাত্র ড্রু হ্যামিল বলেন, ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না হাউস স্পিকার।



স্বামী পল পেলোসির সঙ্গে ন্যান্সি পেলোসি। ছবি: ইনভিশন



জমজমাট অনুষ্ঠানে জেমিনি'র সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিনোদন ম্যাগাজিন জেমিনি'র সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৭ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ তাজমহল পার্টি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে যোগ দেন, ফলে অনুষ্ঠানটি জমজমাট হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানান জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ। খবর ইউএনএ'র। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে আগামী নির্বাচনে ডেমোক্রাট দলীয় ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার যথাক্রমে এন মজুমদার ও আহসান হাবীব, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. জাকিয়া হোসাইন, এটর্নী আহসান হাবীব, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মোর্শেদা জামান, কৃষিবীদ আশরাফুজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক ফিরোজ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, মূলধারার রাজনীতিক আব্দুর রশীদ, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, সাংবাদিক এস এম সোলায়মান, গ্লোবাল ট্যাক্স-এর প্রেসিডেন্ট মাকসুদুল রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন প্রমুখ।

অতি সম্প্রতি আব্দুর রহীম হাওলাদার ও এস এম সোলায়মান নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীতে লিয়াজন পদে নিয়োগ পাওয়ায় তাদেরকে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। এছাড়াও ফটো সাংবাদিক হিসেবে কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় নিহার সিদ্দিকীকে নিয়ে কভার প্রচ্ছদ করা জেমিনি'র বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। নিহার সিদ্দিকী সহ অতিথিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশেন করেন রানো নেওয়াজ, চন্দন চৌধুরী, শামীম সিদ্দিকী, কৃষ্ণা তিথি, চন্দ্রা রায়, ফারহানা তুলি, শিমুল খান, নিপা জামান, মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক সালেম সুলেরী, আবৃত্তিকার গোপন সাহা ও ডা. জাকিয়া খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নিউজ প্রেজেন্টার শামসুন্নাহার নিম্মী।

বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেট (নর্থ) কমিটি গঠিত

সৈয়দ জুবায়ের আলী সভাপতি হোসাইন পাঠান বাচ্চু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউজার্সী (নর্থ) রাজ্য বিএনপি'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সৈয়দ জুবায়ের আলী সভাপতি এবং হোসাইন পাঠান বাচ্চু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন তত্ত্বাবধানে ৭ সদস্যের একটি কমিটি



যাচাই-বাচাই করে বিএনপি নিউজার্সী স্টেট (নর্থ)-এর সৈয়দ জুবায়ের আলী-কে সভাপতি এবং হোসাইন পাঠান বাচ্চু-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন এর জন্য পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, বিএনপি নিউজার্সী (নর্থ) ষ্টেটে দীর্ঘদিন ধরে কমিটি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ফলে বিএনপির কেন্দ্র নির্দেশিত কার্যক্রমে গুটিকয়েক সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠান ও অনলাইনে সীমাবদ্ধ ছিল। নবগঠিত বিএনপি কমিটির ফলে সদস্যেদের মাঝে কর্ম উদ্দীপনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কার্যক্রম বেগমান হবে বলে দলীয় নেতা-কর্মীরা আশাবাদ ব্যক্ত করছেন।

গতকাল স্থানীয় বেঙ্গল ইন্সুরেন্স হলে সাত সদস্য কমিটর পক্ষে বিএনপির উপদেষ্টা গোলাম রাব্বানী শাহীন বিএনপি নিউজার্সি নর্থ এর কমিটি ঘোষনা করেন। এসময় চল্লিজনের মতো স্বাক্ষরিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরে স্থানীয় নেতা কর্মীরা নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক -কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন

ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — **তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.**
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, ভিটিক্যুয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — **ডা. সাদী আলম, ডিপিএম**
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — **সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.**
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ কোনড্রিজ এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

১০৮৯ কাডেলহিল এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে

নতুন বিশ্ব বাস্তবতায় সংকটের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। সংকট শুধু বাংলাদেশের একার নয়, বিশ্বের অনেক দেশই এখন এই সংকট মোকাবেলা করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক সরবরাহ শিকল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি আমরা।

এমনিতেই আমাদের বাজারব্যবস্থায় কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিযোগিতা কমিশন আছে, প্রতিযোগিতা নেই। ভোক্তার অধিকার উপেক্ষিত বাজারে। দেখার কেউ নেই। আইন আছে, আইনের প্রয়োগ নেই। এ অবস্থায় সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি দেশের স্থির আয়ের জনগোষ্ঠীকে নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। গগ সপ্তাহে ঢাকার দৈনিক কালের কণ্ঠে 'চাকুরে, চাষি ও শিক্ষার্থীর জীবন কাটছে যেভাবে' শীর্ষক গুচ্ছ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যবিত্ত পরিবার বেকায়দায়। নিত্যপণ্য কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো বেকায়দায় পড়েছে। খাবার জোগাতেই পকেট ফাঁকা হচ্ছে ছাত্রাবাসে থাকা শিক্ষার্থীদের। বর্গা চাষিদের দিনও চলছে না।

মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের চলার পথে এখন বড় প্রতিবন্ধক। উন্নয়ন চিন্তা এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে এর প্রভাব পড়ছে। সরকারকেও তা ভাবিয়ে তুলেছে। মূল্যস্ফীতি মোকাবেলার জন্য সামাজিক রক্ষার কৌশলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে যেভাবে খাদ্য, জ্বালানি ও সারের দাম বেড়েছে, তাতে বৈশ্বিক মন্দা দেখা দিতে পারে বলে গত বুধবার সতর্ক করেছেন বিশ্বব্যাংক প্রধান ডেভিড ম্যালপাস। এ অবস্থায় আমাদের এখনই সতর্ক হতে হবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন মোটেও ইতিবাচক নয়। সাধারণ মানুষের জীবনযাপন চ্যালেঞ্জগুলো এখন সামনে চলে এসেছে। খুব স্বাভাবিভাবেই মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের চাহিদা পূরণ করার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা কি আমাদের দেশে আছে?

তাহলে এখন আমাদের কী করতে হবে? প্রথম এবং প্রধান বিষয় হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। স্থির আয়ের মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায় সেই পরিকল্পনা করতে হবে। সরকার বিভিন্ন সময়ে টিসিবির ট্রাক সেল করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যাদের প্রতিদিন পাওয়া যায় টিসিবির ট্রাকের লাইনে। কাজেই স্থায়ী একটা ব্যবস্থা খুঁজে বের করা দরকার। রেশন কার্ড বা এ ধরনের কার্ড দিয়ে ন্যায্য মূল্যের দোকান করা যেতে পারে। তাতে নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে।

ইউক্রেন ইস্যুতে অগ্রসর হওয়া নিয়ে বিভ্রান্ত পশ্চিম

ড্যানিয়েল উইলিয়ামস

মিত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধপ্রিয় হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনকে ৮০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সহায়তা দিয়েছেন। এরপরই গত সোমবার তাঁর প্রশাসন জানায় যে তারা ইউক্রেনকে এমন কোনো ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাবে না, যা রাশিয়ার ভেতরে আঘাত হানতে পারে। এর আগে রাশিয়া সতর্ক করে দিয়েছিল যে ইউক্রেনকে এ রকম অস্ত্র দিলে তা হবে রেডলাইন অতিক্রম করা। অবশ্য এর দুই দিন পর গত ১ জুন বুধবার ইউক্রেনের বাইরে আঘাত করা যাবে না–এই শর্তে দূরপাল্লার রকেট সিস্টেম দিতে রাজি হন বাইডেন।

এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিধাগ্রস্ততা স্পষ্ট। সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণে এমনটা ঘটছে। যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির একটা কারণ। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিধি-নিষেধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন কম হচ্ছে। এর সঙ্গে সারের ঘাটতি, গম ও ভুট্টার ফলন হুমকির মুখে পড়েছে। কারণ রাশিয়া ও ইউক্রেনেই মূলত বেশি সার উৎপাদিত হয়।

অন্যদিকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করে প্রস্তাব দেন যে মস্কো যদি ইউক্রেনের অবরুদ্ধ বন্দরগুলো থেকে গম সরবরাহ করতে দেয়, তাহলে ইউক্রেন আগ্রাসনের কারণে রাশিয়ার ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে পারে ইউরোপ।

এর দুই দিন পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ইউক্রেনকে দূরপাল্লার উন্নত অস্ত্রসহ আরো সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় তিনি পুতিনকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করেন। এরপর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ ও জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ পুতিনকে ফোন করে রুশ সেনাদের যুদ্ধ বন্ধ, ইউক্রেন ত্যাগ, গম বের হতে দেওয়া এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করার দাবি জানান। কিন্তু ম্যাখোঁ ও শোলজ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করেননি। ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট যে ইউক্রেন প্রশ্নে পশ্চিমারা বিভক্ত।

ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই যুদ্ধ দরিদ্র দেশগুলোতে ক্ষুধা এবং ধনীদের মন্দার কারণ হতে পারে বলে সতর্ক করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে, হয় ইউক্রেনকে সাহায্য করা সেটা যেভাবেই হোক না কেন অথবা সবার জন্য ক্ষতি কমানোর ও লড়াই বন্ধ করার উপায় খুঁজে বের করা।

একদিক দিয়ে রোম, প্যারিস, বন ও লন্ডন থেকে গত সপ্তাহের মিশ্র বার্তায় বিভক্তি দেখা দিলেও গম ইস্যুটি সবারই মূল উদ্বেগের কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। অর্থনৈতিক অস্বস্তির ভয়ে কিছু ইউরোপীয় কম্পানি রাশিয়ার দাবি অনুযায়ী রুবলে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য পরিশোধের কৌশলী উপায় খুঁজে নিয়েছে। এর মধ্যে জার্মানি, স্লোভেনিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সের সংস্থাগুলো রয়েছে। এ ছাড়া নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন-ন্যাটোর একমাত্র কর্তৃত্ববাদী সদস্য রাষ্ট্র তুরস্ক বলেছে, তারা ন্যাটোতে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের প্রবেশের ক্ষেত্রে ভেটো দিতে চায়। হাঙ্গেরির নেতা ভিক্টর অরবান রাশিয়ার ওপর আদৌ কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চান না।

যা কিছুই ঘটুক, জেলেনস্কি উপলব্ধি করতে পারছেন যে তিনি নড়বড়ে হয়ে পড়েছেন। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভীতশ্রদ্ধ এবং তিনি চান যে ইইউ রাশিয়াকে পরাজিত করার দিকে নজর রাখুক, আরো অস্ত্র পাঠাক।

এটা অনুমান করা কঠিন যে ইউরোপীয় দুর্দশা ও অনৈক্যের এই লক্ষণগুলোতে পুতিন কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। রাশিয়ারও নিজস্ব কিছু সমস্যা রয়েছে। রুশ মূল্যস্ফীতি প্রায় ১৮ শতাংশ এবং ভোক্তাদের ব্যয় চলতি বছর ১৩ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ২২ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ব্যাংক মরগান স্ট্যানলি এ তথ্য জানিয়েছে। এর পরও পুতিনকে অবিচলিত মনে হচ্ছে। ম্যাখোঁ ও শোলজের সঙ্গে তাঁর আলোচনার পর ক্রেমলিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নয়, বরং ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে একটি বিবৃতি



দিয়েছে। এতে অস্থিতিশীলতার জন্য ইউক্রেনে পশ্চিমা অস্ত্র সরবরাহকে দায়ী করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, ইউক্রেনের অর্থনীতি ৪৫ শতাংশ সংকুচিত হবে। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের ফলে বিজয় অর্জিত হলেও ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে তা পরাজয়ের নামান্তর হবে। কিয়েভ স্কুল অব ইকোনমিকসের মতে, সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামোর ক্ষতি এরই মধ্যে ৬০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই যুদ্ধের বৈশ্বিক প্রভাবও ভয়াবহ। মার্কেট ওয়াচের মতে, ইউক্রেন যদি রাশিয়াকে তার ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করতে সফল হয়, এর পরও এক বছরের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষতি বিধ্বংসী হতে পারে।

যেসব দেশ ইউক্রেন থেকে গম আমদানি করে থাকে, সেসব দেশে এরই মধ্যে খাদ্যঘাটতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর জ্বালানি নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে ইউরোপ একটি অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মার্কেট ওয়াচের মতে, অর্থনৈতিক ক্ষতি শুধু ইউক্রেনের জন্য নয়, বরং বাকি বিশ্বের জন্যও মারাত্মক হবে। তাই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই জরুরি ভিত্তিতে বৈশ্বিক খাদ্যসংকট, উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্রমবর্ধমান ঋণ সংকটের আশঙ্কা এবং পাশ্চাত্যে মন্দার হুমকি মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

লেখক : ওয়াশিংটন পোস্ট, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস ও মিয়ামি হেরাল্ডের সাবেক বৈদেশিক সংবাদদাতা এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাবেক গবেষক

সূত্র: এশিয়া টাইমস

সংক্ষেপিত ভাষান্তর: আফছার আহমেদ

নামাজের সময়-সূচী

জুন	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২
ফজর	৩.৪৬	৩.৪৫	৩.৪৫	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৪
সূর্যোদয়	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩
জোহর	১২.৫৫	১২.৫৪	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৬	১২.৫৬
আসর	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০
মাগরিব	৮.২৫	৮.২৬	৮.২৬	৮.২৭	৮.২৮	৮.২৮	৮.২৯
এশা	১০.০২	১০.০৩	১০.০৪	১০.০৫	১০.০৬	১০.০৬	১০.০৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ন্যাটো সম্প্রসারণ ও এরদোগানের কূটনীতি

মো: বজলুর রশীদ



তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান ঘোষণা করেছেন, ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তুরস্কের কোনো 'ইতিবাচক চিন্তা' নেই। শীতল যুদ্ধের সময়ও যে দু'টি দেশ নিরপেক্ষ ছিল, সে দু'টি এখন যুদ্ধের ডামাডোলের মাঝে ন্যাটো জোটে তরী ভিড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল জেনস স্টোলটেনবার্গও বললেন, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন কোনো সমস্যা ছাড়াই দ্রুত জোটে আসবে। রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও, ৩০ জুন মাদ্রিদ শীর্ষ সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে দুই দেশের সদস্যপদ অ্যাজেন্ডায় থাকছে। ইউক্রেন সঙ্কট ছাড়াও, ন্যাটোর নতুন সম্প্রসারণ পাশ্চাত্য ও রাশিয়ার মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানে ইউরোপীয় নিরাপত্তা কাঠামোতে এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে, যা মস্কোর জন্য আরো একটি দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করবে। সীমান্তের দেশ ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিচ্ছে এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করেছিল, মস্কো জানায়, যেসব দেশ ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেবে তারাও আক্রমণের টার্গেট হবে।"

নিরপেক্ষ ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটো জোটে যোগদান, রাশিয়ার যুদ্ধ পরিধিকেও বিস্তৃত করতে পারে।

এরদোগান আওয়াজ তুলেছেন যে, এই ইস্যুটি বিশ্ব রাজনীতিতে এক 'হট-টপিক' হয়ে উঠেছে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমাদের পূর্বসূরিরা গ্রিস ও ন্যাটোর বিষয়ে ভুল করেছে। আপনারা জানেন, ন্যাটোর সহায়তায় গ্রিস তুরস্কের সাথে কেমন আচরণ করছে। আমরা চাই না, এটা ঘটুক। দুর্ভাগ্যবশত, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু দেশ সন্ত্রাসী সংগঠনের গেস্ট হাউজের মতো। পিকেকে এবং ডিএইচকেপি-সির (বিপ্লবী পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট) মতো গোষ্ঠীগুলো সুইডেনে অবস্থান করছে। নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের সংসদেও আছেন।' এরদোগানের এই বক্তব্য পশ্চিমা রাজধানীগুলোতে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, তুর্কি মনোভাব ন্যাটোর সংহতিকে হ্রাস করছে এবং রাশিয়ার স্বার্থকে রক্ষা করছে। প্রকৃত সত্য হলো, তুরস্ক ন্যাটোর সংহতির অন্যতম শক্তিশালী সমর্থক ও বড় সামরিক শক্তির জোগানদাতা। অনেকেই না পারছেন হজম করতে, না পারছেন বাদ দিতে। এরদোগান ছাড়াও আরো দুই বিশ্বনেতা এই অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

ক্রোয়েশীয় প্রেসিডেন্ট জোরান মিলানোভিচ ৩ মে বলেছেন, তিনি মাদ্রিদ ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের প্রবেশে বাধা দেবেন, দুই দেশের সম্ভাব্য ন্যাটোর অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করবেন। তিনি বলেন, 'আমি শয়তানের মতো পক্ষে ভোট দেয়া প্রতিটি সংসদ সদস্যের পাপী আত্মাকে তাড়া করব।'

ইতালীয় ক্ষমতাসীন জোটের দল লেগার নেতা মাত্তেও সালভিনি এই দুই দেশের ন্যাটোতে যোগদান ও ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। মস্কো বারবার ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোকে সতর্ক করেছে, যুক্তি দিয়েছিল যে, এটি কেবল সঙ্ঘাতকে স্থায়ী করবে এবং একটি দ্রুত কূটনৈতিক সমাধানকে বাধাগ্রস্ত করবে। মাত্তেও সালভিনি আরো বলেন, 'এখন নয়। শান্তি অর্জনের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে এমন সব কিছুকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা উচিত।' অর্থনৈতিক উন্নয়নমন্ত্রী জিয়ানকার্লো বলেন, রাশিয়ার সীমান্তের কাছে অবস্থিত দু'টি নতুন দেশের ন্যাটোতে যোগদান 'অবশ্যই ইউক্রেনীয় দ্বন্দ্বের সময়কাল হ্রাস করতে সহায়তা করবে না।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইগির মতে, 'রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর সুইডেন ও ফিনল্যান্ড সুর পাল্টায়। কেননা বাঁশি আরেকজনের হাতে।'

ইতালির মাত্তেও সালভিনি ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর বিরুদ্ধে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, এটি সঙ্ঘাত বন্ধ করতে সহায়তা করবে না। তিনি বলেন, 'সঙ্ঘাতের শুরুতে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা পাঠানো এক জিনিস, এখন এটি করা অন্য জিনিস। শান্তি অর্জন করতে হবে এবং অস্ত্র পাঠিয়ে কোনো লাভ হবে না।'

মস্কো বারবার ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোকে অনুরোধ করেছে। পুতিন বলেছেন, বধিরের কানে এই আওয়াজ পৌঁছায় না; এর ফলাফল হবে কঠিন ও কঠোর। মস্কো পশ্চিমারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি হাইব্রিড যুদ্ধ শুরু করছে ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য ইউক্রেনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে, এতে ওরা সফলকাম হবে না।

ক্রেমলিন ইতোমধ্যে বলেছে, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের ন্যাটোতে প্রবেশকে একটি হুমকি হিসেবে দেখা হবে। রাশিয়ান কর্মকর্তারা বলেছেন, এই দেশগুলোকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করা কেবল ইউরোপকে নিরাপদ করতে ব্যর্থ হবে না, বরং ন্যাটোর সদস্যপদ এই জায়গাগুলোকে সঙ্ঘাতপূর্ণ অঞ্চল ও শত্রুর অংশে পরিণত করবে এবং বড় ঝুঁকির সম্মুখীন হবে।

ক্রেমলিন সামরিক-প্রযুক্তিগত সতর্কতা আকারে 'প্রতিশোধ' নেয়ারও হুমকি দিয়েছে এবং বাল্টিক সাগরে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের ইঙ্গিত দিয়েছে। ওয়ার বিশ্লেষকরা রায় দিয়েছেন, বাল্টিক সাগরের নিয়ন্ত্রণ যে নিতে পারবে সে ইউক্রেন যুদ্ধে জয়ী হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের সদস্যপদকে সমর্থন করেছে, তুরস্ক তার উদ্বেগগুলো ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে দুই দেশের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কূটনৈতিক অঙ্গন খুবই উত্তপ্ত।

ন্যাটোয় যোগ দিলে প্রতিবেশী ফিনল্যান্ডকে ধ্বংস করতে 'এক মিনিটও লাগবে না'। ১৪ মে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন পুতিনের সহযোগী অ্যালেক্সি জুরাভলিয়ভ। এই কাজের জন্য রাশিয়ার অত্যাধুনিক আন্তঃমহাদেশীয় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র, রাশিয়ান ভাষায় সারমাত বা শয়তান-২ ব্যবহার করা হবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর যুদ্ধংদেহী ঐক্যে তিক্তবিরক্ত হয়েই এমনটা ঘোষণা করেছেন পুতিন। রাশিয়া আরো জানায়, কালিনিনগ্রাদ থেকে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ও সারমাতের মাধ্যমে ২০০ সেকেন্ডে ব্রিটেন ও ১০ সেকেন্ডে ফিনল্যান্ড গুঁড়িয়ে দেয়া যায়। গত এপ্রিলে বাল্টিক সাগরে সারমাত হাইপারসনিক অস্ত্র সফল উৎক্ষেপণ করেছিল মস্কো। এরপর থেকেই রাশিয়ার তরফে পরমাণু হামলার আশঙ্কা জোরালো হয়েছে। ইতোমধ্যেই ফিনল্যান্ডে রাশিয়া ১৪ মে থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সফলভাবে হাইপারসনিক অস্ত্রের পরীক্ষা সম্পন্ন করল মাত্র ক'দিন আগে। এই অস্ত্রটি শব্দের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি দ্রুত ছুটতে পারে বিধায় দ্রুত গতির কারণে শনাক্তকরণ এবং ঠেকানো কঠিন।

ন্যাটোর বিপরীতে রাশিয়াও সামরিক জোট গঠন করে সদস্য বাড়ানোর চেষ্টা করছে। রাশিয়ার জোটে রয়েছে বেলারুশ, আর্মেনিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তান।এই দেশগুলো সামরিক জোট 'কালেক্টিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অরগানাইজেশন'-এর (সিএসটিও) অন্তর্ভুক্ত। নরডিক দেশগুলোতে ন্যাটো কেমন সামরিক শক্তি বিস্তার করে তার ওপর ভিত্তি করে রাশিয়া ব্যবস্থা নেবে- এমন ঘোষণা দিয়েছে। ইতোমধ্যে ইউরোপের ভেতরে রুশ ছিটমহল কালিনিনগ্রাদে পরমাণু অস্ত্র ও হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল সংবাদ প্রচার করেছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট পুতিন বাকি বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, রাশিয়া একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ এবং তার পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারকে প্রস্তুত রেখেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাবাহিনীকে স্বল্পমাত্রার ট্যাকটিকাল পরমাণু অস্ত্র প্রথম ব্যবহার করার অধিকার ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষ থেকে তেমন অস্ত্র ব্যবহারের জন্য রুশ সেনাবাহিনীকে অপেক্ষা করতে হবে না। গত ৭৭ বছরে কোনো যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার হয়নি এবং রাশিয়া জানে, তেমন অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপক ভীতি রয়েছে। ন্যাটো জোটে ঢুকতে চাওয়ায় ইউক্রেনে আগ্রাসন চালিয়েছে রাশিয়া; এবার ফিনল্যান্ড অথবা সুইডেনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা ক্রেমলিন নেবে কি না সেটি এখনো পরিষ্কার নয়। তবে, সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ বলেছিলেন, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন ন্যাটোতে যোগ দিলে কালিনিনগ্রাদের ছিটমহল থেকে পারমাণবিক অস্ত্র এবং হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার হতে পারে। এই ভয়ে ফিনল্যান্ডের মধ্যেই মাটির নিচে ৫০০ হেভি বাঙ্কার তৈরি করেছে। ফলে সাধারণ জনগণ ভীতির মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে। শান্তির পথে হাঁটতে গিয়ে অশান্তির কালোমেঘে ছেয়ে গেছে পুরো ফিনল্যান্ড। এদিকে অস্ট্রিয়া ন্যাটো জোটে ঢুকবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।

তুরস্ক ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের সদস্যপদের অনুরোধে ভেটো দেবে কি না তা এখনো স্পষ্ট নয়। তুরস্ক পিকেকের প্রতি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও গুলেনিস্ট টেরর গ্রুপকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। তা ছাড়া এ বিষয়টি ন্যাটো জোটের চেতনার সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয়। পিকেকে'কে আশ্রয় দেয়া একটি দেশের কিছু দুঃসাহসিক মন্তব্য তুরস্ককে খুব অসন্তুষ্ট করেছে। ন্যাটোর অন্যতম প্রধান সদস্য, যারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়, তুরস্ক যুক্তিসঙ্গতভাবে সেই সব দেশকে, যাদের নীতি তুর্কি নিরাপত্তা স্বার্থকে আঘাত করে, তাদের এই নীতি পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করতে পারে।

অভিযোগের সুরে জুরাভলিয়ভ বলেন, ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোয় যোগদান করতে জোর করছে ব্রিটেন এবং আমেরিকা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, 'আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটানোর সবরকম প্রয়াস চালাচ্ছে। পরমাণু যুদ্ধ না হলেও পুরো ইউরোপকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করছে। এভাবেই নিজেদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান চাইছে আমেরিকা।' যুক্তরাষ্ট্র 'আক্রমণাত্মক' উপায়ে ন্যাটোর সম্প্রসারণ কৌশলকে ব্যবহার করছে।

অভিযোগের সুরে জুরাভলিয়ভ বলেন, ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোয় যোগদান করতে জোর করছে ব্রিটেন এবং আমেরিকা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, 'আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটানোর সবরকম প্রয়াস চালাচ্ছে। পরমাণু যুদ্ধ না হলেও পুরো ইউরোপকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করছে। এভাবেই নিজেদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান চাইছে আমেরিকা।' যুক্তরাষ্ট্র 'আক্রমণাত্মক' উপায়ে ন্যাটোর সম্প্রসারণ কৌশলকে ব্যবহার করছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উচিত ইউক্রেন বাদ দিয়ে দেশের ভেতর অস্ত্র ব্যবহার নীতিকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারির সময়ে বিমান ধ্বংসের জন্য আমেরিকা আফগান মুজাহিদিনদের জ্যাভেলিন ও এনএল ট্যাংকবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, স্ট্রিংগার এবং স্টারস্ট্রিক বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েছিল। ইউক্রেন এখন এসব অস্ত্র চাইছে।

এখন পর্যন্ত পশ্চিমা জোট ও ৩০টিরও বেশি দেশ ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেয়া সাহায্যের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলারের মতো। যুক্তরাষ্ট্র একাই দিয়েছে ১৭০ কোটি ডলারের অস্ত্র-সরঞ্জাম। ব্রিটেন তাদের তৈরি সহজে বহনযোগ্য স্টারস্ট্রিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়েছে। স্লোভাকিয়া ইউক্রেনে এস থ্রি হানড্রেড, এস-৩০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠিয়েছে। অবশ্য রুশরা, মোতায়েনের আগেই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে পুরো 'সিস্টেম' তছনছ করে দিয়েছে, বহু অস্ত্রের ডিপো জ্বালিয়ে দিয়েছে। ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি যিনি পূর্বশর্ত ছাড়া কোনো শান্তি বৈঠকে নারাজ তিনি চিৎকার করে বলছেন, 'যুদ্ধ বন্ধ করুন, রাশিয়ার দখলকৃত জায়গা ফেরত (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

পরিবেশ বিপর্যয় রোধ এখন বড় চ্যালেঞ্জ

আফতাব চৌধুরী

পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায় । পরিবেশ দুই প্রকারের– প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবসৃষ্ট পরিবেশ । প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বুঝায় মাটি ,পানি, গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি, যা প্রকৃত অর্থেই প্রাকৃতিক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দান । অপর দিকে মানবসৃষ্ট পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি মানুষের তৈরী ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা,উন্নত ধরণের কলকারখানা, যানবাহন প্রভৃতি, যা বিজ্ঞানের দান । নানা কারণে দিনের পর দিন ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে । প্রাকৃতিক ভাবে যেমন – খরা, বন্যা, দাবানল, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, মহামারী প্রভৃতির চেয়ে তুলনামূলকভাবে সামাজিক উপায়ে যেমন– গাছপালা কেটে বহুতল বাড়ি নির্মাণ, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণে এ পরিবেশটা দূষিত হচ্ছে ।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে দেশের ভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠছে অসংখ্য কলকারখানা, ইটভাটা ইত্যাদি । এ কলকারখানায় উৎপন্ন সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে অম্ল বৃষ্টি সৃষ্টি হচ্ছে । এ অম্ল বৃষ্টির প্রভাবে সৌন্দর্য স্মৃতি একদিকে যেমন-তাজমহল, বিভিন্ন স্থাপনা নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ভূ-পৃষ্টের পানির সঙ্গে মিশে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে ।

কলকারখানা ও যানবাহনে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি গ্যাস সূর্যের আলোক রশ্মি শোষণ করে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করছে, ফলে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের জলভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ভবিষ্যতে সমুদ্রের উপকূলভূমি প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে । শীতক যন্ত্রে ব্যবহার করা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নামক পদার্থটি ওজন স্তরের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি করছে । তাছাড়া অতিবেগুনি উড়োজাহাজগুলো বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন করায় ওজন স্তরের অবক্ষয় হচ্ছে । ফলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি জীবজগতে এসে পড়তে পারে । এ রশ্মি মানুষের দেহের ত্বকে ক্যান্সার সদৃশ রোগ ঘটাতে পারে । কলকারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধাতব অ্যাসিড, লবণ ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, সিসা ও পারা প্রভৃতি মাটি ও পানির সঙ্গে মিশে মাটির গুনাগুণ নষ্ট করছে এবং নদী-নালার পানির সঙ্গে মিশে পানি দূষিত করছে । কম পরিমাণ কৃষিভূমিতে অধিক উৎপাদন লাভের আশায় আধুনিক কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার, যেমন ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, মিউরিয়েট অব পটাশ প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে ভূমিগত পানি দূষিত হচ্ছে । এ পানি জীবজন্তু পান করায় বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের সংখ্যা কমে যাচ্ছে । শস্য অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য কীটনাশক দ্রব্য যেমন-ডিডিটি, ফিনাইল প্রভৃতি এবং অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে বাধা দেওয়ার জন্য অপতৃণনাশক ডাইক্লোরোফিয়াস্কিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যবহারে পানি ও বায়ু দূষিত হওয়ার ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে । আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় উন্নতমানের কৃষি সরঞ্জামের ব্যবহার পানিসিঞ্চন ব্যবস্থা এবং জুমচাষ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে কৃষি উপযোগী উর্বর মাটি ক্ষয় হয়ে নালা-নদীতে পতিত হয়ে বন্যার পরিমাণও বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

আজ আমাদের চার পাশে শব্দ আর শব্দ । যানবাহনে মোটর গাড়ির হর্ন, কলকারখানার অবিরাম আওয়াজ, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ও সিডি ক্যাসেটের দোকানে উচ্চস্বরে গান-বাজনা, মেলা বা হাটবাজারে ক্রেতাদের আকর্ষণে মাইকের আওয়াজ, এসব শব্দদূষণ গ্রামাঞ্চলে কিছুটা সহ্য হলেও শহরাঞ্চলের মানুষ কিন্তু আতিষ্ঠ । আমরা প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলি । সময়ের মূল্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কম থাকায় অনর্থক তর্ক জুড়ে দিই । এক মিনিটের কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দশ মিনিটে বলে থাকি । অল্পেই উত্তেজিত হয়ে যাই, অযথা চিৎকার করি । অন্যের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে অনেক মা-বাবা সন্ধ্যার লেখাপড়ার সময় উচ্চ শব্দে টিভি ছেড়ে বসে থাকেন । এতে ক্ষতি হয় নিজের সন্তানদের এবং পাশের বাড়ির সন্তানদেরও । শব্দদূষণ সম্পর্কে অনেকে অবগত না থাকায় প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানে যেখানে জনসমাগম বেশি হয়, সেখানে শব্দদূষণ ঘটছে । মানব শরীরে শব্দের ধারণ ক্ষমতা মাত্র ৭০ ডেসিবেল, তার চেয়ে বেশি হলে চিকিৎসকের মতে, হৃদরোগ এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হতে পারে মানুষ । হর্নের শব্দ ধমনীকে সংকোচিত করে হৃদপিন্ডের রক্ত সরবরাহ কমিয়ে দেয় । মাথাধরা, বিরক্তি, মেজাজ নষ্ট, ঘুমের ব্যাঘাত, কানে কম শোনা ও মনোসংযোগের অভাব অতিমাত্রায় শব্দদূষণের ফলে হয়ে থাকে । পৃথিবীতে যখন মানুষ প্রথম এসেছিল একটি নির্মল বিশুদ্ধ পরিবেশে বাস করেছিল । তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যন্ত্র ও সভ্যতার দ্রুত উন্নতির ফলে পরিবেশ দূষণ একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । সৃষ্টিকর্তা একটি অম্লান সুন্দর পৃথিবীতেই আমাদের প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু আমরা অশেষ সুখের আশায় তাঁর পবিত্রতা ও সৌন্দর্য ধ্বংস করে চলেছি । আমরা যদি পরিবেশ দূষণের প্রতিকারে প্রয়াসী না হই, তবে আল্লাহর সৃষ্ট এ নিষ্কলঙ্ক পৃথিবীকে কলঙ্কিত করার দায়ভার আমাদের বহন করে যেতে হবে । আমরা যদি সকলেই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হই তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারি ।

আজ আমাদের চার পাশে শব্দ আর শব্দ । যানবাহনে মোটর গাড়ির হর্ন, কলকারখানার অবিরাম আওয়াজ, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ও সিডি ক্যাসেটের দোকানে উচ্চস্বরে গান-বাজনা, মেলা বা হাটবাজারে ক্রেতাদের আকর্ষণে মাইকের আওয়াজ, এসব শব্দদূষণ গ্রামাঞ্চলে কিছুটা সহ্য হলেও শহরাঞ্চলের মানুষ কিন্তু আতিষ্ঠ ।

পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার প্রথম পদক্ষেপ হল-গাছপালা অযথা কাটা বন্ধ করে বছরে প্রত্যেকের অন্তত একটি করে বৃক্ষ রোপণ বা আবশ্যিক হওয়া এখন দরকার । কারণ এতে বায়ুদূষণ, পানি দূষণ ও শব্দ দূষণের মাত্রা অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব ।) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে এটাকে স্থিতিশীল করে রাখতে হবে ।) মানুষের চাহিদা মেটাতে যে বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে তা কমিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্পের প্রতি জোর দিতে হবে ।) কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীতে না ফেলে এর পুনর্ব্যবহার করা অতীব প্রয়োজনীয় । কলকারখানায় উৎপন্ন ধোঁয়া, ময়লা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব শিল্প আইন আছে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে ।) আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় ব্যবহৃত রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক, বননাশক প্রভৃতি ব্যবহারের পরিবর্তে জৈবিক সার ও ঔষধ ব্যবহার করা দরকার ।) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা আবশ্যক ।) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনবসতি তৈরি করা এবং গ্রাম ও বস্তি উন্নয়নের প্রতি প্রচেষ্টা চালানো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতে হবে ।

গৃহ পরিবেশ, সৌন্দর্য, সুষমা আনন্দের বেশিরভাগ নারীর উপর নির্ভরশীল । সামাজিক, সাংসারিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় নারীরা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় বেশি সময় ব্যস্ত থাকে । প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নারী পরিবেশের মধ্যমণি । কারণ তারা জন্মদাত্রী, তারা লালন-পালন করে, শিক্ষা দেয় ও বড় করে । এটা প্রকৃতির বিধান । এ বিধান ভঙ্গ করলে আমাদের অনেক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় । প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য ফিরে পেতে অনেক সময় লাগে । এটা একা কারো পক্ষে সম্ভব নয় । ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার মূল কারণ হল-ৎ) জন্মের হার প্রচন্ড বৃদ্ধির ফলে ঘটছে জনবিস্ফোরণ । ৎ) উন্নত দেশের মূল্যবোধ অনুকরণ করে আমাদের পার্থিব ভোগবিলাসের চেষ্টা এবং তার ফলস্বরূপ দূরদৃষ্টিহীন শিল্পোদ্যোগ ।

বর্তমান প্রজন্মে নারীরা তার বলিষ্ঠ মন, সুচিন্তিত মতামত এবং পুরনো ও নতুন ভাবধারা মিলিয়ে তার কার্যকরী প্রভাব ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে এখন সক্ষম । পুরনো দিনের সঙ্গে তুলনা করলে সামাজিক পরিকাঠামোয় আধুনিককালে গ্রামীণ নারীদের মধ্যে উৎসাহবোধ জাগিয়ে তোলা আরও বেশি প্রয়োজন । **সাংবাদিক ও কলামিস্ট ।**

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা শুরু ২৮ জুলাই

নিউইয়র্ক: করোনা মহামারির প্রভাব কাটিয়ে বিশ্ব ফিরতে শুরু করেছে আপন চেহারায়। স্বাভাবিকতায় ফেরার অংশ হিসেবে বেজে উঠেছে নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার আগমনী সুরও। আগামী ২৮ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে প্রবাসে বাংলা বই নিয়ে সর্ববৃহৎ এই আয়োজন। চার দিনের এই মেলা চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত।

৩১তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলায় বরাবরের মতো অংশ নেবেন বাংলাদেশ, ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে আসা সাহিত্যিক ও প্রকাশকরা। এই মিলন মেলা উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিৎ সাহা। এবারও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লেখক, প্রকাশক অংশ নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিশ্বজিৎ সাহা জানান, এবারের বইমেলার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে অভিবাসী লেখকদের প্রকাশিত সেরা বইয়ের জন্য শহীদ কাদরী পুরস্কার ২০২২। পুরস্কারের আর্থিক মূল্যমান ৫০০ ইউএস ডলার। আগ্রহী অভিবাসী লেখকরা তাদের বাংলা ভাষায় রচিত ও ২০২১ সালে প্রকাশিত যে কোনো একটি শিরোনামের বই পাঠাতে পারবেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট লেখকদের নিয়ে গঠিত একটি বিচারক পর্ষদ পুরস্কারের জন্যে সেরা বইটি নির্বাচন করবেন।

শহীদ কাদরী পুরস্কার ২০২২-এর জন্য বিবেচিত হতে লেখকদের নিচের শর্তগুলো অনুসরণ করতে হবে:

১. লেখককে অবশ্যই বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরের কোনো দেশে অভিবাসী হতে হবে।

২. লেখকেরা বাংলাভাষায় রচিত তাদের একটি বই জমা দিতে পারবেন।

৩. বইটি অবশ্যই ২০২১ সালের জানুয়ারী থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত হতে হবে।

৪. লেখককে নিজ খরচে বইটির ৩টি কপি পাঠাতে হবে।

বই পাঠানোর ঠিকানা: যুক্তরাষ্ট্র: শহীদ কাদরী পুরস্কার ২০২২, Muktadhra Foundation 37-69, 74th St, 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিকানা: শহীদ কাদরী পুরস্কার ২০২২, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন, ৪৪ আরামবাগ, (দোতলা) মতিঝিল, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমাদের কাছে পাবেন

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে আবুল কালামের প্রশ্নঃ

আমি ইউএস সিটিজেন হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত এদেশে বাস করছি। আমি বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করেছি। তারপর আমি এদেশে এসে তার জন্য আবেদন করেছিলাম। তারপর বাংলাদেশ থেকে ফোন পেয়ে আমি জানতে পারি যে আমার স্ত্রী বাড়িতে না জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে। তারপর থেকে আমি আর কোন খবর জানিনা।

এদিকে আমি এখানে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রীর এখানে ভিসা আছে। আমি এখানে বিয়ে করা আমার স্ত্রীর গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করলে ইমিগ্রেশন আমাকে আগের স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছে। এদিকে আমি ডাকযোগে ডিভোর্স লেটার পাই। তখন ইমিগ্রেশন থেকে আমাকে বলা হয়েছে যে নিউইয়র্কে যখন আমি বিয়ে করেছি, তারপর নাকি আমার ডিভোর্স পেপারে সই হয়েছে। আমার দ্বিতীয় বিয়ের আগে আমি বাংলাদেশ থেকে ফোনে জেনেছি যে আমার এখানে বিয়ের তারিখের আগে সে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। কিন্তু ডিভোর্স পেপারে সই এর তারিখ বিয়ের পরে ছিলো। এখন এই অবস্থা আমার করণীয় কী?

আবুল কালামের প্রশ্নের উত্তরঃ

বাংলাদেশ থেকে আপনাকে আবার ডিভোর্সের কপি আনাতে হবে। এতে সই এর তারিখ যাচাই করে দেখা হবে। আপনার ডিভোর্সের আগে যদি আপনার দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে থাকে, তবে আপনার ঐ বিয়ে বৈধ হিসেবে গৃহিত হবে না।

এর কারণ হচ্ছে নিউইয়র্কে প্রথম বিয়ের ডিভোর্স না হলে দ্বিতীয় বিয়ে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ডিভোর্স যদি বিয়ের পরে হয়ে থাকে তবে প্রথম বিয়ের ডিভোর্সের জন্য সম্পন্ন হয়ে গেলে তারপর আপনাকে আবার দ্বিতীয় বিয়ে করতে হবে।

এ ব্যাপারে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে একজন বিয়ের ডিভোর্সের কদিন পর দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় বা নিয়ম নেই।

আপনি যদি আপনার প্রথম স্ত্রীর আবেদনের পরে আবার দ্বিতীয় স্ত্রীর জন্য আবেদন করেন তবে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে প্রথম বিয়ের ডিভোর্সের পরে আবার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার এ বিয়ে বৈধ এবং আস্থাপূর্ণ। এ জন্যে আপনাকে এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য তথ্যপাত্র সরবরাহ করে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার উদ্দেশ্য সৎ এবং সুন্দর।

আপনার প্রথম স্ত্রী ইমিগ্রেশন থেকে কোন কাগজপত্র পান নেই -তার এ ব্যাপারে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। আপনার প্রথম স্ত্রী যদি আপনার মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পান এবং আপনি যদি আবার বিয়ে করেন তার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করেন তবে আপনার প্রথম স্ত্রীর জন্য করা গ্রিনকার্ডের আবেদন উইথড্র করতে হবে। যদি এটার কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন এটর্নীর সাথে কথা বলতে পারেন।

কুইন্স থেকে আরিফুল হকের প্রশ্নঃ

আমি আমার আত্মীয়ের জন্যে রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করেছিলাম। কিন্তু আমার এ কেস এপ্রুভ না হয়ে ফেরৎ এসেছে। আমার কেস ফেরৎ আসার কারণ



আমার পিটিশনের ফিস নাকি যথার্থ ছিলো না। ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম। সে কারণে এ বিষয়ে আমি আপনার কাছে পরামর্শ কামনা করছি। আশাকরি আমার প্রশ্নের উত্তর পাব।

আরিফুল হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাকে যথার্থ অর্থ উল্লেখ করে চেক লিখতে হবে। সঠিক পরিমাণ অর্থ না দিলে ইউএসসিআইএস আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেয়। দুটি কারণে ইউএসসিআইএস আবেদন ফেরৎ পাঠাতে পারেঃ

চেকে যদি স্বাক্ষর না থাকে এবং (২) যদি সঠিক ফিস প্রদান করা না হয়।

অধিকাংশ ইমিগ্রেশনের ফরমে প্রয়োজনীয় ফিস এর উল্লেখ থাকলেও আবেদনকারীকে ইউএসসিআইএস'র সঠিক ফিস চেক করে নেয়া জরুরী। কেননা অনেক ক্ষেত্রে একই ফরমে অনেক ধরনের আবেদনের জন্য আলাদা আলাদা ফিস থাকে। যেমন রিলেটিভ পিটিশন- আত্মীয়ের জন্য আই-১৩০ এবং সেই সময়ে যথাযথ ফিস।

এই ফরম গ্রিনকার্ডধারী এবং সিটিজেনদের রিলেটিভ পিটিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। একই রকম ফরম ব্যবহৃত হয় স্বামী-স্ত্রী, সন্তান (বিবাহিত/অবিবাহিত) মা-বাবা, ভাই-বোনের জন্য। এবং সব ক্যাটগরির জন্য ফিস একই।

আরেকটি ফরমের উদাহরণ দেয়া যায় যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফিস ভিন্ন ভিন্ন।

আই-১৩০ ফরমও বিভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়। কেউ যদি ইউএসসিআইএস'এর বাইরে সাময়িক ভ্রমণের জন্য আগাম প্যারোলের আবেদন, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদনের জন্য আই-৪৮৫ ফরম পূরণের জন্য কোন ফিস লাগে না।

কিন্তু কেউ যদি এই ফরম রি-এন্ট্রি আবেদনের জন্য ব্যবহার করেন তবে তার জন্য যথাযথ ফিস লাগবে। সঠিক ফিস জানার জন্য ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট চেক করে নিতে হয়।

ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটের ফিস এর ক্যালকুলেটর থেকে সহজেই পাওয়া যাবে। ফিস ক্যালকুলেটর থেকে পাওয়ার পর তাতে ফরম নম্বর, ফরম ব্যবহারের উদ্দেশ্য এনটার দিয়ে ক্যালকুলেটরে প্রেস করলেই সঠিক ফিস জানা যায়। এরপরও কারো কোন সংশয় থাকলে তিনি ইউএসসিআইএস অথবা কোন ইমিগ্রেশন অফিসে কল করতে পারেন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। কারণ ভুল তথ্য, ভুল ঠিকানা এবং ভুল ফিস প্রদানের কারণে আবেদন গৃহিত না হয়ে অস্বীকৃত হবে। যার ফলে আবেদনের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল লাভে অনেক বিলম্ব ঘটবে। আরো একটি কথা হচ্ছে ইমিগ্রেশন বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে স্পষ্ট করে সমস্যা ও প্রশ্ন উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় সুস্পষ্ট ও যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে না।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ভারত হয়ে রাশিয়ার তেল কেনায় কৌশলী হতে হবে

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের প্রভাবে জ্বালানি তেল আমদানি নিয়ে সমস্যায় পড়েছে বাংলাদেশ। আমদানিনির্ভর জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে সংকট তৈরি হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) হিসেবে সরকারের ভর্তুকি দেওয়ার পরও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় ডিজেল বিক্রিতে লোকসান গুনছে সংস্থাটি। অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি থাকায় ফার্নেস অয়েল আমদানি বাড়াতে হয়েছে সরকারকে। সরকার ফার্নেস অয়েলের দাম চলতি অর্থবছর ছয়বার বাড়িয়েছে। ৪২ টাকার ফার্নেস অয়েল ৭৪ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোয় বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচও বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে মূল্যস্ফীতিতেও! এমতাবস্থায় ভারত হয়ে রাশিয়ার তেল কেনার চেষ্টাটা যৌক্তিক। তবে কৌশলটা গোপনীয় না রেখে সাংবাদিকদের সামনে উন্মুক্ত করার বিষয়টি কৌশলগতভাবে একেবারেই ঠিক হয়নি! এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াই আটকে যেতে পারে।

ইউক্রেন আগ্রাসনের পর রাশিয়ার তেল খাত ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। রাশিয়াও ভারতকে তেল দিচ্ছে অনেকটাই কম দামে। ভারত যেহেতু বিশ্বের তৃতীয় বড় তেল আমদানিকারী দেশ, তাই রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনে বিদেশি মুদ্রার বিপুল সাশ্রয় করছে দিল্লি। রিফিনিটিভ আইকনের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানাচ্ছে, ভারত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য মে পর্যন্ত ৩৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল আমদানি করেছে রাশিয়া থেকে। ২৪ মিলিয়ন ব্যারেল এসেছে শেষ এক মাসে। অর্থাৎ ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বাড়াচ্ছে, কমাচ্ছে না। বিশ্ববাজারে বর্ধিত থাকলেও গত ২১ মে প্রতি লিটার পেট্রল সাড়ে ৯ রুপি ও ডিজেলের দাম ৭ রুপি কমানোর ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে মাথানত না করে মূল্যছাড়ে রাশিয়ার জ্বালানি তেল কেনায় ভারতের প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁর দাবি, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর সরকারও এ ব্যাপারে কাজ করছিল।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মস্কো বাংলাদেশকে তেল ও গম দিতে আগ্রহী হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ভয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি ঢাকা। যেহেতু রাশিয়া-ইউক্রেন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেও রাশিয়া থেকে জ্বালানি কিনতে পারছে ভারত, এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল-গম কিনবে কি না, এ বিষয়ে দিল্লির কাছে 'বুদ্ধি' চেয়েছে ঢাকা।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মানবসম্পদের ওপর ব্যাপক অর্থে নির্ভরশীল বলে ভারত স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করতে পারছে। বিপরীতে বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাব মানবাধিকার ইস্যুতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় পড়ে অস্বস্তিতে রয়েছে। এমতাবস্থায় সরাসরি রাশিয়া থেকে আমদানি সম্ভব না হলে ভারত থেকে আমদানি বৃদ্ধিই অধিক যুক্তিযুক্ত। ভারত-বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যবসার ছকেই ভারত থেকে জ্বালানি ও গম উভয়টিই আমদানি বাড়ানো যায়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত থেকে ফেরার পর সাংবাদিকদের বিষয়টা এমন খোলাখুলিভাবেই জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রশ্ন হচ্ছে, কৌশলগত বিষয় এভাবে ফাঁস করে দেওয়া কি ঠিক হলো! যেখানে বাংলাদেশের ওপর মার্কিন ও ইউরোপীয় পক্ষগুলো খুব সতর্ক দৃষ্টি জারি রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মানবসম্পদের ওপর ব্যাপক অর্থে নির্ভরশীল বলে ভারত স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করতে পারছে। বিপরীতে বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাব মানবাধিকার ইস্যুতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় পড়ে অস্বস্তিতে রয়েছে। এমতাবস্থায় সরাসরি রাশিয়া থেকে আমদানি সম্ভব না হলে ভারত থেকে আমদানি বৃদ্ধিই অধিক যুক্তিযুক্ত। ভারত-বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যবসার ছকেই ভারত থেকে জ্বালানি ও গম উভয়টিই আমদানি বাড়ানো যায়।

এক. বাংলাদেশ আগে থেকেই ভারত থেকে জ্বালানি তেল কিনছে

গত ১২ জানুয়ারী ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বিপিসি কর্তৃক মেয়াদি চুক্তির আওতায় ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেডের (এনআরএল) কাছ থেকে ৯০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ৫১২ কোটি ৪৮ লাখ টাকায় আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এনআরএল শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল থেকে ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল আমদানির বিষয়ে ২০১৫ সালের ২০ এপ্রিল বিপিসি ও এনআরএলের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানির লক্ষ্যে বিপিসি ও এনআরএলের মধ্যে ১৫ বছরের জন্য ফিক্সড প্রিমিয়ামে (৫ দশমিক ৫০ /বিবিএল) সেলস অ্যান্ড পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্টও স্বাক্ষরিত হয় ২০১৭ সালে।পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩১ কিলোমিটার, বাংলাদেশ অংশে ১২৬ কিলোমিটার এবং ভারতের অংশে থাকবে ৫ কিলোমিটার। পাইপলাইন স্থাপিত হলে প্রথম পর্যায়ে বছরে ডিজেল আসবে পাঁচ লাখ টন, পর্যায়ক্রমে যা ১০ লাখ টনে উন্নীত হবে।

দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্যিক সুসম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করে পাইপলাইন নির্মাণের আগে অন্তর্বর্তীকালে এনআরএল থেকে রেল ওয়াগনের মাধ্যমে ২০১৬ সাল থেকে ডিজেল আমদানি করা হচ্ছে। ২০২০ সালে অনুমোদিত ৬০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেলের মধ্য থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময় পর্যন্ত ১৩টি পার্সেলে প্রায় ২৮ হাজার ৮৮৩ মেট্রিক টন ডিজেল আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ভারত থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল আমদানি করেছে সরকার।

যেহেতু বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ভারত থেকে পরিশোধিত ডিজেল আমদানি করছে, তাই বিদ্যমান চুক্তির রূপরেখায় ডিজেল আমদানি বাড়ানো যায়। ভারত কোথা থেকে অপরিশোধিত তেল সংগ্রহ করে, সেটা আমদানিকারক হিসেবে বাংলাদেশের ঘটা করে বলার প্রয়োজন নেই।

দুই. আমদানি করা জ্বালানি আন্তর্জাতিক মানে পরিশোধিত হওয়া চাই

ভারত অপরিশোধিত বা ক্রুড তেল উৎপাদনকারী দেশ নয়। তবে পরিবহন সহজলভ্যতার বিবেচনায় ভারত থেকে পরিশোধিত ডিজেল কেনা বাণিজ্যিক দিক থেকে ফিজিবল। এখানে ভারতের রপ্তানি করা ডিজেলের কতটা সঠিক মানে ও মাত্রায় পরিশোধিত, তা বিবেচনায় থাকা চাই। অর্থাৎ সালফারসহ অন্যান্য পরিবেশদূষণীয় অনাকাঙ্ক্ষিত ধাতু আন্তর্জাতিক মানে পরিশোধন করা কি না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কি না, তা যাচাই-বাছাই করা উচিত। অন্যথায় মানহীন ডিজেল বাংলাদেশের বাতাস ও পরিবেশদূষণের নতুন কারণ হয়ে উঠতে পারে। ডিজেলে সালফারের মাত্রাসূচক পিপিএমের হিসাব করা হয়। ডিজেলে পিপিএম মাত্রা যত কম, পরিবেশদূষণ তত কম হবে। বিশ্বের ১০০টা শীর্ষ দূষিত শহরের মধ্যে ৪৬টিই হচ্ছে ভারতের, তাই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নুমালীগড় তেল পরিশোধনাগারের ১০-৫০ পিপিএম মাত্রার ইউরোপিয়ান গ্রেডের তেল পরিশোধনের সক্ষমতা যদি না থাকে, বাংলাদেশের উচিত হবে, এমন কারিগরি সক্ষমতা তৈরির জন্য ভারতকে চাপ দেওয়া এবং তারপর তেল আমদানি করা। আমদানি খরচ গ্রহণযোগ্য হলে ক্রস বর্ডার বিদ্যুতের মতো ক্রস বর্ডার ডিজেলও কেনা যাবে। এখানে আরও দুটি দিক খেয়াল করতে হবে–

ক. একক উৎস হিসেবে কোনো দেশের ওপর জ্বালানি বিষয়ে অতিনির্ভরশীল হওয়া চলবে না। অন্যথায় জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য তা হুমকি হয়ে উঠতে পারে। ভারত রাজনৈতিক কারণে নেপালে ডিজেল সরবরাহ অনৈতিকভাবে পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে দেশটি বেশ কিছুদিনের জন্য জাতীয় জ্বালানি বিপর্যয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি-২০১৬) মোতাবেক মোট জ্বালানির ১৫ শতাংশের বেশি একক বিদেশি উৎস থেকে সংগ্রহ করা ঠিক হবে না।

খ. বিশ্ব যখন সবুজ জ্বালানির দিকে ধাবিত (২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বিদ্যুতের মাত্র ৩ দশমিক ৬ শতাংশ সবুজ), সেখানে ডিজেল ব্যবহারের খাত ধীরে (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

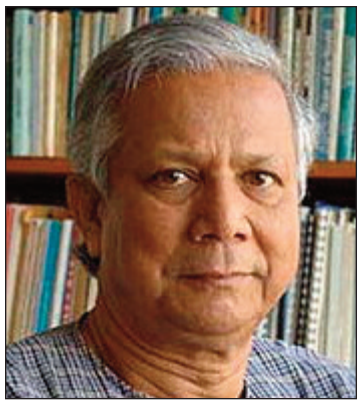


এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বৈশ্বিকভাবে প্যাটেন্ট মুক্ত ওষুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে সামাজিক ব্যবসা মডেল অনুসরণের এখনই সময়



মুহাম্মদ ইউনূস

World Health Assembly, যা মহামারি শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো জেনেভায় বৈঠকে মিলিত হতে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে আগত মহামারিগুলোর মোকাবিলায় একটি কাঠামো প্রণয়নে একমত হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কার্যালয়টি, যার ডেলিগেটদের মধ্যে বহু মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশ রয়েছে, এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে: বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারি মোকাবিলায় আমরা আমাদের ভয়ানক ব্যর্থতার মাত্রা উপলব্ধি করতে শুরু করলেও পৃথিবীর ধনী দেশগুলো মহামারিকে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করছে না।

পরবর্তী মহামারির জন্য প্রস্তুতি নিতে World Health Assembly-র ডেলিগেটদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতির চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে একটি অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কাঠামো প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, যেখানে ক্ষমতা ভ্যাকসিন ও ওষুধ উৎপাদনের একটি সামাজিক ব্যবসা মডেলের মাধ্যমে আরও ন্যায্যভাবে বণ্টিত হবে। সামাজিক ব্যবসা টেকসই উপায়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার সেই ধরন, যেখানে এর মালিকরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ ফেরত পাবার বাইরে ব্যবসা থেকে কোনোরূপ মুনাফা প্রত্যাশা করেন না। সামাজিক ব্যবসা হলো একটি লভ্যাংশবিহীন কোম্পানি যার লক্ষ্য সমাজের কোনো সমস্যার সমাধান করা, ব্যক্তিগত মুনাফা নয়।

এ ধরনের একটি কাঠামোর দিকে অগ্রসর হতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারেন। সরকারসমূহ যদি ভ্যাকসিন তৈরি ও এর বণ্টনের জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোকে শত শত কোটি ডলার অনুদান দিতে পারে, তাহলে তারা সামাজিক ব্যবসা ওষুধ কোম্পানিতেও এই তহবিলগুলো বিনিয়োগ করতে পারে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সহজে ভ্যাকসিনের সুবিধা পেতে পারে। এই মহামারি বৈশ্বিক অসমতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে: পৃথিবীতে দুই কোটিরও বেশি মানুষ কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যুবরণ করেছে যাদের অধিকাংশই দরিদ্রতর দেশগুলোর নাগরিক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পৃথিবীর ৭০ শতাংশ মানুষকে ভ্যাকসিনের আওতায় নিয়ে আসার টার্গেট হাতে নিয়েছিল। আমরা উক্ত সময়সীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মাত্র ১৬ শতাংশ মানুষ এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিনের একটি ডোজ পেয়েছে। এই হারে চললে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টার্গেট অর্জনে দরিদ্রতম দেশগুলোর আরও দুই থেকে আড়াই বছর সময় লেগে যাবে।

নিম্নতর আয়ের দেশগুলো এক বছরেরও বেশি সময় ভ্যাকসিন না পেলেও শেষ পর্যন্ত কিছু ডোজ পৌঁছাতে শুরু করেছে। ভ্যাকসিনের এই সরবরাহগুলো হঠাৎ করেই বড় আকারে একসঙ্গে আসতে শুরু করে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই মেয়াদ সমাপ্তির কাছাকাছি সময়ে।

‡ডাজগুলো যখন আসে তখন কোন ভ্যাকসিনগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে, কী পরিমাণে এবং কোন টাইমলাইনে- এসব বিষয়ে দরিদ্রতর দেশগুলোর কিছু বলার তেমন কোনো সুযোগই থাকে না।

ফলে টিকাদান কর্মসূচি পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা তাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। টিকা উৎপাদন এরই মধ্যে উত্তর গোলার্ধেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থেকেছে। আর এখন এন্টিভাইরাল পিলের মতো কার্যকর চিকিৎসা উদ্ভাবিত হওয়ার পর পুরো প্রক্রিয়াটিরই পুনরাবর্তন শুরু হয়ে গেছে।

ধনী দেশগুলো এরই মধ্যে Pfizer-Gi Paxlovid এবং Merck-Gi Lagevrio ২০২২ সালের প্রায় পুরো সরবরাহই কিনে রেখেছে। এই কোম্পানিগুলো নজরদারি করছে কোন কোন দেশ এই ওষুধ তৈরি করতে পারবে, এবং কারা পারবে না- যার মধ্যে প্রায় পুরো ল্যাটিন আমেরিকা রয়েছে। চভ্রুবৎ অনেকটা অশোভনভাবেই দাবি করছে যে, ডোমিনিকান রিপাবলিকে চধীষড়ারফ উৎপাদনের কোনো প্রচেষ্টা কোম্পানিটির "মানবাধিকার" লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

সম্পদই ক্ষমতা। আর কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন ও চিকিৎসায় নিষ্ঠুর রকমের অসম বৈশ্বিক বণ্টন সম্পদের ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ এবং মুনাফা সর্বোচ্চকরণের উপর একক মনোযোগেরই পরিণতি। আজকের ওষুধ শিল্প সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে ওষুধ বিক্রি করে থাকে। ন্যায্যতা ও সুযোগের অধিকারকে গণসংযোগ ইস্যুগুলোর চেয়ে তেমন একটা বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় না।

এই প্রকট অসমতার বিপরীতে যা অত্যাবশ্যক তা হলো কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের বিশ্বব্যাপী বিতরণের জন্য তাৎক্ষণিক তহবিলের ব্যবস্থা, কোভিড পরীক্ষা এবং চিকিৎসা। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশসমূহ অর্থাৎ জি-১০ দেশগুলো- যারা সম্পদ কেন্দ্রীকরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির সুবিধাভোগী- তারাই বর্তমান ফার্মাসিউটিক্যাল মডেলটির সুবিধা নিচ্ছে যদিও এর জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে অন্যদের। ভ্যাকসিন অসমতা কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয় সব সম্পদই তাদের কাছে আছে এবং তারা চাইলেই এটা করতে পারে। আর এটা শুরু করতে সম্প্রতি আমি অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে মিলে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে অনুরোধ করেছি বিশ্বব্যাপী টিকাদান কর্মসূচিকে সহায়তা করার জন্য ৫ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠনের নেতৃত্ব দিতে।

ভ্যাকসিনের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও সেগুলো সঠিক জায়গায় সঠিক মানুষগুলোর কাছে পৌঁছাচ্ছে না। যখন নতুন ও আরও কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরি হবে, আবারো সেগুলো সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি হবে, এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে গতকালের ভ্যাকসিন দিয়ে আজকের নতুন ভার্সনের ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই ব্যবস্থাটির পরিবর্তন খুবই জরুরি। ভ্যাকসিন ও চিকিৎসাগুলো কোথায় তৈরি হচ্ছে, কাদের দ্বারা, কী উদ্দেশ্যে, এবং এগুলো কীভাবে সুলভে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া যায়- এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। আর এর চাবিকাঠি হচ্ছে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনকে মুনাফা ও প্যাটেন্ট থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা।

এ মাসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠকে বিশ্ব নেতারা কোভিড-১৯ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় ওষুধের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইনগুলোর সর্বাঙ্গীণ স্বত্বত্যাগ সমর্থন করে জেনেরিক ভ্যাকসিন উৎপাদন এবং ভাইরাসের চিকিৎসার অন্তরায়গুলো দূর করতে পারেন। একই সঙ্গে তারা ওষুধ কোম্পানিগুলোকে ভ্যাকসিন, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা প্রযুক্তি দক্ষিণ গোলার্ধের নিকট সহজলভ্য করতে তাদের সকল ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন।

এ কারণে আমি সোশ্যাল বিজনেস ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছি। এই কোম্পানিগুলো লভ্যাংশের অনুসন্ধান করবে না। তারা ভ্যাকসিন ও ওষুধ তৈরি করবে সেসব স্থানে ও মানুষদের কাছে পৌঁছাতে বর্তমান ব্যবস্থায় যারা সবসময় বঞ্চিত থেকে যায়। তাদের কাছে এগুলো বিক্রি করা হবে উৎপাদন খরচে, কোনো রকম মুনাফা না করে, এবং নিম্নতম আয়ের মানুষদের কাছে ক্রস-সাবসিডির মাধ্যমে, যাতে এগুলোর দাম তাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে। স্বাস্থ্য খাতের কাছে তার সবচেয়ে জরুরি একটি সমস্যার মোকাবিলায়, একেবারে নিচে থেকে উপরের দিকে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছানোর এটি হতে পারে একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইনের মতো বাধাগুলো দূর করা এবং সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ। বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিনের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্যাটেন্ট-মুক্ত ভ্যাকসিন উৎপাদনের আবেদনে কিছুটা গতি এলেও একটি কার্যকর কর্মপন্থার প্রয়োজনে এটি যথেষ্ট নয়।

সংকটের এই গভীরতা ও ব্যাপ্তির মধ্যে এই উদ্যোগ নেয়ার এখনই সর্বোত্তম সময়। আমরা যদি একটি চ্যারিটি মডেল থেকে সামাজিক ব্যবসা মডেলে ক্রমান্বয়ে উত্তরণের জন্য সিদ্ধান্ত নিই, তাহলে আমরা স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাকসিনের উৎপাদন ও বিতরণ, পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবো। নেতারা প্যাটেন্ট অগ্রাহ্য করে এবং সামাজিক লক্ষ্যে পরিচালিত জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে বিনিয়োগ করে পরবর্তী প্রজন্মের করোনাভাইরাস ভ্যাকসিন দিয়ে শুরু করতে পারেন, যাতে দক্ষিণ গোলার্ধকে গতকালের হাতিয়ার দিয়ে আগামীকালের ভ্যারিয়েন্টগুলোর মোকাবিলার চেষ্টা করতে না হয়।

এ মাসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠকে বিশ্ব নেতারা কোভিড-১৯ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় ওষুধের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইনগুলোর সর্বাঙ্গীণ স্বত্বত্যাগ সমর্থন করে জেনেরিক ভ্যাকসিন উৎপাদন এবং ভাইরাসের চিকিৎসার অন্তরায়গুলো দূর করতে পারেন। একই সঙ্গে তারা ওষুধ কোম্পানিগুলোকে ভ্যাকসিন, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা প্রযুক্তি দক্ষিণ গোলার্ধের নিকট সহজলভ্য করতে তাদের সকল ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন।

তবে এর বিপরীতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং সুইজারল্যান্ড বরং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির স্বত্বত্যাগ বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোভিড চিকিৎসায় এসব বাধা অপসারণে সমর্থন দিতে অস্বীকার করেছে এবং শুধু ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই স্বত্বত্যাগের উপর জোর দিয়ে আসছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, কোভিড-১৯ এর উপর রাজনৈতিক চাপ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ফলে আলাপ-আলোচনা অগ্রসর হলেও ধনী দেশগুলো একই কাতারে চলে আসছে।

‡কোভিড-১৯ এ যারা অনাবশ্যক মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য যেকোনো অর্থপূর্ণ অগ্রগতির জন্য এখন অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের আজকের উদ্যোগ আগামী দিনের ভ্যারিয়েন্টগুলোর মোকাবিলায় আমাদের কর্মপন্থার ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারে এবং ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সংকটগুলো মোকাবিলায় একটি কার্যকর মডেল তৈরি করতে পারে। বিশ্বনেতাদের কাছে এখনো সময় আছে স্বাস্থ্যসেবায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা- যা কতিপয় ওষুধ কোম্পানির মুনাফার চেয়ে মানুষের জীবনকে প্রাধান্য দেবে- তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার।

স্যাট নিউজ- এ প্রকাশিত লেখার অনুবাদ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটে প্রস্তুতি নেয়ার এখনি সময়

ড. মো: মিজানুর রহমান

ক'দিন আগের প্রবন্ধে লিখেছিলাম, 'দেশের অর্থনীতিতে অশনি সঙ্কেত'। এখন বোধকরি, অশনি সঙ্কেত বলার সময় শেষ; অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়ে গেছে; চলছে। মুদ্রাবাজার অস্থিতিশীল; টাকার মান কমছে লাফিয়ে লাফিয়ে; দ্রব্যমূল্য বাড়ছে লাফিয়ে; আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে ঘাটতি বাড়ছে প্রতিদিন। সুতরাং এরই মধ্যে আসা সঙ্কট মোকাবেলা এবং আরো সঙ্কট না আসার আগাম প্রস্তুতি নেয়ার সময় এখন।

এত দিন যেসব বিশেষজ্ঞ যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন 'আমার প্রিয় দেশ কক্ষনো শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির মতো হবে না,' তাদের গলার স্বর এখন কিছুটা নমনীয়; ভেতরে ভেতরে সঙ্কট মোকাবেলার পদ খুঁজছেন। তবে এ কথা সত্যি, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে; প্রথমত, আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি যাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বিদেশে কর্ম করে নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়; ফলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ সব সময়ই থাকবে; আছে। তবে বিপুল জনসংখ্যার এ দেশটির জন্য নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করা দরকার। প্রবাসে শ্রমিক পাঠানোতেও রয়েছে অনেক অব্যবস্থা; এ অব্যবস্থা দূর করে, প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্মেন্ট শিল্প, যার পণ্য রফতানির মাধ্যমে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আসে। এ খাতটির ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে; নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে। তৃতীয়ত, আমাদের তেলের মতো কিছু খনিজসম্পদ রয়েছে যদিও প্রয়োজনের চেয়ে তা অনেক কম। পাশাপাশি, আমাদের কৃষি সেক্টরও অনেক সমৃদ্ধ।

শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশের কিছু মিলও রয়েছে, যেমন বিরোধী দলবিহীন সরকারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ, দুর্নীতি, লুটতরাজ, টাকা পাচার ইত্যাদি।

সবচেয়ে বড় মিল হলো, উন্নয়নের নামে দেশী-বিদেশী ঋণ করে অনেক অপ্রয়োজনীয় অথবা কম প্রয়োজনীয় মেগা প্রজেক্ট, মেগা দুর্নীতি, মেগা অর্থ পাচার ইত্যাদি। এর সাথে যোগ হয়েছে, মেগা প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় নেয়া; ফলে বাস্তবায়ন খরচ যেমন বেড়ে যায় বহুগুণে, তেমনি প্রকল্প থেকে বেনিফিট আসতে সময় লাগে অনেক বেশি। এ কথা সত্যি, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দেশের জিডিপির ৪১ ভাগ, যা আন্তর্জাতিক মানে বিপজ্জনক নয়; তবে গত ক'বছরের ঋণের প্রবৃদ্ধি বিপজ্জনক; মাত্র ক'বছরে ঋণ বেড়েছে বহুগুণে। সুতরাং এখনই বৈদেশিক ঋণ নিয়ে মেগা প্রজেক্ট হাতে নেয়া বন্ধ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় পণ্যাদি আমদানি বন্ধ করতে হবে; পাশাপাশি, দেশে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এর সাথে পণ্য রফতানি বাড়ানোর জোর উদ্যোগ নিতে হবে; পণ্যের নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, বরং সারা বিশ্বের অর্থনীতির সাথে আমাদের বর্তমান অর্থনীতির একটি সাধারণ মিল হলো, করোনা অতিমারীর প্রভাব শেষ না হতেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ; এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববাজারে বেশ কিছু পণ্যের জোগানে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে মূলত উৎপাদন এবং সরবরাহ চেইনে সমস্যার কারণে। ফলে দেশে ওই সব পণ্যের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ওই প্রতিটি পণ্যই বাংলাদেশের অতিপ্রয়োজনীয় আমদানি পণ্য। যেমন- বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের অতিমূল্যের প্রভাবে এরই মধ্যে আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। দেশেও তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের দাম বাড়ানোয় দেশীয় পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রেও দেশের বাজার যেভাবে অস্থির হয়ে পড়েছে, সরকার কার্যত তা সামাল দিতে পারছে না। রাসায়নিক সার ও গম বেশি দামেও আমদানি করা যাবে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এ কথা সত্যি যে, দেশের রফতানি আয় কোভিড-পরবর্তী সময়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। তবে এই আয়বর্ধন আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যতিক্রম ছিল রেমিট্যান্স আয়; করোনার অতিমারীর সময়ও এটি বাড়ছিল অথচ এখন রেমিট্যান্স আয় না বেড়ে বরং কমছে। এর ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে দ্রুত চাপ পড়ছে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ওপর। এরই সাথে সামনে মধ্যমেয়াদি সময়ে মেগা প্রকল্পগুলোর জন্য নেয়া ঋণ পরিশোধের পরিমাণও দ্রুত বাড়বে। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাজারে ছেড়ে ডলারের মূল্য কমিয়ে রাখা কতটা যৌক্তিক, তা ভেবে দেখতে হবে।

এ সময় দেশে ডলারের দাম বাড়াটা অভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্যস্ফীতিতে আগুনে তেল ঢালার মতোই হতে পারে। উন্নয়ন নয় বরং এখন নিম্ন, নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রার ওপর মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব লাঘব করার আগাম প্রস্তুতি নেয়া জরুরি; এ জন্য আসছে বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে; প্রশ্ন হলো যথেষ্ট বরাদ্দ রাখার সুযোগ কতখানি? দেশের কৃষি খাতকেও পাশাপাশি বাঁচিয়ে রাখতে হবে; সে জন্য সারের ওপরও বড় ধরনের ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হতে পারে। বাজেটে মেগা প্রকল্পে, এমনকি উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে আপাতত বরাদ্দ না রেখে আপৎকালীন অবস্থা মোকাবেলার জন্য বাজেটে সাধ্যমতো বরাদ্দ রাখাই সমীচীন।

অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় অথবা কম প্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ এ দেশের একটি কালচার হয়ে উঠেছে; এতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। আশার কথা সরকার এরই মধ্যে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে; এখন প্রয়োজন পদক্ষেপের বাস্তবায়ন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, গেল দশকে দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ ১১ লাখ কোটি টাকা; এর কিয়দংশও যদি এখন ফিরিয়ে আনা যায়, এই বিপদের সময় দেশের বড় উপকার হবে।

রাজস্ব সংগ্রহ এ দেশের সরকারের বাজেটের একটি চিরাচরিত ও প্রধান সমস্যা। বহু বড় বড় ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ কর ফাঁকি দেন। রাজস্ব সংগ্রহেও রয়েছে অনেক দুর্বলতা, অসততা। মধ্যবিত্তরা যেভাবে ট্যাক্স দেয় উচ্চবিত্তদের ট্যাক্স দেয়ার হার এর চেয়ে অনেক কম। দেশী-বিদেশী ঋণের ওপর ভিত্তি করে বিশাল বাজেট প্রণয়নে কোনো কৃতিত্ব নেই। এর সাথে কোভিড অতিমারীর ধাক্কা সামলানো এবং বৈদেশিক ঋণনির্ভর মেগা প্রকল্পের কারণে সরকারের সুদ পরিশোধের দায় বেড়ে যাচ্ছে, আরো বাড়বে। দেশী ও বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ রাজস্ব আয়ের একটি বড় ও ক্রমবর্ধমান অংশ চলে যাচ্ছে।

বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর মেগা প্রকল্পের সুদ-আসল পরিশোধ করতে গিয়ে আমরা শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থানে যাচ্ছি কি না- এ নিয়ে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনীতির বর্তমান সূচকগুলোর বিচারে এখনই শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা হবে বলে মনে হয় না। এর পরও শ্রীলঙ্কার মেগা প্রকল্পগুলোর ব্যয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিখতে হবে, কিভাবে ব্যয় সাশ্রয়, সম্পদের অপচয় রোধ এবং প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা যায়। উল্লেখ্য, ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্প গ্রহণ নিছক জনতুষ্টির উন্নয়নের বুলি আওড়ানোর জন্য হতে পারে না, বরং এগুলোর সত্যিকারের সফলতা নির্ভর করবে এর থেকে দেশ কী বেনিফিট পেল, এর ফলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ কতখানি আকৃষ্ট করা গেল, তার ওপর। আমার মনে হয়, মেট্রোরেল, এলিভেটেড রোড, পাতাল রেল, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের মতো মেগা প্রকল্প বাংলাদেশের সার্বিক সক্ষমতার বিচারে উপকারী হলেও জরুরি নয়; বরং রফতানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা গেলে পরবর্তী সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর আর চাপ পড়বে না।

গত দশকের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে, ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার সময় খাদ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় টানাপড়েনে পড়েছিল। তেমনি একটি অস্থিরতার দিকে যাচ্ছে দেশ। তবে এটি দেশীয় অব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার কারণেই হচ্ছে বলে মনে হয়। আশার কথা, অর্থনীতিতে এ ধরনের ঝাঁকুনি খেলে টেকসই প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত মৌলিক প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকে তার দিকে নজর দেয়া যায়। সুতরাং আগামী দিনে উন্নয়ন ব্যয়ে অনেক সাশ্রয়ী হতে হবে এবং রাজস্ব সংগ্রহ অবশ্যই জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি জোর দিতে হবে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও নগরায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, জনস্বার্থ রক্ষা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে যদিও এসবের জন্যই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্জনের খরচ ক্রমেই বেড়ে যাবে।

পরিশেষে বলতে হয়, অর্থনৈতিক অস্থিরতা অর্থনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতেই হয়, তবে তার জন্য দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও জরুরি। দেশের সব মতের মানুষকে সাথে নিয়েই এ অবস্থা মোকাবেলা করতে হবে; অন্যথায় শ্রীলঙ্কার মতো অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার পাশাপাশি রাজনৈতিক অব্যবস্থাও দেখা দিতে পারে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও গবেষক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

ন্যাটো সম্প্রসারণ ও এরদোগানের কূটনীতি

(৮ পাতার পর)

দেয়ার দরকার নেই!'

পশ্চিমা দেশের সরকারগুলোর মধ্যে একটি ভয় কাজ করছে, চাপে পড়লে রাশিয়া হয়তো স্বল্পমাত্রার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে এবং তা যদি হয়- তাহলে যুদ্ধ ইউক্রেনের সীমান্ত ছাড়িয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হবে। ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে হুঁশিয়ারি তো দেয়াই আছে।

ন্যাটো সম্প্রসারিত হলে মস্কো সেটা কোনোমতে সহজভাবে নেবে না। ওই দু'টি দেশকে যাতে সহজে ও খুব তাড়াতাড়ি আক্রমণের থাবার মধ্যে আনা যায় সে জন্য মস্কো উত্তর মেরুর বিশাল জনমানবশূন্য স্থানে উচ্চ প্রযুক্তির পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র জমা করেছে। ফ্রান্জ জোসেফ ল্যান্ড নামের জায়গাটিতে আছে রাশিয়ার অত্যাধুনিক সামরিক ঘাঁটি। উত্তর মেরু নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে রাশিয়ার সম্পর্কে বাড়তি উত্তেজনার উৎস এই ঘাঁটি। যুক্তরাষ্ট্র আবারো মস্কোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে, মস্কো উত্তর মেরু অঞ্চলে 'সামরিকায়ন' করছে।

রাশিয়ার মারমানস্ক থেকে উত্তর মেরুর কাছে আলেক্সান্ড্রা দ্বীপে ফ্লাইট পৌঁছাতে সময় লাগে দুই ঘণ্টা। সারা বছরই সব ধরনের বিমান এই বন্দরে নামতে পারে। মে মাসের মাঝামাঝিতেও ঘন তুষারপাত হয়, তুষারের শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। শীতকালে এখানে তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখানে লুকানো আছে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র। রাশিয়ার বাস্টিয়ন মিসাইল লঞ্চার বা ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ যন্ত্রটির ফায়ারিং মেকানিজম সবসময় উর্ধ্বমুখী করে রাখা আছে এখানে। রুশ পারমাণবিক সাবমেরিনগুলো বরফ কেটে সহজেই উত্তর মেরুর দিকে চলে যেতে পারে!

রাশিয়ার এসব সামরিক মহড়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো বেশ চিন্তিত। কারণ স্নায়ুযুদ্ধের পর উত্তর মেরুতে রাশিয়ার এরকম ব্যাপক সামরিক উপস্থিতি আর দেখা যায়নি। ১৯৯০-র দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে যায়, তখন রাশিয়া যেসব এলাকা ত্যাগ করে চলে এসেছিল, সেসব জায়গাতেই এখন ফিরে এসে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে।

ব্রিটেনের অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অধিনায়ক বিবিসিকে বলেছেন,'যদি কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনই মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে এই সজ্ঘাতের চূড়ান্ত পরিণতির বিষয়টি মাথায় নিয়ে এগোতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমরা যেটা অর্জনের চেষ্টা করছি তা হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি এড়িয়ে ইউক্রেনকে ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে যতটা সাহায্য করা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো পুতিন আমাদের চেয়ে অনেক বড় জুয়াড়ি।'

টোবিয়াস এলউড এমপি এমন কথার সাথে একমত। 'রাশিয়া খুব সফলভাবে তাদের হুমকি কাজে লাগায়। আমরা ভয় পেয়ে যাই। পুরো পরিস্থিতিকে আমাদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তিনি একাই ইউরোপ আমেরিকার এতগুলো নেতাদের সাথে লড়ে বিশ্বের শীর্ষ নেতার স্থান দখল করে রয়েছেন।'

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

ভারত হয়ে রাশিয়ার তেল কেনায় কৌশলী হতে হবে

(১১ পাতার পর)

ধীরে সংকোচনের পরিকল্পনায় গিয়ে ডিজেলচালিত গাড়ি ও ফার্নেস তেল চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কীভাবে সরে আসা যায়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে বাংলাদেশকে।

তিন. নুমালীগড় রিফাইনারির বিকল্প খোঁজা দরকার

ভারতের আসামে অবস্থিত নুমালীগড় রিফাইনারি থেকে ঢাকার দূরত্ব আনুমানিক ৭০০ কিলোমিটার। সেখানে অপরিশোধিত তেল পরিবহন করে শোধনের পর পুনরায় ফিরতি পথে বাংলাদেশে আমদানি করা পরিবহন ব্যয় ও সময়ের দিক থেকে সাশ্রয়ী নয়। বরং বাংলাদেশ বিহারে অবস্থিত ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের বারাউনি রিফাইনারি কিংবা আরও সুবিধাজনক পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া রিফাইনারি থেকে পরিশোধিত জ্বালানি কেনার চেষ্টা করতে পারে। দূরত্ব ও পরিবহন খরচের বিবেচনায় হলদিয়ার পরিশোধিত তেল ক্রয় বেশি সম্ভাবনাময়। হলদিয়া রিফাইনারির তেল পায়রা বন্দর হয়ে বাংলাদেশে আসতে পারে, পরবর্তীকালে পায়রা থেকে নৌপথে কিংবা নির্মিতব্য পায়রা-পদ্মা রেলের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আসতে পারে। এর বাইরে সরকারের হাতে রয়েছে আরও একটি বিকল্প। অতি দ্রুত নবনির্মিত মহেশখালী-মাতারবাড়ি তেল ডিপোসংলগ্ন রিফাইনারি তৈরির কাজ সম্পন্ন করা গেলে বাংলাদেশ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও অপরিশোধিত তেল কেনার চেষ্টা চালাতে পারবে। একদিকে বাংলাদেশকে কৌশলী হতে হবে, অন্যদিকে জ্বালানির উৎস বহুমুখী, ঝুঁকিমুক্ত ও সবুজ করতে হবে।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব টেকসই উন্নয়নবিষয়ক লেখক। গ্রন্থকার: 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর', 'অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের অভাবিত কথামালা', 'উন্নয়ন প্রশ্নে বাংলাদেশের কিছু সংকট ও সম্ভাবনা'।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

দুর্যোগ : 'ছোট' বন্যায় বড় বিপর্যয়

শেখ রোকন

মে মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহজুড়ে সিলেট অঞ্চলে যে বন্যা দেখা দিয়েছিল, সেটা দৃশ্যত অনেকের কাছে নিছক 'পাহাড়ি ঢল' বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বন্যার তোড় ও দীর্ঘকালীন জলাবদ্ধতায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দেশের প্রধান ফসলের মৌসুম বোরো ধানের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের উৎপাদন ভয়াবহ ধাক্কার মুখে পড়েছে। দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকায় পাকা ও আধা-পাকা ধান পচে দুর্গন্ধযুক্ত খড়ে পরিণত হয়েছে। ২৯ মে সমকালে এক হৃদয়বিদারক আলোকচিত্র ছাপা হয়েছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের এক কৃষক কোমরপানিতে নেমে পচে যাওয়া ধান ছুঁয়ে দেখছেন। তাঁর চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস ও অসহায়ত্ব।

এ তো গেল মাঠের চিত্র। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে রয়েছে ক্ষত-বিক্ষত সড়ক, সেতু, বাঁধ ও অন্যান্য স্থাপনা। বন্যার আচ্ছাদনে সংঘটিত নদী ভাঙনেও ভিটেমাটিহারা মানুষের সংখ্যা কম নয়। ওই অঞ্চলের সংসদ সদস্য ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেছেন- 'স্মরণকালের অকল্পনীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বন্যায় পূর্ব সিলেট বিশেষ করে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে মারাত্মক ক্ষতিসাধন হয়েছে, তার তুলনা সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি। এর ফলে মানুষের ঘরবাড়ি, ফসলের ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট।'

প্রকৃতির আশীর্বাদ বন্যা বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ হয়ে আসে কেন- এ প্রসঙ্গে প্রায়ই আমি আমেরিকান লেখক টনি মরিসনের একটি আপ্তবাক্য ধার করে থাকি। বছর দুয়েক আগে প্রয়াত কৃষ্ণাঙ্গ এই লেখক মনে করতেন- নদীরও স্মৃতিশক্তি আছে। বন্যা আর কিছু নয়, নদীর সেই স্মৃতিকাতরতা মাত্র। তাঁর মতে- আমরা যখন নদীর স্বাভাবিক প্রবাহপথ কেড়ে নিই, তখন নদী দূরে সরে যায় বটে; ফেলে আসা দিনগুলোর মায়ায় বারবার ফিরে আসে বন্যা হয়ে। নিজের ভূমিতে ফেরার পথে যখন বাধা পায়, তখনই প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। বন্যা হয়ে ওঠে সমাজ ও সভ্যতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

বিশেষত সিলেটসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা বা পাহাড়ি ঢল অস্বাভাবিক নয়। প্রাকৃতিক চক্রের কারণেই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে উজানে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে ভাটিতে আসে। একই সময়ে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা অববাহিকাতেও একই ধরনের বন্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেই বন্যা সবসময়ই সাময়িক; নদীপথ বেয়ে এসে দুই পাড়ের নিম্নাঞ্চলে তিন-চার দিন অবস্থান করে নদীতেই নেমে যায়। তাতে ফসল, ঘরবাড়ি ও স্থাপনার খুব একটা ক্ষতি হয় না। আরও আগে বৈশাখের শুরুতে বা মাঝামাঝিতে আগাম বন্যা আসতে পারে হাওরাঞ্চলে। হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের সংস্কার ও মেরামত চৈত্রের মাঝামাঝি সম্পন্ন করা যায়, যদি বৈশাখের মাঝামাঝি ধান কেটে ঘরে তুলে ফেলা যায়। ওই বন্যাতেও বিশেষ অসুবিধা নেই।

মৌসুমের প্রধান বন্যার আগে আগাম বন্যাগুলোর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সেই প্রাকৃতিক চক্র এবার কাজ করেনি। হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধগুলোর মেরামত ও সংস্কার যেহেতু সময়মতো সম্পন্ন হয়নি; বেশ কিছু হাওরের প্রায় পাকা ফসল একবেলার ঢলে কৃষকের চোখের সামনেই তলিয়ে গেছে। আবার জ্যৈষ্ঠের সূচনায় যে পাহাড়ি ঢল সুরমা ও কুশিয়ারা বেয়ে নেমে এলো, সেটাও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় রূপ নিল। বড় বন্যাতেও যেটা দেখা যায় না, এবার সেটাও ঘটেছে। খোদ সিলেট শহর বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল। অথচ এই নগরী চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের অন্যান্য নগরীর তুলনায় বেশি উচ্চতায় অবস্থিত। রয়েছে বেশ কিছু টিলা ও ছড়া। বন্যার পানিতে জলাবদ্ধতার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু একদিকে সুরমা নদী ভরাট হয়ে যাওয়া, অন্যদিকে নগরীর মধ্যকার প্রাকৃতিক খাল বা ছড়াগুলো বেদখল, ভরাট ও সংকুচিত করে ফেলার কারণে জলাবদ্ধতাই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, সিলেটের ছড়াগুলো সংস্কার কিংবা সুরমা খনন নিয়ে আক্ষরিক অর্থেই শত শত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে নিতান্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কীভাবে বিপুল মানুষের জন্য দুর্যোগ ও দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে; সিলেট অঞ্চলে তার সর্বশেষ প্রমাণ আমরা পেলাম।

মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প আমরা জানি। বন্যাবাহিত দুর্যোগ মোকাবিলায় কিছু সত্যবাদী রাখাল প্রতিবছর সতর্কতা ও প্রস্তুতির কথা বলেন। নদী দখল, ভরাট বন্ধ করতে বলেন; বন্যার প্রাকৃতিক পথ মুক্ত রাখতে বলেন। কিন্তু দেশের দায়িত্বশীল পদে থাকা আধুনিক গ্রামবাসী সতর্ক হন না। দুর্ভাগ্যবশত এবারও একই চিত্র স্পষ্ট। বরং ছোট বন্যায় বড় ক্ষতি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। এখনও সতর্ক না হলে বড় বন্যায় বৃহত্তর বিপর্যয় অনিবার্যভাবেই অপেক্ষা করে থাকবে।

বস্তুত হিমালয়ের পাদদেশে হাজার নদীর আঁকিবুঁকি সমৃদ্ধ বঙ্গীয় ব-দ্বীপে বন্যা একটি অনিবার্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মাত্র। প্রতিবছরই গ্রীষ্মের শেষার্ধ থেকে শরতের প্রথমার্ধে এক বা একাধিকবার বন্যা দেখা দেবেই। বিশ্বের অন্যতম প্রধান বৃষ্টিবহুল অঞ্চল উত্তর-পূর্ব ভারতে বর্ষাকালে যে বৃষ্টিপাত হয়, তা নদীপথে গড়িয়ে এসে সমতলের বাংলাদেশে বন্যা ঘটায়। বার্ষিক এই প্লাবন বঙ্গীয় ব-দ্বীপের ফসলি জমির উর্বরতা যেমন রক্ষা করে, তেমনই অভ্যন্তরীণ ভূমির উচ্চতা বাড়ায় ও উপকূলীয় ভূমির সম্প্রসারণ ঘটায়। নদীর সঙ্গে জলাভূমির সম্পর্ক রক্ষা করে; মৎস্যসম্পদের আবাসন ও প্রজনন প্রক্রিয়াও সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা কীভাবে জীবন ও সম্পদবিনাশী হয়ে উঠতে পারে; প্রায় প্রতিবছরই কমবেশি সে চিত্র দেখা যায়।

দেশে বন্যার ঝুঁকি আপাতত অবশ্য কেটে গেছে। বিভিন্ন নদী অববাহিকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে ১১২টি পানিস্তর পরিমাপক স্টেশন রয়েছে; বৃহস্পতিবার এই নিবন্ধ লেখার সময় তার সব সূচকই সবুজ দেখাচ্ছে। পাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়েবসাইটের বন্যা মানচিত্রে চার রঙের সূচক থাকে। সূচকের রং 'সবুজ' মানে নদীপ্রবাহ স্বাভাবিক; বন্যার ঝুঁকি নেই। নদীর প্রবাহ যদি বাড়তে শুরু করে এবং বিপৎসীমার নিচেই থাকে, তাহলে সূচকের রং হবে 'হলুদ'। বিপৎসীমায় পৌঁছলে বা বন্যা দেখা দিলে সূচকগুলো 'কমলা' রং ধারণ করবে এবং প্রবল বন্যা দেখা দিলে 'লাল' হয়ে যাবে। মাত্র সপ্তাহখানেক আগেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘনা অববাহিকা এবং উত্তরাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পানিস্তর পরিমাপক স্টেশনগুলোর সূচক ছিল লাল ও কমলা। মধ্যাঞ্চলের সূচকগুলো ছিল হলুদ। এখন যখন সব সূচকই সবুজ, তখন কি আমরা আশ্বস্ত হবো?

মনে রাখা জরুরি, মৌসুমের প্রধান বন্যা এখনও বাকি। বর্ষাকাল আসন্ন, তখন একযোগে যখন গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা অববাহিকায় বর্ষণ বেড়ে যাবে, তখন সেই বন্যা আসবে। কখনও কখনও সেই বন্যা প্রাকৃতিকভাবেই প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। অনেকে বলেন, সেই বড় বন্যারও একটি প্রাকৃতিক চক্র রয়েছে- প্রতি পাঁচ বছরে একবার আসে। সাম্প্রতিক অতীতে ১৯৮৮, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৪, ২০১৭ সালে আমরা একটি করে বড় বন্যা দেখেছি। পাশাপাশি লক্ষণীয়, প্রতিবছর দেশজুড়ে বড় বন্যার আগে দফায় দফায় 'ছোট' বা আঞ্চলিক বন্যা হয়। সর্বশেষ বড় বন্যা ২০১৭ সালের পর ইতোমধ্যে পাঁচ বছর কেটে গেছে। আরেকটি বড় বন্যা আসন্ন কেবল এই কারণে নয়; অতীতের মতো এবার সিলেট ছাড়াও উত্তরবঙ্গে একাধিকবার স্থানীয়ভাবে বন্যা দেখা দিয়েছে। সিলেটের মতো রংপুর অঞ্চলেও কৃষকের ধান খেয়ে গেছে। এখন থেকে প্রস্তুতি নিলে পরিস্থিতি সামলানো সহজ হবে; বলা বাহুল্য।

মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প আমরা জানি। বন্যাবাহিত দুর্যোগ মোকাবিলায় কিছু সত্যবাদী রাখাল প্রতিবছর সতর্কতা ও প্রস্তুতির কথা বলেন। নদী দখল, ভরাট বন্ধ করতে বলেন; বন্যার প্রাকৃতিক পথ মুক্ত রাখতে বলেন। কিন্তু দেশের দায়িত্বশীল পদে থাকা আধুনিক গ্রামবাসী সতর্ক হন না। দুর্ভাগ্যবশত এবারও একই চিত্র স্পষ্ট। বরং ছোট বন্যায় বড় ক্ষতি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। এখনও সতর্ক না হলে বড় বন্যায় বৃহত্তর বিপর্যয় অনিবার্যভাবেই অপেক্ষা করে থাকবে।

শেখ রোকন: লেখক ও গবেষক; মহাসচিব, রিভারাইন পিপল

অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র হতে পারে

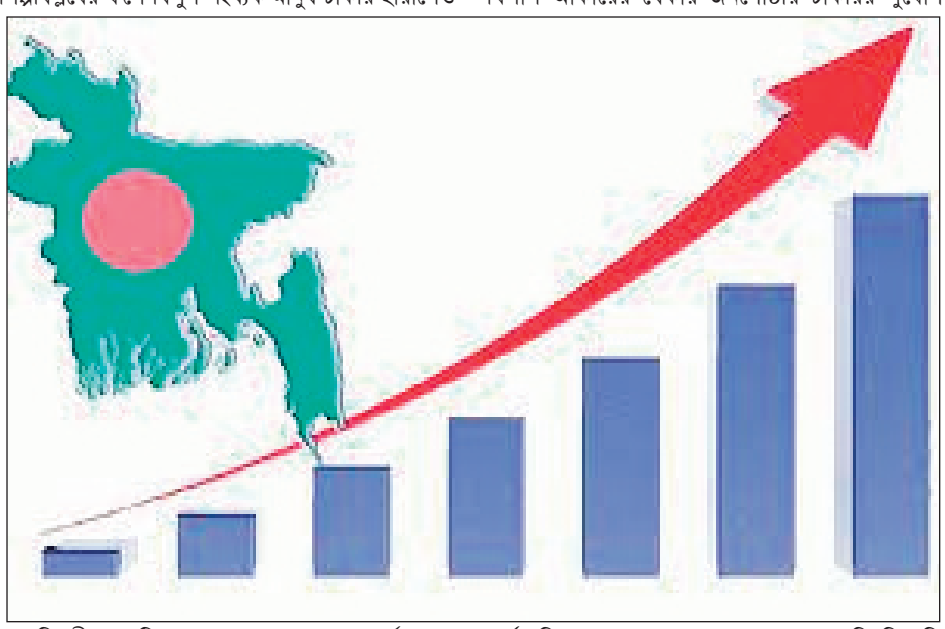
আইনুল ইসলাম

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সব অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ ও রপ্তানি আয় বাড়াতে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০' অধ্যাদেশ দ্বারা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও পরিকল্পিত শিল্পায়ন হয়নি। যা হয়েছে, তা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে পুরোনো হয়ে গেছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান ও অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যমানের রপ্তানির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

সরকার দেশের উন্নয়ন চাহিদা মেটাতে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে সবিশেষ জোর দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগসহ বড় আকারের শিল্প স্থাপনই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বিনিয়োগ বাড়াতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে অনুমোদন পেয়েছে ৯৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সরকারি ৬৮টি ও বেসরকারি ২৯টি, অর্থাৎ মোট ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় এ পর্যন্ত ২০ দশমিক ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১ লাখ ৭২ হাজার ১২৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। এই বিনিয়োগ দেশের শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিশ্বব্যাপী অত্যাধুনিক চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্রুত ধাবমান এক অগ্রযাত্রাকালে বাংলাদেশ একের পর এক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে শিল্পায়নের গতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে চাইছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা অনুযায়ী, আগামী দুই দশকের মধ্যে মানব জাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

সত্যিকার অর্থে, এ দুইয়ের কার্যকর সমন্বয়ের মধ্যেই বাংলাদেশের আগামী দিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি নির্ভর করছে। এ ক্ষেত্রে অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। এখানে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি, যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বেশি। আগামী ৩০ বছরজুড়ে বাংলাদেশে বিশাল এক তরুণ ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। সে দৃষ্টিতে বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে। মনে রাখতে হবে, কায়িক শ্রম বা শক্তি নয়, জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্পবিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানা কর্মক্ষেত্র। এরই মধ্যে বাংলাদেশে যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে বড় আকারের বিদেশি বিনিয়োগগুলো এসেছে অত্যাধুনিক যন্ত্রনির্ভর ভারী শিল্পে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে স্বভাবতই বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসা প্রতিষ্ঠানগুলো যান্ত্রিকীকরণকে প্রাধান্য দেবে।



মানুষের শ্রমনির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতানির্ভর চাকরির সুযোগ সেখানে কম থাকবে। সে কারণে উচ্চ দক্ষতানির্ভর পরিবর্তিত কর্মবাজারের জন্য কর্মক্ষম বিশাল এক তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে সর্বাগ্রে আমাদের জোর দিতে হবে। বাংলাদেশে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া গেলেও যথাযথ প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকলে বাংলাদেশের বিশাল আকারের বেকার জনগোষ্ঠীর চাকরির সুযোগ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে থাকবে না। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তখন বাধ্য হয়েই বিদেশিদের সেখানে নিয়োগ দেবেন। আর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার সরকারের মহৎ উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়বে। দক্ষ জনবল নেই আমাদের। তৈরি পোশাকশিল্প খাতে প্রযুক্তি দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশিরা বেশি বেতনে কাজ করছেন।

অবাক হতে হয় যখন দেখা যায়, প্রায় ১ কোটি শ্রমিক বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আমাদের দেশে যে রেমিট্যান্স পাঠান, আমরা তার প্রায় অর্ধেকই তুলে দিই মাত্র ৩ লাখ বিদেশির হাতে। তাই শুধু শিক্ষিত নয়; দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার দিকে জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ দিতে হবে। শুধু দেশেই নয়; যাঁরা বিদেশে কাজ করছেন এবং করতে চাইছেন; তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠাতে হবে।

সংগত কারণেই আমাদের উচিত কারিগরি দক্ষতার ওপর আরও বিশেষ জোর দেওয়া। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাও একান্ত জরুরি। আগামী দিনের সৃজনশীল, সুচিন্তার অধিকারী, সমস্যা সমাধানে পটু জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উপায় হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো, যাতে যুগোপযোগী দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং কাজটি করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায় থেকেই। একই ধরনের পরিবর্তন হতে হবে উচ্চশিক্ষার স্তরে। দেশে প্রচলিত সব শিক্ষাব্যবস্থাকে একীভূত করে বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এক ধারায় নিয়ে আসতে হবে এবং সেই ধারায় বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষকমণ্ডলীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চৌকস প্রতিভাবান লোকজনকে শিক্ষকতায় আগ্রহী করতে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা স্তরে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং যাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত, তাঁদের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে হবে। গবেষণাক্ষেত্রে বাজেট বাড়াতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণায় অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ শহর হয়ে উঠেছে ঢাকা। শহরে জনসংখ্যা বাড়লে কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সর্বজনীন পরিষেবার পাশাপাশি আবাসন, পরিবহন, জ্বালানি ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ সামনের দিকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। সে কারণে কোনো বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীভূত না রেখে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে, যা সার্বিকভাবে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা না গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। এর জন্য এককভাবে সরকারের ওপর নির্ভর করা বোকামি হবে। কেননা, আমাদের মনে রাখতে হবে- দেশের কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশই বেসরকারি খাতে। সে কারণে নাগরিক হিসেবে সবারই দায়িত্ব রয়েছে সরকারের নানা ধরনের প্রচেষ্টায় দেশপ্রেম নিয়ে শামিল হওয়ার।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

জীবনের অঙ্ক কেন সবসময় মেলে না



গোলাম মাওলা রনি

আজ আপনাদের এমন একজন লোকের কাহিনী শোনাব যিনি জীবনের সব ক্ষেত্রে অঙ্ক মেনে চলতেন। তিনি জানতেন, অঙ্কই হলো সব বিজ্ঞানের মা। সুতরাং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা অধ্যয়নের পাশাপাশি অঙ্ক নিয়ে তার আদিখ্যেতা তাকে প্রায়ই প্রিয়জনের কাছে এক অদ্ভুত প্রাণীতে পরিণত করেছিল। জীবন সম্পর্কে তার দর্শন ছিল এরূপ যে, কোনো জীবনেই সাধারণত অলৌকিক কিছু ঘটে না। অলৌকিক কিছু পেতে হলে মানুষকে এমন কিছু করতে হবে যা লোকসমাজে অপ্রচলিত এবং সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনার বাইরে যা কি না খুবই জটিল-দুরূহ এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু আমাদের সমাজের বিরাটসংখ্যক মানুষ রয়েছে যারা লোকসমাজে বাস করে, সাধারণ মানুষের মতো চিন্তা-চেতনা ধারণ করে এবং কোনো পরিশ্রম ছাড়া অর্থাৎ বিজ্ঞানের সূত্র অনুসরণ ছাড়া কেবল তসবি বা রুদ্রাক্ষের মাল্য ধারণ করে অলৌকিক কিছু আশা করতে করতে ধরাধাম ত্যাগ করে।

আমি যে ভদ্রলোকের কথা বলছি- তিনি ধর্মশাস্ত্রে বড়মাপের পন্ডিত। ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বস্তরের আবেদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দুই টাকার কর্ম করে তিন টাকার ফলাফলের আশা করা গুনাহের কাজ। দুর্বল শরীর নিয়ে কঠোর শ্রম যেমন অন্যায়, তদ্রুপ শক্তিশালী দেহ নিয়ে অলস সময় পার করা গুরুতর অন্যায়। তার মতে, মানুষের জন্য দেহতত্ত্ব জানা ফরজে আইন। কোন খাবারে দেহ শক্তিশালী হয়- মাথায় বুদ্ধি আসে এবং কী করলে শরীর-মন ভালো থাকে- তা না জানলে কোনো পরিশ্রম যেমন সফলতার মুখ দেখে না তদ্রুপ ধর্মকর্মেও শান্তির পরিবর্তে বিষাদ চলে আসে। আবার বুদ্ধিনাশক খাবার-পানীয় অথবা সঙ্গী-সাথী-পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে কাঙ্খিত মাকামে পৌঁছা অসম্ভব।

ভদ্রলোক মনে করতেন, অঙ্কের পাশাপাশি ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি সম্পর্কে সব মানুষেরই সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। এগুলো ছাড়া ধর্মের জ্ঞান প্রায়ই অনাহূত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মানুষের বিয়ে-শাদি, সন্তান-সন্ততি লাভ, গর্ভধারণ, প্রসব ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই। একই সাথে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান ছাড়া জীবন যে অচল তাও তিনি বিশ্বাস করতেন। ফলে তার কাছে আর্কিমিডিস, পিথাগোরাস থেকে শুরু করে ইমাম গাজ্জালীর নিবন্ধ যেমন আকর্ষণীয়, তদ্রুপ শেখ সাদী, রুমি, মীর্জা গালিব থেকে শুরু করে কাহলিল জিবরানের রচনাবলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি এবং আধুনিক অস্ত্রোপচার ইত্যাদি চিকিৎসা যেমন বিশ্বাস করেন তদ্রুপ দোয়া-দরূদ, ঝাড়ফুঁকের প্রয়োজনও অস্বীকার করেন না।

ভদ্রলোক বিয়ে করার আগে হবু স্ত্রীর বংশ, রক্তের গ্রুপ, আইকিউ, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মবোধ ইত্যাদির খোঁজ-খবর নিলেন। স্ত্রীর বংশে কয়জন বেয়াদব আছে এবং ভদ্রলোকের সংখ্যা কত তাও জানলেন। পাশাপাশি, শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, লেনদেনের ইতিহাস, স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য, ধর্মকর্ম এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের খোঁজখবর নিয়ে তারপর বিয়ের কথা পাকা করলেন। বিয়ের পর তিনি দেখলেন, সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু হিসাবের অঙ্কে কয়েকটি ভুল রয়ে গেছে। বউ ঠিক মতো দাঁত মাজে না এবং হাত-পায়ের নখ কাটে না। এর বাইরে বউয়ের কোকিলকণ্ঠের অত্যন্ত সুনাম ছিল কিন্তু রাগ হলে কোকিলের কণ্ঠ যে কতটা কর্কশ হতে পারে তা তিনি বিয়ের সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই টের পেলেন এবং পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য বিজ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে ধর্মচর্চা বাড়িয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক কর্মজীবনে বেশ সফল ছিলেন। ফলে দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার কারণে স্ত্রীর ময়লাযুক্ত নখ-দাঁত তার চোখে পড়ত না। ফলে তিনি আবার নতুন করে বিজ্ঞানচর্চা শুরু করলেন। প্রেমময় দাম্পত্য, সুসন্তান পয়দা করার কলাকৌশল এবং সন্তানকে সুসন্তানরূপে বড় করার বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং ধর্মীয় বইপুস্তক নিয়ে বিস্তর অধ্যয়ন শুরু করলেন। এরই মধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। তিনি স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য সারাক্ষণ স্মার্ট পুরুষ হিসেবে নিজেকে সাজিয়ে স্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করলেন। গর্ভবতীর সুস্বাস্থ্য ও হাসিখুশি মন-মানসিকতার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করলেন। নামাজ-কালাম-কুরআন তিলাওয়াত, দোয়াসহ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার, উন্নত চিকিৎসা ও ভোর বেলায় কয়েক মাইল ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। ফলে নির্ধারিত দিনে তাদের একটি সবল-সুস্থ ও আকর্ষণীয় চেহারার হৃষ্টপুষ্ট পুত্রসন্তান প্রাকৃতিকভাবে, কোনোরকম কায়ক্লেশ ছাড়াই ভূমিষ্ঠ হলো।

নবজাতকের মুখ দেখে ভদ্রলোকের বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল এবং ধর্মকর্মের প্রতিও আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পেল। তিনি ধর্মীয় বিধিমতে ছেলের নাম রাখলেন এবং শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে শেখ সাদীর গুলিস্তান পুস্তকের একটি কাহিনী পড়ে ভয় পেয়ে গেলেন। শেখ সাদী লিখেছেন-জনৈক ব্যক্তির দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো সন্তান হচ্ছিল না। গ্রামের লোকজন পরামর্শ দিলো, গ্রাম পেরিয়ে যে ঘন জঙ্গল রয়েছে সেখানে নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষ রয়েছে। তুমি সেই বৃক্ষের তলে বসে ইবাদত করতে থাকো। লোকটি গ্রামবাসীর পরামর্শে বৃক্ষতলে গেল এবং ১৭ বছর সাধনা করে একটি পুত্রসন্তান লাভ করল। সেই পুত্র যৌবনে পদার্পণ করল এবং গ্রামবাসীর কাছে বিজ্ঞাসা করল- সেই বৃক্ষটি কোথায়। আমি সেখানে যাবো এবং বৃক্ষতলে সাধনান্তে প্রার্থনা জানাব- আমার বাবা যেন মরে যায়।

নবজাতকের মুখ দেখে ভদ্রলোকের বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল এবং ধর্মকর্মের প্রতিও আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পেল। তিনি ধর্মীয় বিধিমতে ছেলের নাম রাখলেন এবং শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে শেখ সাদীর গুলিস্তান পুস্তকের একটি কাহিনী পড়ে ভয় পেয়ে গেলেন। শেখ সাদী লিখেছেন-জনৈক ব্যক্তির দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো সন্তান হচ্ছিল না। গ্রামের লোকজন পরামর্শ দিলো, গ্রাম পেরিয়ে যে ঘন জঙ্গল রয়েছে সেখানে নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষ রয়েছে। তুমি সেই বৃক্ষের তলে বসে ইবাদত করতে থাকো। লোকটি গ্রামবাসীর পরামর্শে বৃক্ষতলে গেল এবং ১৭ বছর সাধনা করে একটি পুত্রসন্তান লাভ করল।

শেখ সাদীর বই পড়ে ভদ্রলোকের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি ভালোবাসার নিম্নগামিতা এবং ঊর্ধ্বগামিতা নিয়ে বিস্তর অধ্যয়ন করলেন। শিশুর মানসিক বিকাশ এবং কী কারণে সন্তানসন্ততি পরিণত বয়সে বাবা-মাকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, এসব নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করতে করতে তার গৃহে আরো কয়েকজন সন্তান-সন্ততির আগমন ঘটল। তারা সবাই সুদর্শন, সুদর্শনা, মেধাবী, স্মার্ট, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং বিনয়-ভদ্রতা ও কান্ডজ্ঞানে সব মহলের প্রশংসা পেতে থাকল। তারা একত্রে খায়-দায়-ঘুমায়, খেলাধুলা করে এবং নানা রকম শিশুসুলভ কর্মকান্ড দ্বারা মা-বাবার চক্ষু ও অন্তর শীতল করে দেয়। এরই মধ্যে বড় সন্তানটি একদিন ভদ্রলোকের গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর বলল- ও আমার সোনা বাবা, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। ভদ্রলোক কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ভালোবাসো। শিশুটি বলল, আমি তোমার পায়খানাও খেতে পারি। পুত্রের কথা শুনে ভদ্রলোক আড়ালে চলে গেলেন এবং আবেগে অনেকক্ষণ ধরে অশ্রু বিসর্জন করলেন।

ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকল এবং ভদ্রলোক লক্ষ করতে থাকলেন যে, তার জীবনের অঙ্কগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তারা মা-বাবার সান্নিধ্যের চেয়ে বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্য পছন্দ করছে বেশি। পারিবারিক শিক্ষার চেয়ে বাইরের দুনিয়ার যেকোনো বিষয় তাদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হতে থাকল। লুকোচুরি, টুকটাক মিথ্যা বলা এবং মাঝে মধ্যে বাবার মানিব্যাগ থেকে সংগোপনে টাকা চুরির মতো গর্হিত কাজগুলো দৃশ্যমান হতে থাকল। ভদ্রলোক একবার বিজ্ঞানের বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টান আবার ধর্মীয় পুস্তকে চুমু খেয়ে অশ্রুজলে সেখানে কী যেন খুঁজে বেড়ান। কিন্তু কিছুতেই জীবনের অঙ্ক আর মেলাতে পারেন না। ডাক্তার, কবিরাজ, মনোবিজ্ঞানী, জ্ঞানী-গুণী, পীর-ফকির থেকে শুরু করে শ্রদ্ধাভাজন ময়মুরব্বিদের দোয়া ও দাওয়া নিয়েও বিজ্ঞানের সূত্র কিংবা ধর্মীয় অলৌকিকতার সমন্বয় না করতে পেরে হতোদ্যম হয়ে পড়েন।

কয়েকজন আধুনিক মনা সফল বন্ধুর পরামর্শে ভদ্রলোক তার আজীবন লালিত নীতি-নৈতিকতা, নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলার বন্ধন কিছুটা আলগা করেন। সন্তানদের ধর্মকর্ম পালন, রাত্রি জাগরণ, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে ছাড় দিতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলেন। নিজের সফলতা সুখ-শান্তির বিষয়ে এতদিন তার যে আত্মবিশ্বাস ছিল সেখানে ফাটল দেখা দেয়। তার শরীর স্বাস্থ্যে ব্যথা বেদনা ভর করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন কর্মে ভাটা পড়ে। ফলে জীবন খাতার হিসাব মেলাতে গিয়ে প্রায় দুই যুগ পরে লক্ষ করেন, সেখানে দেনার পরিমাণ বাড়ছে। এরই মধ্যে লক্ষ করলেন, তার সন্তানদের মন-মানসিকতা ও আচরণ ক্রমেই শেখ সাদীর গুলিস্তান পুস্তকে বর্ণিত কাহিনীর দিকে এগোচ্ছে। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বাজেটের প্রত্যাশা

রজত রায়

বাজেটের ঘোষণা আসছে। ৯ জুন জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট। বাজেট এলেই দেখা যায় 'কেমন বাজেট হওয়া উচিত'-এ ব্যাপারে বিভিন্নজনের মতামত চাওয়া হয়।

এটা খুব সুন্দর গণতান্ত্রিক রীতির পরিচায়ক। দেশ চালাতে যে বিপুল অঙ্কের প্রশাসনিক ব্যয় হয়, বাজেটের বড় একটি অংশ দখল করে রাখে সেই ব্যয়। আর বাজেট নিয়ে যত নেতিবাচক কথাই বলা হোক না কেন, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের চিত্র উজ্জ্বল হয় সেসব বাজেট বরাদ্দ থেকেই। গোটা বিশ্বের অর্থনীতি অতিমারি ও মন্দায় জর্জরিত। তাই আর্থিক নীতির রূপরেখা অর্থনীতির অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। মানুষ কর্মহীন হয়েছে।

দৈনিক মজুরেরা দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্মচ্যুত হয়ে পথে বসেছেন। রোজগার না থাকায় বেশিরভাগ মানুষের আয় সংকুচিত হয়েছে। তাই দিন যাপন করার জন্য সবারই জমানো পুঁজিতে হাত পড়েছে। যারা দারিদ্র্যসীমাকে ইদানীংকালে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, রোজগার না থাকায় আবারও দরিদ্র হয়েছেন, যারা দরিদ্র ছিল তারা হয়েছে দরিদ্রতর।

করোনা আমাদের কাজের প্রকৃতি বদলে দিয়েছে। করোনার কারণে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কমেছে, ফলে মানুষের আয় কমে গেছে। আয় কমে যাওয়ার ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় কমে যাবে। তাই অর্থনীতিতে চাঙ্গাভাব ফিরিয়ে আনা জরুরি। অর্থনীতিতে চাঙ্গাভাব ফিরিয়ে আনতে হলে সরকারি ব্যয় বাড়াতে হবে। রাজস্ব আদায় কম হলে করজাল বাড়াতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যয় কমিয়ে উৎপাদনশীল খাতের ব্যয় বাড়াতে হবে। কারণ কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। কর্মযজ্ঞ সৃষ্টিতে সরকারকেই ভূমিকা নিতে হবে। আর তাই উৎপাদনশীল খাতে সরকারের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি খাতেই বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপী এখনো রয়েছে করোনা মহামারির রেশ, কবে কাটবে কেউ জানে না। এরই মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইউক্রেনের ওপর হামলার জের ধরে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ একাধিক দেশ রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিশ্বব্যবস্থার এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশেও। যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা বিশেষ করে ডলারের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সূর্যমুখী তেল, ভুট্টা, গম ইত্যাদি খাদ্যপণ্যের বাইরে প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া। ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা।

এর প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপরেও। বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও হালকা প্রকৌশল শিল্পের মতো খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশে ১০-১২ শতাংশ কর্মসংস্থান আনুষ্ঠানিক খাতে, যেখানে নিয়মিত বেতন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তাদের রয়েছে। কিন্তু বাকি ৮৮-৯০ শতাংশ কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক খাতের। ফলে, অর্থনীতিতে যে কোনো আঘাত এলে দেশের এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দ্রুতই বিপদে পড়ে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সূচকের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবা খাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের অস্তিত্ব ছাড়া জীবন কল্পনা করা অসম্ভব। অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং গতি আনতে বিদ্যুৎ সুবিধা শক্তিশালী অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। সহনীয় দামে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারার বিষয়টা বাজেটে বিবেচনায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশে খেতে-খামারে দ্রুত উৎপাদন বাড়ছে। তাতে আমরা সমস্যাও দেখতে পাচ্ছি। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। বিপণন প্রক্রিয়ায় লাভবান হচ্ছে একশ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া বা ব্যবসায়ী। উৎপাদন মৌসুমে ধানের মূল্য থাকে কম, পরে তা বেড়ে হয়ে যায় দ্বিগুণ। তখন কৃষকের ঘরে আর ধান থাকে না। এর লাভ পুরোটাই নিয়ে যায় স্থানীয় ব্যবসায়ী চালের আড়তদার ও চাতাল মালিক। সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে হবে, অন্যদিকে পুষ্টিকর খাদ্য ডিম, দুধ, মাছ ও মাংসের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে হবে। অন্যথায় ভয়াবহ খাদ্য ও পুষ্টি সংকটে পড়বে দেশ। পশুখাদ্য তৈরির সব ধরনের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে বাজেটে ভর্তুকি দেওয়া প্রয়োজন। চলতি মৌসুমে ঠাকুরগাঁওয়ে ব্যাপক আলুর আবাদ হয়েছে। ফলনও হয়েছে আশাতীত। আলু যখন প্রথম বাজারে আসে তখন দামও ছিল বেশি। সব আলু যখন উত্তোলন হলো, তখন আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগারে রাখার আর জায়গা নেই। জায়গা স্বল্পতার কারণে হিমাগারে আলু রাখার স্থান হচ্ছে না। তাই আলু সংরক্ষণে কৃষকদের বাড়িতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। বাজেটে কৃষি পণ্য সংরক্ষণাগারের নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

যমুনার বুকে জেগে ওঠা চর এখন কৃষি পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান রাখছে। বর্ষার পর পানি নেমে গেলে পলি পড়ে জমির উর্বরতা শক্তি বেড়ে যায়। ফলে, প্রচুর পরিমাণ নানা ধরনের সবজিসহ বাদাম, ভুট্টা, গম, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, ধানসহ ব্যাপক ফসলের চাষ হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ কৃষি বিভাগের তথ্য মোতাবেক চলতি বছর যমুনা চরে ৭৪০০ হেক্টর ভুট্টা, ৫১৪০ হেক্টর বাদাম, ১০০০ হেক্টর মরিচ, ৩৫০০ হেক্টর খেসারি, ২৫৫০ হেক্টর মসুর, ৩৪৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়েছে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় সবজি সহজে অন্যত্র নিতে না পারার কারণে কৃষক ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারছে না। তাই বাজারজাত ব্যবস্থাপনার জন্য কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে। তার জন্য চরে যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজ বাহন বা যানবাহনের ব্যবস্থা করে কৃষকদের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে হবে।

আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত রাখতে হবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হবে। বাজারে ভোজ্যতেলের দাম অনেক বেড়ে গেছে। ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে। বর্তমানে দেশে আবাদি জমির মাত্র ৪ ভাগে তেল ফসলের আবাদ হয়ে থাকে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধিতে মাঠ পর্যায়ে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এলাকাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা জরুরি। কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তেল বীজ ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তাহলে আমদানিনির্ভরতা কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনপ্রতি আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলারের নিচে। অর্ধশতাব্দী পর এখন তা উন্নীত হয়েছে ২৮২৪ মার্কিন ডলারে। তবে আয় বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে দেশে তেমন উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বরং অবনতি হয়েছে। তাই এ বৈষম্য কমাতে হবে। বৈষম্য রয়েছে গ্রাম ও শহরের জীবনধারায়। এগুলো দূর করতে হবে। এজন্য দরকার গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরণ, কর্মসংস্থান বাড়ানো, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা, পুঁজি গঠন ও আয়বর্ধন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা।

করোনা প্রভাব মোকাবিলা এবং রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হওয়া নতুন বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পর্যাপ্ত সৃজনশীল পদক্ষেপ নিতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়নের জোয়ার ও দেশের উন্নতি আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ-সব অর্জন ম্লান হয়ে যাবে যদি নিত্যপণ্যের দাম জনগণকে কষ্ট দেয়। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো ও নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আমদানি চেইন ঠিক রেখে সাপ্লাই চেইন সচল রাখার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমিয়ে আনা সম্ভব।

লেখক: অর্থনীতিবিষয়ক লেখক

অবমূল্যায়ন শুধু পাপ নয়, মহাপাপও বটে

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী



কোনো রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমষ্টির প্রকৃষ্ট সমর্থনে রাজনৈতিক দলের উন্মেষ ঘটে। গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা-বাস্তবায়নে প্রায়োগিক কৌশল নির্ধারণ করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনস্বার্থে প্রতিশ্রুত কর্মযজ্ঞ সম্পাদন সাধারণত রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমগ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পবিত্র সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় ভোটাধিকার প্রয়োগে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন-জনগণের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রণিধানযোগ্য অনুষঙ্গ।

স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি সংহার করে গণমতামতনির্ভর গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মধ্যেই স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তার সফলতা নিহিত। রাজনৈতিক চেতনা-শিক্ষা-পরিশীলিত আচার-আচরণের প্রসার ও শিষ্টাচারবহির্ভূত কার্যকলাপ পরিহারে জনমতের সমৃদ্ধিকরণ গঠনমূলক রাজনীতির ব্যঞ্জনা তৈরি করে।

ব্যক্তির মতামত ও সামষ্টিক মূল্যায়নে স্বাধীনচেতা-দেশপ্রেমিক-সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বে অকুতোভয় নির্ভীকতায় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণই রাজনীতির পবিত্রতম প্রপঞ্চ। দলীয় আনুগত্যের বিপরীতে জাতিরাষ্ট্রের প্রতি আদর্শিক আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সুস্থ ও সুষ্ঠু রাজনীতির উৎসস্থল। বর্তমানে রাজনীতির আবরণে অর্থ-ক্ষমতালিপ্সু কথিত রাজ-নীতিকদের নরপশুতুল্য বিবেকবর্জিত অবৈধ বাণিজ্য-ভূমিদখল-প্রভাব বিস্তারে প্রান্তিক পর্যায়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহর-নগরের প্রতিটি অলিগলিতে প্রোৎসাহিত হিংস্র বাহিনীর তান্ডব-দুর্ধর্ষ কর্মকান্ডে জনজীবন নিষ্প্রভ-নিরীহ-প্রাণস্পন্দনহীন রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে।

আত্মসংযম-আত্মসমালোচনা-আত্মশুদ্ধির সব শুভ উদ্যোগ প্রচন্ড ভ্রুক্ষেপে দেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই বিভিন্ন দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের হতাহতের ঘটনা ঘটছে। পূর্বে এটি দুটি বি-পরীত দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে হলেও বর্তমানে আন্তঃদল বা গোষ্ঠীতে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে দলের পদ-পদবি আদায়, ভূমি-ব্যবসা-বাণিজ্যের জবরদখল, চাঁদা-টেন্ডারবাজি, ঠিকাদারি-হাটের ইজারাসহ বিভিন্ন অবৈধ-অনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এহেন হত্যাকান্ডসহ নানামুখী ভয়ংকর অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

জাতীয় নির্বাচনসহ যে কোনো নির্বাচনের আগে এর ঘৃণ্য ব্যাপকতা অধিকমাত্রায় প্রসারিত হয়। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থার তথ্যমতে, অধিকাংশ রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটছে নিজ দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে। অপরাধ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক ছদ্মবেশে চলছে দুর্বৃত্তায়ন। আদর্শিক রাজনীতির অভাবে প্রতিপক্ষ দল ছাড়াও নিজ দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিরোধ-বিচ্ছেদ প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বজ্রকঠিন নির্দেশগুলো নতুন করে জাতিকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে নিবিড় অনুসরণ ও অনুশীলন আবশ্যক। কঠোর আত্মসংযম-আত্মনির্ভরশীল-আত্মোপলব্ধির শিক্ষায় মনোযোগী হওয়ার প্রচন্ড তাগিদ-আকর্ষণ এখনো নিগূঢ় অনুভূত।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা, কোনো দিন তোমরা আমার কথা ফেলো নাই।

জীবনে আমি কোনো দিন কনটেস্ট করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বা প্রেসিডেন্ট হই নাই। কোনো দিন স্বার্থে অন্ধ হয়ে তোমাদের ডাক দেই নাই। কোনো দিন কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো শয়তানের কাছে মাথা নত করি নাই। কোনো দিন ফাঁসির কাষ্ঠে বসেও বাংলার মানুষের সঙ্গে বেঈমানি করি নাই।...আমি বিশ্বাস করি, তোমরা আমার কথা শুনবা, তোমরা আত্মসমালোচনা করো, আত্মসংযম করো। তোমরা আত্মশুদ্ধি করো। তাহলেই দেশের মঙ্গল করতে পারবা।...কিন্তু কিছু কিছু লোক যখন মধু-মক্ষিকার গন্ধ পায়, তখন তারা এসে আওয়ামী লীগে ভিড় জমায়।

আওয়ামী লীগের নামে লুটতরাজ করে। পারমিট নিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা, আওয়ামী লীগ থেকে তাদের উৎখাত করে দিতে হবে-আওয়ামী লীগে থাকার তাদের অধিকার নেই। তাই বলছি, আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে, আজ আত্মসংযমের প্রয়োজন আছে, আজ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন আছে।'

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় বিভিন্ন কোন্দল-প্রতিহিংসা-অর্থ-ক্ষমতালিপ্সু রাজ-নীতি পরিত্যাজ্যে জনগণের যথার্থ কল্যাণ সাধনে সবার হৃদয় গভীরে প্রোথিত হওয়ার মানসে দলের নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা বাস্তবিকই সময়োপযোগী।

বর্ণচোরা-ছদ্মবেশী-অনুপ্রবেশকারী, বঙ্গবন্ধুসহ বিভিন্ন হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কুশীলব-বশংবদরা বিভিন্ন অপকৌশল-ছলচাতুরী-অনৈতিক অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন দল ও সরকারের মধ্যে প্রচন্ড শক্তিমান হয়েছে বলে প্রবল জনশ্রুতি রয়েছে।

বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মতে, অন্ধকারের পরাজিত অশুভশক্তি ও তাদের অনুসারীদের অবস্থান অপরিমেয় কদাচারে দেশকে যে কোনো মুহূর্তে পর্যুদস্ত করতে ইতোমধ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছে। সব অভিশপ্ত আবেগ তাড়না-কর্ণাশ্রিত দোষারোপ-অসত্য অভিযোগে কল্পিত অভিমানে দুঃসময়ে জীবনঝুঁকির বিনিময়ে পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের মূল্যায়নের বিপরীতে অবমূল্যায়ন শুধু পাপ নয়, মহাপাপও বটে।

বস্তু-সত্যনিষ্ঠ তদন্তে প্রকৃত দলীয় আদর্শের ধারক-বাহক, যারা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার আদর্শিক অবিনাশী চেতনার ন্যূনতম বিচ্যুতি না ঘটিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার পরম ব্রত নিয়ে কঠিন জীবনযুদ্ধে পরাভূত; যথার্থ অর্থে তাদের আবিষ্কার-অবদান বিবেচনায় কোণঠাসা করার বিপরীতে যথোপযুক্ত পদ-পদায়ন ও মর্যাদাসীন করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ গণভবনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে দলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দলে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-বিভেদ নিরসনে দ্রুত দলকে তৃণমূল থেকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশনার পাশাপাশি দলের সবস্তরের নেতাকর্মীদের এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব পোষণ এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগের তথ্য-প্রমাণের সঠিকতা যাচাই-বাছাইয়ের পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'যারা বিভিন্ন জায়গায় দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে কাউকে কোনো ব্যাপারে ছাড় দেওয়া যাবে না।' তিনি বিভিন্ন নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে যারা লিখিত ক্ষমা চেয়েছেন, তাদের মাফ করে দিয়ে দলীয় কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের পরামর্শও প্রদান করেন। সাংগঠনিক প্রতিবেদনে স্থানীয় সংসদ-সদস্য ও দলের অন্য নেতাদের মধ্যে কোন্দল-দূরত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ায় এমপিদের খবরদারি করতে মানা করে তিনি বলেন, 'এমপিরা এমপিত্ব করবে, দলও করবে। কিন্তু খবরদারি করবে না। নানা বাস্তবতায় আমরা এমপিদের মনোনয়ন দিয়ে থাকি। তার অর্থ এই নয় যে, তারাও দলে খবরদারি করবে। কমিটি কমিটির গতিতে চলবে। দলের ভেতর উপদল তৈরি করা যাবে না। ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলকে শক্তিশালী করতে হবে। দুর্দিনের ত্যাগীদের মূল্যায়ন করতে হবে।'

২০১৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতা এমএ আজিজ ও নূরুল ইসলামের স্মরণসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের বি-পুলসংখ্যক নেতাকর্মীর আত্মত্যাগের জন্যই দলটির কেউ ক্ষতি করতে পারেনি। আওয়ামী লীগে অনেক ত্যাগী নেতা ছিলেন বলেই দেশের সবচেয়ে পুরোনো এই রাজনৈতিক দলের ওপর বারবার আঘাত করেও কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। নেতারা দলীয় আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাসী এবং তারা অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেননি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণতন্ত্র ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য দলের সব ত্যাগী নেতার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

পরবর্তীকালে দলীয় বহু সভায় বিভাগীয়-জেলা-উপজেলাসহ সবস্তরের সাংগঠনিক কমিটিতে দুঃসময়ের ত্যাগী ও পরীক্ষিতদের মূল্যায়নের তাগিদ দিয়েছেন।

বিজ্ঞজনের মতে, সোনার বাংলা বিনির্মাণে সোনার মানুষ বা সৎ-যোগ্য-মেধাবী মানবসম্পদ উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেকটুকু পিছিয়ে আছে। এখনো প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী-নীতিনৈতিকতায়-সততায়-দেশপ্রেমের অনন্য প্রতীক হিসাবে যারা পরীক্ষিত; তাদের মূল্যায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরমভাবে উপেক্ষিত। ব্যক্তিস্বার্থে নিয়োজিত কদর্য চরিত্রের বর্ণচোরা-অনুপ্রবেশকারী-অন্ধকারের শক্তির সঙ্গে অদৃশ্য যোগসাজশ বা আপসকামিতায় পারদর্শী কথিত রাজনীতিক-ব্যবসায়ী-পেশাজীবী ব্যক্তিদের কুৎসিত মনোবৃত্তিকে পরাস্ত করা সব নিবন্ধিত দল-সরকার-দেশবাসীর পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। সব স্তরের নির্মোহ ও ত্যাগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবমূল্যায়নের মোড়কে অপাঙ্‌ক্তেয়-বিতর্কিত-অযাচিত-দোষী সাব্যস্ত করার সব অসৎ উদ্দেশ্য সংহার করে প্রান্তিক ও ন্যায়-পরায়ণতায় অবিচল ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য মূল্যায়নে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা না হলে জাতি শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; ভবিষ্যৎকে আলোকময় করার সব সৎ উদ্যোগও বিফলে যাবে।

লোভ-লালসা, স্বজন-পরিবার-অঞ্চল-বন্ধুপ্রীতি, তদবির-লবিং-ম্যানেজ অপসংস্কৃতির আড়ালে উচ্চ থেকে নি পর্যন্ত শিক্ষা-বাণিজ্য-ভূমি-হাসপাতাল-ব্যাংক-গণমাধ্যমসহ সমুদয় সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ধনসম্পদ-প্রতিপত্তিকে অতিশয় শক্তিমান করার ব্যক্তিবিশেষের সীমাহীন কুপ্রবৃত্তি সভ্য সমাজ অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে অবলোকন করছে। সবকিছু গিলে খাওয়ার এ অসমপ্রবণতা ও হীনপন্থার দৃষ্টান্ত নির্মাণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। অন্যথায় ব্যর্থতার দায়ে আগামী প্রজন্মের কাঠগড়ায় আমাদের অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রে সত্য-সুন্দর-কল্যাণ-আনন্দের অনুষঙ্গগুলো যথার্থ পরিচর্যা এবং চলমান পরিস্থিতির উত্তরণে পরিপূর্ণ অনুধাবনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য হওয়া অতীব জরুরি। বিরাজিত প্রতিকূল সমস্যাগুলো যথাযথ উপলব্ধিতে আনা না হলে অতিমারির চেয়েও ভয়ংকর অত্যাসন্ন চ্যালেঞ্জগুলো দেশসহ পুরোবিশ্বকে লন্ডভন্ড করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পথপরিক্রমায় জাতিকে পরিচালনা করা সময়ের জোর দাবি হিসাবে বিবেচ্য।

সার্বিক উন্নয়ন-চলমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের দায়ভার কোনোভাবেই অবহেলিত হতে পারে না।

অব্যাহত করোনা পরিস্থিতিসহ নানাবিধ দুর্যোগ-দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনায় সার্থক ও সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় আদর্শের মৌলিক স্তম্ভগুলোকে জাতির পরিশুদ্ধ মননে প্রোথিত-প্রোৎসাহিত করার উদ্যোগ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে অনিবার্য পরিণতি দেশ অন্ধকারের গহ্বরে কোন পর্যায়ে নিমজ্জিত হবে, তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ও প্রাক্কলন নির্ধারণ করার সময় মনে হয় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিতে হবে

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

নেদারল্যান্ডস উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেখানে ২৭ শতাংশ মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম বাইসাইকেল। বিশ্বে বাইসাইকেলে চড়া মানুষের মধ্যে দেশটি প্রথম। ৮৫ শতাংশ মানুষের অন্তত একটি করে বাইসাইকেল আছে।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বাইসাইকেল চালিয়ে অফিসে যান। একসময় তাদের অনেক গাড়ি ছিল। ব্যাপক হারে দুর্ঘটনা ঘটায় গাড়ি পরিবহনকে নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বাইসাইকেলের প্রতি গুরুত্ব দেয়। সেই অনুযায়ী রাস্তার লেন তৈরি করে। সাইকেলে চড়তে কেউ কিছু মনে করে না। পরিবেশবান্ধব এই পরিবহন তাদের আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবে, তা-ই স্বাভাবিক। তাদের পরিবহন ব্যবস্থায় কোনো নৈরাজ্য বিরাজ করছে না। কিন্তু ব্যতিক্রম আমাদের দেশে। এখানে অনেক আগে থেকেই যাতায়াতের মাধ্যমগুলোয় নৈরাজ্য বিরাজ করে আসছে এবং ক্রমান্বয়ে তা চরম আকার ধারণ করছে। যার করুণ পরিণতি আমাদের প্রতিদিনকার সড়ক দুর্ঘটনা। পত্রিকার পাতা খুললে প্রতিদিন গড়ে আট থেকে ১০ জনের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আমাদের চোখে পড়ে। হালে যানবাহনের ধরনের মধ্যে মনগড়া পরিবর্তন তৈরি হচ্ছে। ব্যক্তিগত পরিবহনকে আমরা গণপরিবহন এবং মহাসড়কের বাহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছি। গত ঈদে মানুষ ব্যাপকহারে মোটরসাইকেল চালিয়ে গ্রামে চলে গেছে। পরিবহন ভাড়া বেশি হওয়ায় অনেকে এমন করেছে বলে পত্রিকায় প্রকাশ। মহাসড়কে এমন পরিবহন দুর্ঘটনার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষের যাতায়াতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সহজ ও নিরাপদ করার জন্য আমরা মেট্রো রেল কিংবা উড়াল পথ তৈরি করছি; কিন্তু তা কতটুকু আমাদের সুফল দিতে পারবে। যানবাহনের মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কের উন্নয়ন না করতে পারলে কোনো কিছু দিয়েই আমরা ভালো ফল পাব না।

যোগাযোগের জন্য সড়কের আওতা এখন অনেক বেড়েছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য সড়কপথ তৈরি হচ্ছে। ইউনিয়নের সঙ্গে উপজেলা, উপজেলার সঙ্গে জেলা এবং জেলার সঙ্গে বিভাগীয় ও রাজধানীর যোগাযোগের মাধ্যম সড়কপথ এখন সহজ হয়েছে; কিন্তু সড়কের মানের উন্নতি হয়নি। সড়কে যানবাহনের মাধ্যমগুলোর কোনো গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। এখানে রয়েছে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের দৌরাত্ম্য। গ্রামে এবং আমার জানা মতে ঢাকা ও সিলেট বাদে সব বিভাগীয় শহরে এখনো ব্যাট-ারিচালিত রিকশা ও আটো চলছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, বিদ্যুতের ওপর বাড়তি চাপ এবং মারাত্মক দুর্ঘটনাপ্রবণ এই পরিবহন আমাদের মৃত্যুর মুখোমুখি করছে। অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ভাড়া কম বিধায় টিকে আছে এজাতীয় পরিবহন। মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং এদের জন্য বিকল্প তৈরি না করে আমরা বন্ধও করতে পারছি না। বিকল্প ভাবতে হলে প্রথমেই রাস্তাঘাট বড় করা এবং পরে গণপরিবহনের কথা ভাবতে হয়। আমরা তা কতটুকু করতে পারব, তা ভাবার বিষয়। আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত মহাসড়কে সিএনজি অটোরিকশা চলবে না, কিন্তু আমরা রোধ করতে পারিনি। এ কারণেও প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। আমাদের যানবাহনের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু ফিটনেসবিহীন গাড়ি আমাদের দুর্ঘটনার দিকে ঢেলে দিচ্ছে। এ ছাড়া রয়েছে ট্রাফিক আইন মেনে না চলার প্রবণতা। একই রাস্তায় সব ধরনের পরিবহন আমাদের যানজট ও দুর্ঘটনার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাট প্রশস্ত করা অনেকটা অসম্ভব। এ ছাড়া পরিবহনের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। কেননা প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য মানুষ আসছে শহরে। ফলে শহরের ওপর চাপ পড়ছে। পরিবহনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে পরিবর্তন, গুণগত মান বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা শুধু যানজটেই পড়ব না, রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রথমত, গণপরিবহনকে আধুনিক এবং একে ঢেলে সাজাতে হবে। ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলোকে বাদ দিয়ে মানসম্মত নতুন নতুন গাড়ি রাস্তায় নামাতে হবে। গাড়ির সংখ্যা কমাতে হবে। বিভাগীয় শহরগুলোতে আলাদা লেন তৈরি করে বাইসাইকেল চালানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। মানুষকে বাইসাইকেল চালাতে উৎসাহিত করতে হবে। এতে গাড়ির ওপর চাপ কমবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের জন্য বড় আতঙ্ক মোটরসাইকেল। বাস্তবতা হলো, আমাদের গণপরিবহন ভালো নয় বিধায় সহজলভ্য এবং একসঙ্গে তিনজন চড়া যায় বিধায় মোটরসাইকেলকে অনেকে যাতায়াতের বড় মাধ্যম হিসেবে মনে করছে। এটি যেকোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একটি ব্যক্তিগত পরিবহন যেন গণপরিবহনে রূপান্তরিত না হয় তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যক্তিগত গাড়ির অনুমোদন সীমিত করতে হবে। একটি পরিবারে হয়তো তিন কিংবা চারটি গাড়ি রয়েছে। এ গাড়িগুলো যানজটের জন্য বড় কারণ। নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আবারও গণপরিবহনের দিকেই নজর দিতে হবে। আমাদের অভ্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা স্বল্প পথ যেখানে হেঁটে যেতে পারি, সেখানে পরিবহনের সাহায্য নেওয়া কেন। আমাদের অভ্যাসের মধ্যে বাইসাইকেল চালানো কিংবা গণপরিবহনে যাতায়াতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ কাজগুলো করার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা দরকার, যা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। অনেকে দেশে রিং রোডের মাধ্যমে মানুষের যাতায়াতকে সহজ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা সেই দিকেও হাঁটতে পারি। আমদেরই ভাবতে হবে আমরা কী করব।

যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের প্রাণ। কিন্তু সেই যোগাযোগব্যবস্থা যদি আরামদায়ক ও নিরাপদ না হয়, তাহলে মানুষের কষ্টের শেষ থাকে না। আমাদের রাস্তাঘাটের আয়তন আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে সত্য; কিন্তু আমাদের যাতায়াত আরামদায়ক ও নিরাপদ আজও হয়নি। আমরা নেদারল্যান্ডসের মতো ২৭ শতাংশ মানুষকে সাইকেলে চড়াতে হয়তো পারব না; কিন্তু আলাদা লেন তৈরি করে মানুষকে সাইকেল চালানোর সুযোগ তৈরি করে দিতে পারি। আমরা ব্যাটারিচালিত রিকশা ও অটো বন্ধের ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার সীমিত রাখতে পারি। আমরা মোটরসাইকেল সীমিত করতে পারি। বিপুল জনগোষ্ঠীর দেশে আমরা যেখানে গণপরিবহনকে বড় মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে কিভাবে এ পরিবহনকে ঢেলে সাজানো যায় তার ব্যবস্থা করতে পারি। যেখানে প্রয়োজন সেখানে রাস্তাঘাট প্রশস্ত করতে পারি। আমরা ট্রাফিক আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে পারি। আমরা মানুষকে শহরমুখী হওয়া রোধ করতে পারি। আমরা অনেক কিছুই পারি, দরকার মাত্র ইচ্ছাশক্তি।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে প্রশমন করতে হবে

মো: মাঈন উদ্দীন

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করোনা মহামারী (কোভিড-১৯) ধাক্কাই এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মানুষের আয় কমেছে, অনেক মানুষ বেকার হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে অসংখ্য মানুষ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব মতে, ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশের ২২ থেকে ২৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। করোনা মহামারীর কারণে সেটি বেড়েছে। কোনো সমীক্ষায় ৪২ শতাংশ আবার কেউ কেউ বলেছে ৪৫ শতাংশ। তার মানে প্রায় তিন কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। করোনার আগে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল, করোনার মধ্যে তাদের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছিল। করোনা যখনই কমে আসছিল, অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পথে তখন নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে আবারো সঙ্কটের মধ্যে পতিত করে। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগেই নিত্যপণ্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। বর্তমানে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতির চাপটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য মূল্যস্ফীতি হয়তো বিরক্তিকর বিষয়, কিন্তু গ্রাম ও শহর এলাকায় দরিদ্র মানুষের জন্য মূল্যস্ফীতি জীবিকার সঙ্কট তৈরি করছে। এদিকে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেছেন, দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৮২৪ ইউএস ডলার। এক বছরের ব্যবধানে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ২৩৩ ডলার। চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) বাজেট ঘোষণার সময় জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৭ দশমিক ২ শতাংশ। সরকার বলছে, চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে বাস্তবতার মিল নেই। মূলত প্রবৃদ্ধির হার বা মাথাপিছু আয়ের হিসাব দিয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবনমান পরিস্থিতি বোঝা যায় না। বিবিএস বলেছে, চলতি অর্থবছরে শিল্প, সেবা ও কৃষি- এ তিন খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি- ১০ দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ দিকে ব্যবসায়ীরা দাবি করছেন, করোনার পর থেকে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ভালো নেই। অন্য দিকে ব্যাংকাররা বলছেন, দেশের আর্থিক খাতের ৯০ শতাংশ অর্থায়ন গেছে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে। করোনা পরিস্থিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে যে ঋণ দেয়া হয় তার ৯০ শতাংশ দেয় ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন, সুদ, ভর্তুকি পাচ্ছে ব্যাংকগুলো কিন্তু দিন শেষে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি বেড়েছে। কম সুদে যে ঋণ দেয়া হয়েছে তার ৩০-৪০ শতাংশ ফেরত আসছে না। এ দিকে করোনার পরপর প্রচুর পণ্য আমদানি হয়েছে। আমদানি ঝুড়িতে নতুন নতুন পণ্য যুক্ত হচ্ছে। ২০২২ সালে করোনার প্রভাব কমলে বৈশ্বিকভাবে পুঞ্জীভূত চাহিদাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। অনেকের খরচের ধরন পাল্টে গেছে। করোনার পর বহু মানুষ দুবাই, থাইল্যান্ডসহ বিদেশ ভ্রমণে গেছে। বিদেশে ঘুরতে যাওয়া বেড়েছে। তবে এ প্রবণতা শুধু আমাদের দেশে নয়, দুনিয়াজুড়েই হচ্ছে। প্রবাসী আয়ও কমে যাচ্ছে। নিত্যপণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। এতে সঙ্কট তৈরি হচ্ছে- এর মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রভাব তো আছেই। ডলারের দাম ৯৫-৯৭ টাকা অতিক্রম করেছে। বেশি দামে পণ্য আমদানি করতে হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে।

মূল্যস্ফীতিতে শুধু গরিব মানুষের নিত্যপণ্য নয়, শিল্প খাতেরও কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি খরচ বাড়ছে। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানির ওপর শুল্ক-মার্জিনসহ কিছু বিধি আরোপ করলেও ডলারের সঙ্কট কাটাতে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স (এবিবি) ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেডা) সাথে আলোচনা করে প্রতি ডলারের দাম কত হবে তা নির্ধারণ করে দেয়। ব্যাংকারদের মতে এতে প্রবাসী আয় ও রফতানি আয় বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথ্যসূত্রে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) সময়ে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ৬৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এ সময় আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ঘাটতি বেড়েছে। রফতানি আয় বেড়েছে ৩২.৯২ শতাংশ। আমদানি ব্যয় বেড়েছে ৪৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ। এতে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যস্ফীতির কোনো ভালো তথ্য ও উপাত্ত নেই। তথ্যের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা রয়েছে। সঠিক তথ্য আমরা সঠিক সময়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারছি না। ফলে তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হচ্ছে। সঙ্কট উত্তরণের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপত্র তৈরি করতে হবে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক-বীমা, পুঁজিবাজার, রাজস্ব খাত ও স্থানীয় সরকারকে অর্থনীতির নানাবিধ ঝুঁকি মোকাবেলায় মনোযোগী হতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যস্ফীতির কোনো ভালো তথ্য ও উপাত্ত নেই। তথ্যের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা রয়েছে। সঠিক তথ্য আমরা সঠিক সময়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারছি না। ফলে তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হচ্ছে। সঙ্কট উত্তরণের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপত্র তৈরি করতে হবে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক-বীমা, পুঁজিবাজার, রাজস্ব খাত ও স্থানীয় সরকারকে অর্থনীতির নানাবিধ ঝুঁকি মোকাবেলায় মনোযোগী হতে হবে।

বিবিএস তথ্য থেকে দেখা গেছে, সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি খুব বিস্তৃত, পণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি হচ্ছে। বিবিএস প্রাক্কলন হলো, ভোক্তা ব্যয় ১৩ শতাংশ বেড়েছে। এখন মোট জিডিপির ৭৮ শতাংশ ভোক্তাব্যয় যেখানে আগে ছিল ৬৮ শতাংশের কাছাকাছি। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তাব্যয় বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি কমাতে হলে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে কিছুটা প্রশমন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, মূল্যস্ফীতিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ হিসেবে দেখতে হবে। সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় গরিব মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার কথা চিন্তা করলে বাজেট ঘাটতি বড় বিষয় নয়। এই শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ অর্থ সহায়তা ও খাদ্য সহায়তায় ব্যবস্থা রাখা দরকার। তাদের সুরক্ষা প্রতিষেধক হলো টিসিবির কার্যক্রম বিস্তৃত করা, খাদ্যমূল্য কমানো। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। আমাদের মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে স্বল্পমেয়াদে পরিস্থিতি সমাধানে মনোযোগী হওয়া উচিত। এই পরিস্থিতিতে আমরা ডলারের চাহিদা বৃদ্ধিকে কিভাবে কমাতে পারি ও জোগান কিভাবে বাড়াতে পারি সেটা বের করতে হবে। ঋণ প্রদানে সুদ হার বাড়াতে হবে। মূল্যস্ফীতির স্বাভাবিক স্তর ৫ শতাংশের নিচে না আনা পর্যন্ত গ্রাম ও শহরের দরিদ্র মানুষকে নগদ সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিতে হবে। ঝুঁকি মোকাবেলার বড় হাতিয়ার হলো যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকা। রিজার্ভকে সুরক্ষা রাখার জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে নগদ সহায়তা পাওয়ার বিষয়টি ভাবা উচিত। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভর্তুকি বাড়াতে গেলে বাজেট বাড়াতে হবে। ভর্তুকি কমাতে গেলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে। পেট্রলের জন্য সরকার অনেক টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে, একইভাবে গরিব মানুষের খাদ্য উৎপাদনের জন্য মূল্য কর ভর্তুকিও দেয়া উচিত। তবে ভর্তুকি কিছুটা দিতেই হবে। প্রয়োজনে বাজেটে অন্য জায়গা থেকে সাশ্রয় করতে হবে।

জনগণের দৈনন্দিন জীবন সহজ ও পণ্যমূল্য সাধ্যের মধ্যে রাখতে আমরা প্রয়োজনে শ্রীলঙ্কার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিতে পারি। শ্রীলঙ্কার অপরিকল্পিত মেগা প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশেও বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প চলমান। প্রকল্পের ঋণ শোধে যে আর্থিক চাপ সেটি সামাল দেয়ার জন্য আমাদের আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। পরিকল্পনা করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এগোতে হবে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য, জ্বালানি ও সারের মূল্য বেড়ে গেছে। ব্যাহত হচ্ছে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী মন্দার সৃষ্টির আশঙ্কা করছেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান ডেভিড ম্যালপাস। এ ক্ষেত্রে আমাদের মতো দেশের খাদ্য কৃষি উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে। খাদ্য উৎপাদন, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য বিপণনের পথে বাধা দূর করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষি ও কৃষি সরঞ্জামাদি, কীটনাশক ও সারের সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। দেশে প্রয়োজনীয় সারের ৮০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এর মধ্যে এমওপি সারের বড় অংশ আসে রাশিয়া ও বেলারুশ থেকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে জানা যায়, ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি, এমওপি-এর চার ধরনের সার ব্যবহার হয় ৫৭ লাখ টন। চলতি অর্থবছরে ৬৯ লাখ টন সার ব্যবহার হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে (২২-২৩) এর চার ধরনের সারের চাহিদা কমিয়ে ৫৫ লাখ ৫০ হাজার টনে আনা হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়, সারের কারণে যাতে নতুন করে ফসল উৎপাদনে সমস্যা না হয় সে দিকে নজর দেয়া উচিত। বিনিয়োগ ও সক্ষমতার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ব্যবসায়ে ব্যয় ও দক্ষতার দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। অদক্ষতার জন্য আমাদের দেশে ব্যবসায় খরচ (কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস) অনেক বেশি, কর হার, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট খরচ, অবকাঠামো, ইনফরমাল পেমেন্টস ইত্যাদি অনেক বেশি। তা ছাড়া জ্বালানি তেলের কাঁচামাল ও শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টিও রয়েছে। নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ছে। শ্রমের মজুরিও বাড়াতে হচ্ছে। বিনিয়োগ সক্ষমতাও তেমন আগানো যাচ্ছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য- চাল, ডাল, তেল, সবজি, মাছ, গোশতসহ এমনকি পাউরুটি, সাবান, আটা-ময়দা, গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, চানাচুর, টয়লেট ক্লিনারসহ প্রায় সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ যেতেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির খবর আগে পড়তে হয়। সে দিন ঢাকার কাওরান বাজারের এক দোকানদার বললেন, পণ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে কাস্টমারের মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট লাগে। মূল্যস্ফীতির এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারেরই দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আসন্ন বাজেটে তার প্রতিফলন থাকা উচিত। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মাথাপিছু সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা বৃদ্ধির কথা কেউ কেউ বলেছে, তা প্রয়োজন, তবে তা স্থায়ী সমাধান নয়। কার্ডের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া প্রশংসনীয় হলেও এটা সাময়িক। এ জন্যই টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের আমদানি-নির্ভরতা কমাতে হবে। এ জন্য উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা একসময় বড় উদ্যোক্তায় পরিণত হয়। ব্যবসায় বাড়ানো, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি, বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলা হলেও দেখা যায়, কাগজপত্রের জটিলতায় উদ্যোক্তা তৈরি হওয়া ব্যাহত হয়। বাস্তবতা হচ্ছে- দেশে ব্যবসায় কাঠামো, অবকাঠামো, পরিবেশ তৈরি না হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্য হবে নিম্নবিত্ত, সীমিত আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে সুরক্ষা দেয়া, ব্যয় ও আয় উভয় ক্ষেত্রেই সুরক্ষা দেয়া উচিত। প্রবৃদ্ধির চেয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

লেখক: ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

বিশ্বসেরা হওয়ার লক্ষ্য বাবর আজমের

(প্রথম পাতার পর)

টি-টোয়েন্টি তিন ফরম্যাটেই অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছে। বাবর আজম বর্তমানে আইসিসির র‍্যাংকিংয়ে ওডিআই ও টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষে আছেন। আর টেস্টের সাদা পোশাকে বাবর আজমের অবস্থান পঞ্চম। তবে পাকিস্তানের অধিনায়কের স্বপ্ন তিন ফরম্যাটেই নাম্বার ওয়ান হওয়া।

এমনটি জানিয়ে বাবর আজম বলেন, একজন খেলোয়াড় হিসেবে সব ফরম্যাটে এক নম্বর হওয়াই আমার স্বপ্ন। আর এজন্য আমাকে খেলার প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে, করতে হবে কঠোর পরিশ্রম।

তিনি আরও বলেন, নিজেকে ফিট রেখে নিজের ট্র্যাকেই পারফর্ম করে যেতে হবে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ভালো হচ্ছে, আশা করি টেস্টেও আমি ভালো করতে পারব।

মৃত্যুর পর কেকের পেটে পাওয়া গেছে ওষুধের নমুনা

(প্রথম পাতার পর)

বলছেন, না। সমস্যা একদিনের নয়, কেকের হৃদযন্ত্রে মারণরোগ বাসা বেঁধেছিল আগে থেকেই। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসতেই কপালে ভাঁজ চিকিৎসকদের।

দেখা গেছে, কেকের হৃদপিে-র চারপাশে পুরু মেদের আস্তরণ। সেটি সাদা হয়ে গিয়েছিল। হৃদপিে-র মোড়ক খুলতেই দেখা যায় ভাল্বকাগুলো অস্বাভাবিক রকম শক্ত হয়ে রয়েছে। পুলিশ সূত্রে সেই খবর সামনে এসেছে বৃহস্পতিবার।

ïধু তাই নয়, কেকের শরীরে ১০ রকম হজমের ওষুধ এবং ভিটামিন সি পাওয়া গেছে। হজমের সমস্যার জন্য কেকে নিয়মিত মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড এবং গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতেন বলেও জানা গেছে। তার রক্তেও সেই নমুনা পাওয়া গেছে। কেবল অ্যালোপ্যাথি নয়, আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধেরও হদিস মিলেছে প্রয়াত গায়কের পাকস্থলিতে।

অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে আরও বিশদে যেতে চাইছেন চিকিৎসকরা। কেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নমুনা হিস্টোপ্যাথলজিকাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। হিস্টোপ্যাথোলজি হল কোষের বিশদ পরীক্ষা, যেখানে যাবতীয় অস্বাভাবিকতা, ব্লক জনিত ত্রুটি খতিয়ে দেখা যাবে।

ডাক্তাররা বলছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিে- কাঠিন্য দেখা যায়। তবে কেকের হৃদপিে-র যে চেহারা ধরা পড়েছে তা স্বাভাবিক নয়। কোথায় কোথায় ধমনীর পথ আটকে গিয়েছিল সেসব জানতে হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৩১ মে সকালে কেকে তার ম্যানেজারকে বলেছিলেন শরীরে জোর পাচ্ছেন না। সেই রাতেই, অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "কাঁধ এবং বাহু টনটন করছে।" সেই অবস্থাতেই মঞ্চে ওঠেন কেকে। অসুস্থ অবস্থাতেই অনুষ্ঠান করে যান। তারপর অনুষ্ঠান শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হোটেলে ফিরে সোফায় বসতে গিয়ে মেঝেতে বসে পড়েন গায়ক। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

যে কারণে রাষ্ট্রীয় নাম পরিবর্তন করেছে তুরস্ক

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গত বছরের ডিসেম্বরে রজব তাইয়েব এরদোগান এক ভাষণে বলেছিলেন, তুরস্কের সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং মূল্যবোধ বেশি প্রতিনিধিত্ব হয় 'তুর্কিয়ে' শব্দ দিয়ে। খবর টিআরটি, সিএনএন ও বিবিসি'র।

প্রেসিডেন্ট এরদোগানের এই ঘোষণার পরপরই দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম টিআরটি বিভিন্ন সময় নাম পরিবর্তনের যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করেছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, তুরস্ককে 'বিশ্বের সামনে নতুন করে পরিচিত' করানোর পাশাপাশি নাম পরিবর্তন বেশ কয়েকটি কারণে জরুরি। এর মধ্যে, একটি হলো– পশ্চিমা বিশ্বে ক্রিসমাস, নববর্ষ এবং থ্যাংকসগিভিং উৎসবের সময় ঐতিহ্যগতভাবে টার্কি মুরগির মাংস খাওয়া হয়। সেই জায়গা থেকেও টার্কির নাম পরিবর্তন জরুরি।

টিআরটি আরও জানায়– ইংরেজি ভাষার ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে টার্কি বলতে 'ব্যর্থ' 'নির্বোধ বা বেকুব ব্যক্তি' কে নির্দেশ করা হয়। নতুন নাম পরিচিত করার ক্যাম্পেইনের আওতায় তুরস্কে উৎপাদিত সব পণ্যে এখন 'মেড ইন তুর্কিয়ে' লেখা থাকবে। দেশটির পর্যটন খাতে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা হবে, 'হ্যালো তুর্কিয়ে'। জাতিসংঘ জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে তুরস্কের কাছ থেকে অনুরোধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নাম পরিবর্তন করেছেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বে দেশের নাম পরিবর্তন নতুন কোনো বিষয় নয়। ২০২০ নেদারল্যান্ডস নিজেদের হল্যান্ড নাম বদল করে। এর আগে, মেসিডোনিয়া নাম বদলে রাখে নর্থ (উত্তর) মেসিডোনিয়া, বতসোয়ানা নাম বদলে রাখে কিংডম অব ইসওয়াতিনি। তারও আগে, ইতিহাসে আজকের ইরান পরিচিত ছিল পারস্য নামে, থাইল্যান্ডের নাম ছিল শ্যাম এবং রোডেশিয়া নাম বদলে হয়েছে জিম্বাবুয়ে।

বন্দুক হামলা : বাইডেন বললেন 'যথেষ্ট' হয়েছে

(প্রথম পাতার পর)

নড়েচড়ে বসেছে বাইডেন প্রশাসন। বন্দুক হামলার ঘটনা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যথেষ্ট', 'যথেষ্ট' হয়েছে।

বন্দুক হামলা নিয়ন্ত্রণে অ্যাসল্ট রাইফেল নিষিদ্ধ করা, বন্দুক কিনতে দেওয়ার আগে অতীত ইতিহাস খতিয়ে দেখা এবং বন্দুক কেনার জন্য ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন জো বাইডেন।

বৃহস্পতিবার (২ জুন) হোয়াইট হাউস থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত এক বক্তৃতায় বাইডেন প্রশ্ন রাখেন, আমেরিকায় বন্দুক আইন পরিবর্তন করতে আর কত প্রাণ দিতে হবে? আমরা আর কত হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে রাজি আছি? তিনি বলেন, আমরা আবার আমেরিকান জনগণকে ব্যর্থ করতে পারি না!

এ ছাড়া অ্যাসল্ট অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বাইডেন কংগ্রেসকে বন্দুক ক্রেতার অতীত ইতিহাস খতিয়ে দেখার আওতা সম্প্রসারণ, নিরাপত্তার সঙ্গে অস্ত্র মজুদের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন এবং বন্দুক ক্রেতার বয়স বাড়িয়ে ২২ করার আহ্বান জানান।

নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু

(প্রথম পাতার পর)

পুনর্ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপি এবং যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি এবং পরিবেশবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি হোসে ডব্লিউ ফার্নান্দেজ আলোচনায় কো-চেয়ার ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এমপি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপি, বেগম শামসুন নাহার এমপি, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম. সহিদুল ইসলামসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ আলোচনায় অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও অ্যাম্বাসেডর কেলি কেইডারলিং, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রিস্টোফার উইলসন, শ্রম বিভাগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি থিয়া লি এবং সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইং জানিয়েছে, আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান রহমান অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে দুই দেশের ব্যবসায়ী ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের অগ্রাধিকার প্রবেশ, পণ্য উৎপাদন এবং টেকনোলজি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (ডিএফসি) অর্থায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহবান জানান।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের জন্য একক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বাংলাদেশের বিপুল ফ্রিল্যান্সারদের সুবিধা গ্রহণ করে হাইটেক পার্কে বিনিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বিনিয়োগবান্ধব নীতির ধারাবাহিকতাকে গত ১৩ বছরে বাংলাদেশের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির মূল কারণ হিসেবে বলে চিহ্নিত করেন।

জীবনের অঙ্ক কেন সবসময় মেলে না

(১৭ পাতার পর)

তিনি সাহস করে আবার জীবনের অঙ্ক নতুন করে শুরু করার চিন্তা করলেন এবং প্রকৃতি থেকে প্রাণশক্তি অর্জনের জন্য নদী-সমুদ্র, পাহাড়, শহর-বন্দর, পার্ক ইত্যাদি স্থানে বোহেমিয়ানের মতো ঘুরতে গিয়ে নতুন এক জীবনের সন্ধান পেলেন, যেখানে বীজগণিত পাটীগণিত কিংবা পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়নশাস্ত্রের কোনো বালাই নেই।

ভদ্রলোক জীবনের অঙ্ক মেলাতে পাহাড়ে গেলেন। সাঙ্গু নদীর যে অংশটি গহিন অরণ্য এবং পাহাড় ভেদ করে ভয়ঙ্কররূপে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে বসবাসরত পরিবারের সাথে কথা বলে দেখলেন, ওখানে ভিন্নতর এক সুখময় আবেগ রয়েছে যার সাথে বিজ্ঞানের বা প্রচলিত ধর্মের কোনো সংযোগ নেই। কেবল মানবতা ও আত্মার বন্ধন দ্বারাই হাজার হাজার মানুষ পৃথিবীর কঠিনতম প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে দিব্যি সময় পার করে দিচ্ছে এবং সন্তুষ্টচিত্তে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রতি তাদের কোনো ক্ষোভ নেই- নেই কোনো অভিযোগ। তারা কোনো অঙ্ক বোঝে না, কবিতা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। কেবল মাথার ওপর যেদিন ভরা পূর্ণিমার চাঁদ দোল খায় সে দিন তারা খুব করে দেশী মদ খেয়ে জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনীর সাথে নতুন মাত্রার রসায়ন ঘটানোর জন্য সাঙ্গু নদীর জোয়ারের মতো উত্তাল হয়ে ওঠে।

পাহাড় ছেড়ে ভদ্রলোক সমুদ্রের কিনারে জেলে পল্লীতে গেলেন। পচা শুঁটকি এবং জলদস্যুদের কাহিনী শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, তার জ্ঞান এতদিন অসম্পূর্ণ ছিল এবং হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞান বা অঙ্কের সূত্র দ্বারা তা পূরণ করা সম্ভব নয়। বরং তার ভেতরে এক ধরনের অনুশোচনা দেখা দিলো এই কারণে যে, তিনি এতদিন ধরে জীবনের অঙ্ক মেলানোর জন্য মূলত নিজেকে একটি শিকল দ্বারা আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন এবং শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে নিজের তৈরি কারাগারে আবদ্ধ থেকে মুক্তির গান গাচ্ছিলেন। তিনি অনুধাবন করলেন যে, এই পৃথিবীর কোনো পদার্থই চিরঞ্জীব নয় এবং কেউ কারো জন্যই অপরিহার্য নয়। সুখ-শান্তি এবং সম্পর্ক আপেক্ষিক এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সময়ের প্রয়োজনে সম্পর্ক যেমন তৈরি হয়, আবার সময়ের তোড়ে সম্পর্কগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে কোনোভাবেই আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক তার জীবন সায়াহ্নে এসে জীবনের জন্য নতুন করে অঙ্ক বিজ্ঞান রচনার খোঁজে রমনা পার্কে গিয়ে যে কান্ড ঘটালেন তা শুনলে আপনারা অবাক না হয়ে পারবেন না। সম্প্রতি তিনি দূরের জিনিস বিশেষ করে বড় বড় গাছের মগডালে বসে থাকা পাখপাখালি দেখার জন্য একটি ছোট অথচ শক্তিশালী দূরবীণ ক্রয় করেছেন। সেটা নিয়ে পার্কের নির্জন স্থানে গিয়ে বেঞ্চের ওপর শুয়ে তিনি পাখি, কাঠবিড়ালি দেখার পাশাপাশি দূর আকাশের কিছু নক্ষত্রও দেখতে পান। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি দৈনিক কয়েক ঘন্টা ব্যয় করেন। তার এই অদ্ভুত কান্ড দেখার জন্য কিছু ছিন্নমূল কিশোর-কিশোরী, কয়েকটা পাগল, একটা পাগলী এবং কিছু নেড়ি কুকুর প্রায়ই জটলা করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তিনি যেভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উর্ধ্বলোকে তাকিয়ে থাকেন একইভাবে মর্ত্যরে প্রাণীগুলোও কোনোরকম শব্দ না করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি দূরবীণ থেকে চোখ ফিরিয়ে যখন তাদের দিকে তাকান তখন মনে হয় পৃথিবীতে এই প্রাণীগুলোর চেয়ে আপন কেউই নেই।

রমনা পার্কে তাকে নিয়ে যারা জটলা করে তাদের সবার সাথে নিদারুণ খাতির হয়ে যায়। তিনি মানুষের জন্য বাদাম এবং অন্যান্য প্রাণীকে পাউরুটি কিনে দেন প্রায়ই। ফলে পাখিরা গাছ থেকে নেমে আসে, কাঠবিড়ালি লাফ দিয়ে তার কোলে ওঠে যায় এবং কিশোর-কিশোরীরা তার মাথায় উকুন আছে কি না তা পরীক্ষা করে। অন্য দিকে পাগল তাকে নানারকম পরামর্শ দিয়ে তার মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে। একদিন এক পাগল বলল, দুনিয়া কিয়ামত হবে। ভদ্রলোক হেসে বললেন, কেন! পাগল বলল, ওই পাগলী আপনারে বিয়া করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। দেখেন না, সে আপনার কাছে আসে না। দূর থেকে শুধু আপনাকে দেখে আর খিলখিল করে হাসে। ভদ্রলোক পাগলীকে কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাছে আসো না কেন? পাগলী বলল ভয় করে। আপনি বন্দুক চোখে লাগিয়ে থাকেন কেন। ভদ্রলোক পাগলীর কথা শুনে এত জোরে হেসে উঠলেন যা তিনি কোনোকালে করেননি। তিনি পাগলীর হাতে শখের দূরবীণটি দিলেন। পাগলী দূরবীণ দিয়ে আকাশ দেখল। পাগলও দূরবীণটি দিয়ে আকাশ দেখার পর কিশোর-কিশোরীরা সুযোগ পেল। ছোট একটি দূরবীণ জ্যৈষ্ঠ মাসের উত্তপ্ত বিকেলে কতটা শীতল হাওয়ার পরশ দিতে পারে তার হিসাব করতে গিয়ে ভদ্রলোক দেখলেন, তার জীবনের অঙ্ক চমৎকারভাবে মিলে গেছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

আবেদনের ২৪ ঘণ্টায় মিলবে ওমরাহ ভিসা

(প্রথম পাতার পর)

অনলাইনের মাধ্যমে যেকোনো মুসল্লি ব্যক্তিগতভাবে ওমরাহ ভিসার আবেদন করতে পারবেন। নতুন এই প্রক্রিয়ায় আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওমরাহর জন্য ভিজিট ভিসা ইস্যু করা হবে। খবর সৌদি গেজেট এর। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তৌফিক আল-রাবিয়াহ জানিয়েছেন, আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভিজিট ভিসা দেওয়া হবে। সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য হচ্ছে, বৃহত্তর সংখ্যায় ওমরাহ পালনে ইচ্ছুক মুসল্লিদের জন্য সৌদিতে অভ্যর্থনা সহজতর করা। তিনি আরও বলেন, ওমরাহ ভিসার জন্য আবেদনপত্র সৌদি আরবের বাইরে থেকে ব্যক্তিগতভাবে সাবমিট করা যাবে। ওমরাহ পালন করতে সৌদি আরবে আসা সকল মুসল্লি কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই সৌদি আরবের যেকোনো অঞ্চলে যাতায়াত বা ভ্রমণ করতে পারেবন।

সরকারের পদক্ষেপের পরও বাংলাদেশে হামলা-সংঘাত ঘটেছে

(প্রথম পাতার পর)

সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (২ জুন) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রকাশিত ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এমনটা বলা হয়েছে। দুই হাজার পৃষ্ঠার বেশি কলেবরের ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ১৬ পৃষ্ঠার একটি পর্যালোচনা রয়েছে।

প্রতিবেদনের ওই পর্যালোচনায় বলা হয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন বারবার বলছেন, ভূমি বিরোধের জেরে তাঁদের বলপূর্বক পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ ও জমি কেড়ে নেওয়া প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকা কার্যকর ছিল না।

আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন আনুষ্ঠানিকভাবে ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। বৈশ্বিক ওই প্রতিবেদন প্রকাশের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ দূত রাশাদ হুসাইন। তাঁরা দুজন এবারের প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, 'বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশ ও অঞ্চলের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এবারের প্রতিবেদনে বেশ কিছু দেশের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এ জন্য ওই সব দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ এবং দেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে যে আমাদের অনেক কাজ করার বাকি, সেটিও প্রতিবেদনে দুর্ভাগ্যজনকভাবে উঠে এসেছে।'

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনের শুরুতে বলা হয়েছে, সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেও বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সমুন্নত রেখেছে। গত বছরের ১৩ থেকে ২৪ অক্টোবর সহিংসতায় মুসলমান, হিন্দুসহ বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান। সরকার ওই হামলার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সহায়তা সহযোগিতা, অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং ২০ হাজারের বেশি লোকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে।

প্রতিবেদনে, গত বছর ধর্মীয় ইস্যুতে তিনটি 'হাইপ্রোফাইল' মামলার রায়ের কথা রয়েছে। এর একটিতে একজন প্রকাশককে হত্যার দায়ে ৮ জঙ্গির, বাকি দুটিতে ৫ ও ১৪ জঙ্গির ফাঁসির আদেশের প্রসঙ্গগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া বছরজুড়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া, গুজব ছড়িয়ে হামলা, ধর্মীয় কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের তথ্যও তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বছরজুড়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, দূতাবাস প্রতিনিধি ও পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের সদস্য ও ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক এবং বিবৃতিতে ধর্মের নামে সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধিকার এবং সহনশীলতার পরিবেশ গড়ে তুলতে তাঁরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারতেও আমরা ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা হতে দেখছি।' তিনি বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে পিছু হটা অনেক দেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারগুলোকে অবশ্যই এসব বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ হতে হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, কোনো সরকার তার নাগরিকদের অধিকার ও সুরক্ষা না দিলে সেখানে অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। বিশ্বের অনেক দেশের সরকার তাদের নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারছে না। তিনি রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার বাহিনীর ও জিনজিয়াংয়ে উইঘুরদের ওপর চীন কর্তৃপক্ষের 'গণহত্যার' প্রসঙ্গ টানেন।

বিশেষ দূত রাশাদ হুসাইনও গণহত্যার ক্ষেত্রে চীন ও মিয়ানমারের উদাহরণ দেন। চীনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ বিষয়ে সব তথ্যপ্রমাণ আছে। মিয়ানমারের পরিস্থিতি নাজুক হয়ে আছে। সেখানে নৃশংস অপরাধের বড় ঝুঁকি আছে।

কানাডায় ইতিহাস গড়লেন ডলি

(প্রথম পাতার পর)

আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। সহায়তা দিয়েছেন। এ কারনেই আমি রাজনীতিতে কিছু করতে পারছি। এদিকে প্রভিন্সিয়াল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন আরও দুই বাংলাদেশী কানাডিয়ান প্রার্থী। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফারহিন আলিম ইটোবিকো-লেকশোতে নির্বাচনী লড়াই করেছেন। তিনি এনডিপির প্রার্থী। তাঁর প্রাপ্ত ভোট আট হাজার ৫৯৫। তিনি তার আসনে তৃতীয় হয়েছেন। এছাড়া ওকভিল নর্থ বারলিংটন থেকে লিবারেল পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কানিজ মৌলি। তিনি ১৫ হাজার ৭৬২ ভোট পেয়েছেন। বিজয়ী কনজাভেটিভ পার্টির প্রার্থীর চেয়ে পাঁচ হাজার ভোট কম পেয়েছেন তিনি।

এদিকে বৃহস্পতিবার (২ জুন) রাতে (কানাডার টরন্টোর স্থানীয় সময়) অন্টারিও প্রদেশের স্কারবো সাউথওয়েস্ট আসন থেকে তার নির্বাচিত হওয়ার খবর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। রাজ-নীতিবিদ ডলি বেগম মৌলভীবাজারের স্থানীয় মনুমুখ বাজরাকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষে মনুমুখ পিটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করেন। ২০১২ সালে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন থেকে উন্নয়ন, প্রশাসন ও পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেন। পড়ালেখা শেষ করার পর সিটি অব টরেন্টোতে প্রায় ১০ মাস কাজ করেন। তিনি রিচার্স অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন দ্য সোসাইটি অব এনার্জি প্রফেশনালসে।

ডলির জন্ম হরিণাচং গ্রামে। ডলির শৈশব কেটেছে বাজরাকোনা আর হরিণাচং নামের দুই গ্রামে। দুই গ্রামের দূরত্ব মাত্র এক ঘণ্টার পথ। নিজের শৈশব নিয়ে বললেন, শৈশবের স্মৃতিগুলো এখনও চকচকে। বাজরাকোনা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু। বিদেশে আসার সময় ডলি নামটাই ছিল পাসপোর্টে। আমার সব সময়ের সহপাঠী ছিল কলি। বয়সে আমার চেয়ে ১৬ দিনের বড় হবে। ওর আকস্মিক মৃত্যুতে ঘুমোতে পারিনি অনেক রাত। তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। মনুমুখ পিটি হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলেও বেশি দিন পড়া হয়নি। চলে আসতে হয় কানাডায়। কানাডায় এসেই সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন বাবা রাজা মিয়া। প্রবাস জীবনের শুরুতেই কঠিন হোঁচট। সংসারে নেমে এল টানাপোড়েন। তাতে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেননি মা জবা বেগম। ভাই মহসিন মিয়া। ডলির চেয়ে আড়াই বছরের ছোট। তিনি এখন হোটেল ও আবাসন খাতে কাজ করেছেন।

এমন বাস্তবতা থেকেই বাজরাকোনা গ্রাম থেকে আসা কিশোরী ডলি গড়লেন নতুন ইতিহাস। ২০১৮ সালের ৮ই জুন কানাডার অন্টারিও প্রদেশের প্রাদেশিক নির্বাচনে স্কারবরো সাউথ ওয়েস্ট আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন ডলি বেগম। কানাডার রাজনীতিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কারও এমন সাফল্যের ঘটনা এটাই প্রথম। টরেন্টো ইউ-নিভার্সিটি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে উন্নয়ন, প্রশাসন ও পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর। তার গবেষণার বিষয় ছিল বাংলাদেশ। অন্টারিও প্রাদেশিক ক্যাম্পেইন সমন্বয়ক হিসেবে সরব ছিলেন কিপ 'হাইড্রো পাবলিক' প্রচারাভিযানে। প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়নে। সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ, অন্টারিও ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, সিটি অব টরন্টো স্পটলাইটসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন নিজের সামাজিক কাজের জন্য। এসব সাফল্যকে বুকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চান ডলি বেগম।

গণপরিবহনে ৬৩.৪ ভাগ তরুণী হয়রানির শিকার হয়

(প্রথম পাতার পর)

সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করে বলা হয় যে তাদের পরিচালিত জরিপে ৪৬.৫ শতাংশ বলেছেন যে তাদেরকে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। ১৫.৩ শতাংশ বুলিং, ১৫.২ শতাংশ সামাজিক বৈষম্য, ১৪.৯ শতাংশ লিঙ্গ বৈষম্য এবং ৮.২ শতাংশ বডি শেমিং-এর মতো হয়রানির শিকার হয়েছেন। ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. মো. ইসমাইল হোসাইন, ঢাকা আইনজীবী সমিতির ব্যারিস্টার শাইখ মাহদি এবং আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তানসেন রোজ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আঁচল ফাউন্ডেশন এবার শুধু ঢাকাস্থ কিশোরী ও তরুণীদের নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। এতে কিশোরী এবং তরুণীরা ঢাকা শহরের গণপরিবহনে কোন ধরনের হয়রানির শিকার হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যে এর কী প্রভাব তা খুঁজে বের করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। গবেষণায় ঢাকায় বহুল ব্যবহৃত গণ-পরিবহনগুলোর মধ্যে বাস, ট্রেন, লেগুনা, রাইড শেয়ারিং ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের এই ডাটা সংগ্রহের জন্য অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে। ঢাকা শহরের আজিমপুর, মিরপুর, গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বারিধারাসহ বিভিন্ন এলাকার তেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের নারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এতে বলা হয়, সমীক্ষায় অংশ নেয়া ৩৩.২ শতাংশ কিশোরী ও তরুণী জানিয়েছেন যে তারা দিনে অন্তত ৩ থেকে ৪ ঘন্টা গণ-পরিবহনে ব্যয় করেন। ৩২.৫ শতাংশ অন্তত ১ থেকে ২ ঘন্টা সময় গণপরিবহনে অতিবাহিত করেন। ২৪.৭ শতাংশ ১ ঘন্টার কম এবং ৫.৮ শতাংশ ৪ ঘন্টার বেশি সময় গণপরিবহনে ব্যয় করেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র বা বিবিধ কাজে যাতায়াতের প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৯.৪৪ শতাংশ গণপরিবহনে এবং ৬.৫৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যানবাহনে আসা যাওয়া করেন। এছাড়াও ২.৭৩ শতাংশ চলাচলের জন্য ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার করে থাকেন। গণপরিবহনে চলাচলকারীদের ৮৪.১০ শতাংশ বাসে চলাফেরা করেন, ৪.৫৮ শতাংশ ট্রেন বা রেলে যাতায়াত করেন, রাইড শেয়ারিংয়ে যাতায়াত করেন ১.৫৩ শতাংশ এবং সিএনজি ব্যবহার করেন ৩.২৭ শতাংশ।

জরিপের উপাত্ত অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গত ছয় মাসে ৬৩.৪ শতাংশ কিশোরী ও তরুণী গণপরিবহনে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৪৬.৫ শতাংশ বলেছেন তাদেরকে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। ১৫.৩ শতাংশ বুলিং, ১৫.২ শতাংশ সামাজিক বৈষম্য, ১৪.৯ শতাংশ লিঙ্গ বৈষম্য এবং ৮.২ শতাংশ বডি শেমিং-এর মতো হয়রানির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন বলে জরিপে উঠে এসেছে। জরিপে গণপরিবহনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে যৌন হয়রানির শিকার হওয়া।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, যৌন নিপীড়নের শিকার নারীদের ৭৫ শতাংশ জানিয়েছেন যে তাদেরকে অন্যযাত্রীদের মাধ্যমে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। ২০.৪ শতাংশ জানিয়েছেন, তাদেরকে হেলপারদের মাধ্যমে এই ধরণের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এছাড়াও ৩ শতাংশ হকারের মাধ্যমে এবং ১.৬ শতাংশ ড্রাইভারের মাধ্যমে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। গণপরিবহনকে অনিরাপদ করে তোলার পিছনে সবচেয়ে বড় নিয়ামক হচ্ছে সাধারণ যাত্রীরা।

বেশি হয়রানি করছেন মধ্যবয়সীরা

কারা বেশি যৌন হয়রানি করছে এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেছে ৬১.৭ শতাংশ কিশোরী ও তরুণী জানিয়েছেন যে, তারা ৪০ থেকে ৫৯ বছর বয়সীদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে, ৩৬.৩ শতাংশ জানিয়েছেন যে, তারা কিশোর ও যুবক অর্থাৎ ১৩ থেকে ৩৯ বছর বয়সীদের মাধ্যমে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। নিপীড়নের ক্ষেত্রে মধ্যবয়সীরা এগিয়ে থাকলেও কিশোর তরুণদের মাধ্যমে এই হারটা কম নয়।

গণপরিবহনে কিশোরী ও তরুণীদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৬০.৯ শতাংশ জানিয়েছেন বাসে ওঠা-নামার সময় অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও হেলপাররা স্পর্শ করেছে। ২৪.৬ শতাংশ নারী জানিয়েছেন তাদেরকে গত ছয় মাসে অন্তত তিন বার এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। নারী যাত্রীদের উঠানোর ক্ষেত্রে হেল্পারদের বাস থেকে নেমে যাওয়া আবশ্যক হলেও তাদের মাধ্যমে হয়রানির শিকার হওয়ার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান।

গণপরিবহনে কোন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে সে বিষয়ে ১১.৯ শতাংশ অংশগ্রহণকার জানিয়েছেন, গণপরিবহনে চলাচলের সময় তাদেরকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করা হয়েছে। ৩০.৮ শতাংশ কিশোরী ও তরুণী জানিয়েছেন যে গণপরিবহনে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও অন্য যাত্রীরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ইচ্ছাকৃতভাবে হালকাভাবে স্পর্শ করে গেছেন ১৭.৯ শতাংশকে। এছাড়াও ১৪.২ শতাংশ ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কার শিকার হয়েছেন। ১৩.৮ শতাংশ কিশোরী ও তরুণী জানিয়েছেন যে তারা বাজে মন্তব্যের শিকার হয়েছেন।

পরিসংখ্যান মতে, গণপরিবহনে হালকা ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কিশোরী ও তরুণীরা সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়েছেন যা ৩২.৮ শতাংশ। অতিরিক্ত ভিড় যৌন হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭.২ শতাংশের ক্ষেত্রে। বসে থাকা অবস্থায় যৌন নিপীড়নের মুখো-মুখি হয়েছেন ২২.৯ শতাংশ। গণপরিবহনে ওঠা বা নামার সময় ১১.৩ শতাংশ নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। জরিপ অনুযায়ী দেখতে পাওয়া যায় গণপরিবহনে সীটের অতিরিক্ত লোক নেয়ার ফলে যৌন হয়রানি বাড়ছে।

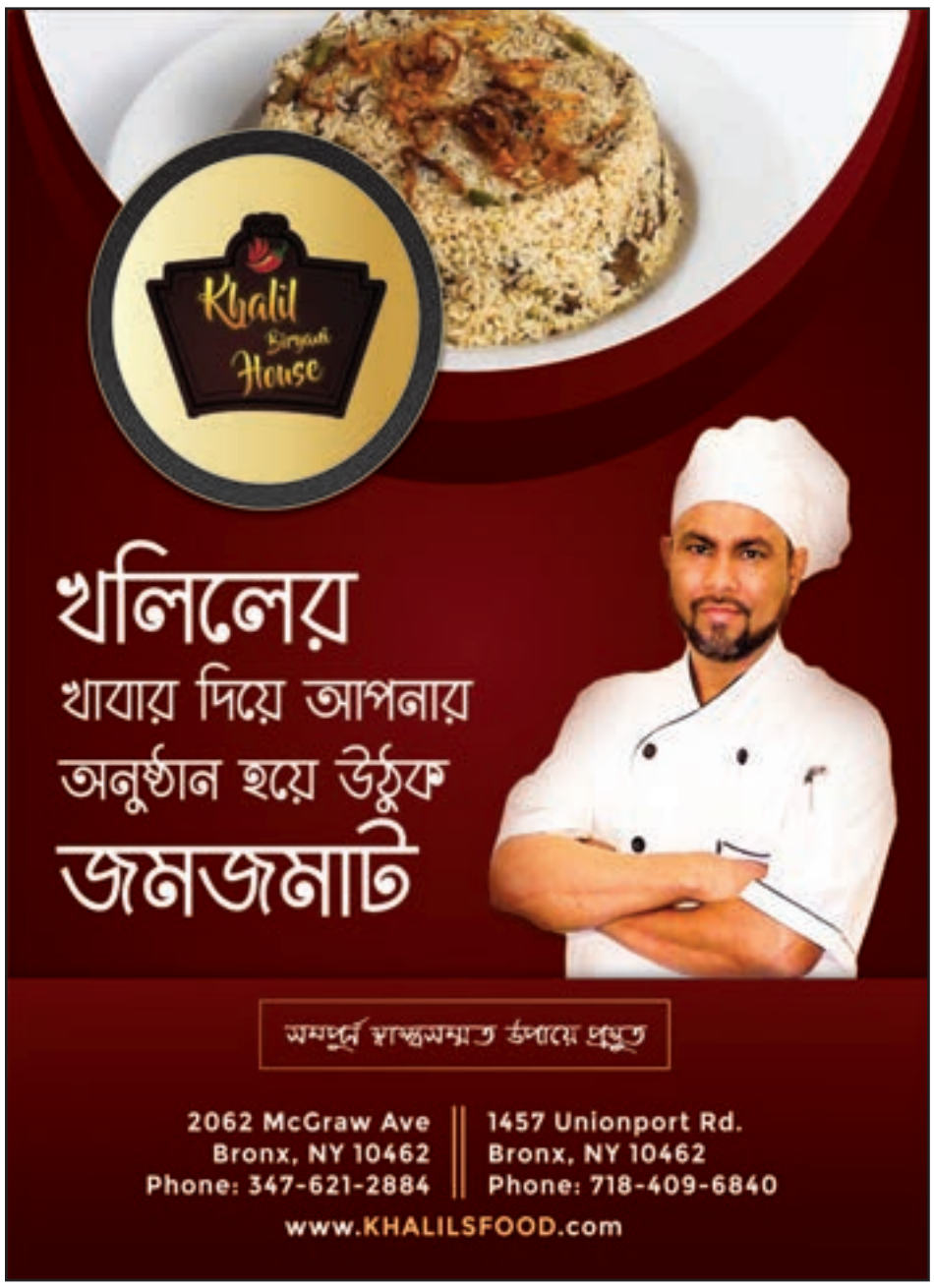
যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার পর ভুক্তভোগীদের প্রতিক্রিয়া জানতে গিয়ে দেখা যায়, ৩৪.৮ শতাংশ ভয় পাওয়ার কারণে নিরব থেকেছেন। ২০.৪ শতাংশ পরবর্তীতে উক্ত গণপরিবহন এড়িয়ে চলেছেন। ৪.২ শতাংশ পার্শ্ববর্তী সহযাত্রীদের নিকট সাহায্যের অনুরোধ করেছেন। অন্যদিকে, মাত্র ০.৫ শতাংশ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগ নিয়েছেন। কোনো অন্যায়ের শিকার হওয়ার পরও কিশোরী ও তরুণীদের কোনো ধরনের প্রতিবাদ না করার সংখ্যাটাও কম নয়। নারীদেরকে প্রতিবাদী না হতে শিখালে তাদের হয়রানির শিকার হওয়ার হার বাড়তে থাকতে পারে।

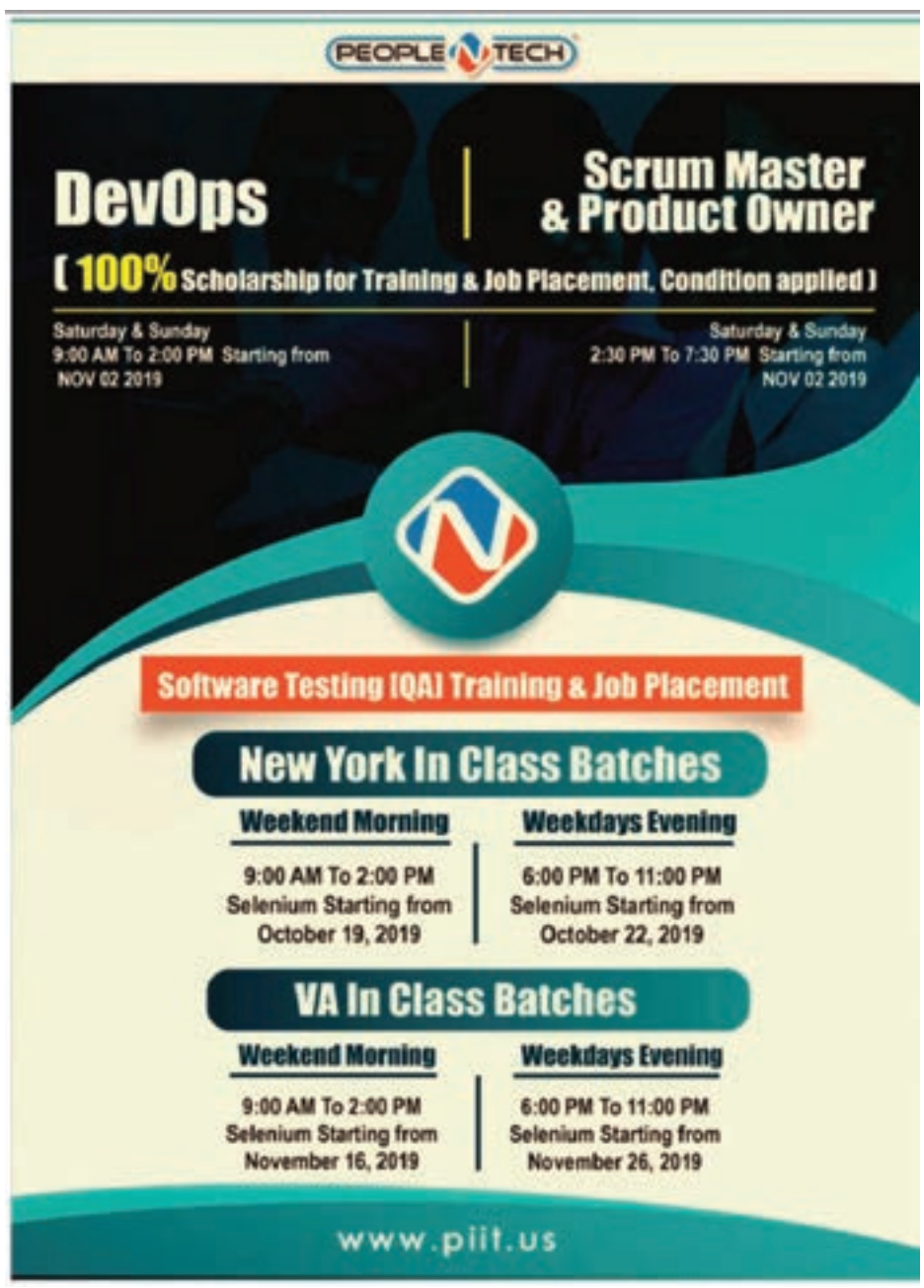
ফের কমলো টাকার মান

(প্রথম পাতার পর)

তথ্য নিশ্চিত করেছে। এর আগে সকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইউএস ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ডলারের দামে এ পরিবর্তন এলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমানোর বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে বলেন, '৮৯ টাকা ৯০ পয়সা দরে আজ ডলার বিক্রি করা হয়েছে। আগে যা ছিল ৮৯ টাকা।' ইন্টারব্যাংক রেট গত ২৯ মে প্রতি ডলার ছিল ৮৯ টাকা, গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর ছিল ৮৫ টাকা ৮০ পয়সা এবং ২ জুন ছিল


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


নিউ ইয়র্কবাসীরা কি জানতেন যে আপনাদের IDNYC এর মেয়াদ শেষ হতে পারে?
প্রেসক্রিপশন, মুদিখানার জিনিসপত্র, স্বাস্থ্য ও শারীরিক পটুতা এবং আরও অনেক কিছুতে ছাড় সহ IDNYC এর সমস্ত সুবিধা উপভোগ করে চলতে আপনার কার্ডটি অনলাইন-এ পুনর্নবীকরণ করুন!
id NYC
NYC.GOV/IDNYC



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:

40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377

Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

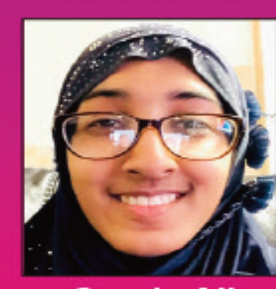


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



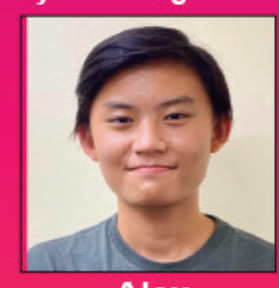
Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S



Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School

— মানুষ মানুষের জন্য —
ফিরে দাঁড়াও বাংলাদেশ

দুর্যোগে জয় করোনা
ধরো হাত একসাথে



BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

বাঁচতে হলে লড়তে হয়
যে লড়াই বাঁচার লড়াই
সে লড়াইয়ে জিততে হবে

**সিলেটের আকস্মিক বণ্যায়
ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে
আমরা দাঁড়িয়েছি,
আপনারাও দাঁড়ান।**







ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
ceo@banglacdpap.com

info@banglacdpap.com
888-212-3237 (Toll Free)
www.banglacdpap.com

সিলেটে যোগাযোগ
কবির মিঞা
০১৭১৯৩২৭৬৪০(বিকাশ)
লেইক সিটি
আখালি, সিলেট শহর

Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237 (Toll Free)

Brooklyn Office
544 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

Location



দুঃসহ সময়

ফরিদ আহমদ দুলাল

পৃথিবীর আড়ালে অনেক পৃথিবী লুকিয়ে থাকে
যেমন ছায়ার পিছে ছায়া হাঁটে সন্তর্পণ পায়,
তোমার দু'চোখে দৃশ্যমান থাকে নিজের পৃথিবী
যেখানে কেবল নিজের ছায়াটি নিজে দেখা যায় ।
প্রকাশ্যে যে ছায়া হাঁটাচলা করে পেছনে তোমার
তার মুখের মুখোশ দ্রুত দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটায়
যার ছায়ার আড়ালে জানি না তোমার পৃথিবীটা
আলটপকা কখন অন্ধকার হয়ে যায় ।

তুমি আলোর দিকেই হাঁটো প্রতিদিন
স্বপ্নের পরিকল্পনা করো যাদুস্বপ্ন ছুঁয়ে দিতে
তোমার স্বপ্নের পেছনে দুঃস্বপ্ন-ছায়া ঘুন পোকা
আদ্যপান্ত সব মনন-মনীষা খায় আচম্বিতে;
মনোলোভা টোপের আড়ালে প্রতারক বড়শির অবস্থান
অসতর্ক যে কোন সময়ে ঘাতকেরা কেড়ে নেয় বিশ্বাসীর প্রাণ;
কানাওলা ধরা এ সময়ে আজ মিথ্যার উত্থান
স্তাবকতা দিয়ে স্বার্থান্ধেরা করে অশিষ্টের জয়গান ।

ভোরের লাল

আলম মাহবুব

শীতরাত শেষে মুক্তির গান
ডানা ঝেড়ে ঘাস উড়ছে হাওয়ায়
বিচ্ছুরিত ঘামের শিশিরে ভেজা গল্প অশেষ,
ঘুম চোখে মেয়েটির মতো জেগে ওঠে ভোরের লাল ।
নদীটির মুগ্ধতায় সমস্ত বিকেল যায়
নীলিমার সন্ন্যাসে ।
তুমি তুমি খেলা করে পৃথিবীতে তিক্ততার স্বাদ বাড়ে
তিলোত্তমাও মিতভাষণে দেখায় ভোরের স্বপ্ন ।
ঘুমের জগতে শিকারীর কলরব,
হৃদয়ের গভীরে-
স্বপ্ন-ধ্বনিরা শিষ দিলে রক্ত নদীতে
সফেদ শাদা সুন্দরী রমনীরা
চাঁদ হৃদয়ের থেকে এসে ক্ষয় হয় সমুদ্র নীলে ।
গুটিয়ে নেয় প্রেম,
অনেক সফলতার পরেও হারিয়ে যায় পালকের সবুজ ।

ঈশ্বরের ডোমচিল

নুরুন্নাহার মুন্নি

পাসপোর্ট টা প্রায় রেডি হয়ে গেছে,
ভিসার নতুন ক্যানভাস অনেকটাই সিলগালা,
এখন ফসলের মাঠ জুড়ে চলছে
ধান মাড়াইয়ের পালা;
প্রাণবন্ত সরষে ছোঁয়া স্পর্শ আমার খুব মনে পড়বে,
নিয়ত সপ্তডিঙার ঢেউ খেলানো বুকের নিঃশ্বাস;
যেতে যেতে হয়তো খুব মিস করবো,
মক্কার পবিত্র ভূমির সান্নিধ্যে অথবা,
লেবাননের পথে হাঁটতে হাঁটতে-
সেন্ট কোসের ক্যাথিড্রাল হলিচার্চ
কিংবা বেলাভূমির স্মৃতির পরাগে অপেক্ষায়-
কপাল ছুঁইয়ে দিতে আকাশের বিচ্ছিন্ন গলিতে-
উড়ে যায় ঈশ্বরের ডোমচিল ।
কখন স্বাধীনতার পর্দা সরে যাবে-
অতঃপর একটি বিমানের সিঁড়ি বেয়ে
বর্ডার ক্রস করে যাব একা; শুধু ই একা,
তারপর হয়তো হাতছানি দেয়া-
নতুন জীবনের ডায়রি খোলা হবে,
আবার লেখা হবে নতুন কোন কবিতার
শান বাঁধানো বই ।

পাখিটি দেখবো বলে

মেহেদী ইকবাল

প্রজাপতি ভেঙ্গে যাচ্ছে
আর আলনা থেকে কিছু জামা হয়েছে উধাও
মোজা ছাড়াই জুতাগুলো নেমেছে রাস্তায়
কেটলীতে জলের সাথে ফুটছে চিৎকার কিছু!

দেয়ালে ক্ষতচিহ্ন
মাথা ঠুকে কেউ একজন হয়েছে রক্তাক্ত
মাঠের কোণায় আছে পড়ে
চাঁদের মতো মস্ত একটা ডিম!

পাখিটি দেখবো বলে
সেই কবে থেকে বসে আছি আমি!

যে শব্দটি হারিয়ে গেল

সুমন বনিক

মা-মাসীর মুখে গল্প শুনেছি
একদা এদেশে সম্প্রীতি নামক এক বটবৃক্ষ ছিলো ।
জৈষ্ঠের খরতাপে স্নিগ্ধ ছায়া দিতো
আষাড়ের অঝোর বর্ষণে ছাতা মেলে দিতো;
কোটি কোটি মানুষ পরম মমতায় বৃক্ষটি
বুকের গভীরে জাপটে রাখতো
ভালোবাসায়-প্রেমে-প্রণয়ে ।

আমি বড়া হতে-হতে দেখলাম,
বৃক্ষটির ছাল-বাকল উপড়ে গেছে
শীর্ণকায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ন্যুব্জ ভঙ্গিমায় ।
কেউ আর ওর তলায় এসে বসে-নয়-আগের মতো ।

আজ সকালে ঘুমচোখে অভিধানের পাতা খুঁজে দেখি;
উইপোকা খেয়ে ফেলেছে সম্প্রীতি শব্দটি!

শব্দের ঘুঙুর

তাজুল নূর

আমার কেবলি আঙুল ফসকে বেরিয়ে যায় জীবন
যৌবন আনন্দ আর আরাম ।
পাথরের মতোন সুস্থিত হতে পারি না আর
পালের গোদার মতো তাই সাথে নিয়ে ঈষৎ বিক্ষিপ্ত হাহাকার
আমি তো হেঁটে যাই বহুদূর, হেঁটে যাই খুঁজে নিতে
জীবনের অদ্ভুত ঘোর
অদ্ভুত কিছু কথা শব্দের ঘুঙুর ।

বিবর্ণ, অথবা আত্মচিৎকার!

মোহাম্মদ শামছুজ্জামান

প্রজাপতি ঢংয়ে না উড়লে
বৃন্তহীন মধুভঞ্জন না হলে
কীভাবে চিনবে রঞ্জন ফুল!
পানিতে ডুব না দিলে
সাঁতরে লালচোখা না হলে
কীভাবে চিনবে অশ্রু চোরাচোখ!

প্রদোষে আকাশ শুধু মোহনীয় কালিমঠোঁটা নয়
বন্ধ্যাদিনের আগুনপোড়া শবদেহের ঘ্রাণ
টুকরো টুকরো ভেসে রয় ।
কোন ঘ্রাণে শুধু শুধু আবার জেগেওঠা
ফুটন্ত রসে কড়াইয়ের মাঝে!
আপন চরাচর জাগে বুদ্ধধ্যানে
হাতের মুদ্রায় বহুরূপী কোন রঙ সাজে!
আরক্ত পাপড়ি মুদে তুমি কীভাবে জানবে হৃদয় তাল!

তারপরও পাতাল ফুড়ে ওঠে নিজেল জল
কেঁপে ওঠে অর্ণপূর্ণার শ্বেতস্রোত
যেন জন্মথলির আজন্ম ঢল!
ডুব দিয়ে ভেসে উঠি কোন ভূতলে!
দিগন্তে ঝোলানো আনকা ঘাসরঙ
আর মানুষের অশ্রুহীন আত্মচিৎকার ।

আমার কবিতা

তোফায়েল তফাজ্জল

শিল্পীপাখি থেকে কবিতার
কলাকৌশল বা নিপুণতা ধার করি
খানিকটা কানামাছি খেলার আড়াল বেছে নিয়ে ।
ছোঁয়াছুঁয়ি, গোলক নিক্ষেপ, হা-ডু-ডু, ক্রিকেট মাঠে
ঘুড়ির সুতোয় রঙ-বেরঙের দিনকে উড়িয়ে
দড়ি টানাটানি, দড়ি লাফ, গোল্লাছুটের কথাও মনে রেখে ।

ছন্দ ঋণে : বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্য, পাখপাখালির
পায়ের জাদু ও উড়ে যাওয়া বা পালক খোঁটাখুঁটি,
ফড়িঙের লাফালাফি বা ওড়াল- নাচানাচি; জাতীয় পাখির লেজ নাড়া,
অবারিত মাঠে সবুজ চুলের নড়াচড়া, নদীর চলার গতি,
তালি বাজিয়ে বাজিয়ে যাওয়া কিংবা ফিরে আসা ঢেউ,
রংধনুর সাত রঙা ফিতা, ঝরনার কোমর দোলানো ইত্যাদি ।

মৌমাছির মৌ সংগ্রহ পূর্ণ প্রবণতা অক্ষুণ্ন রেখেছি পংক্তিতে পংক্তিতে ।
নিবিড়ে রয়েছে জিভ সহনীয় ঠান্ডা ও গরম,
ঝাল, টক-ঝাল, ক্ষার, চিরতা-গুলঞ্চ স্বাদুতাও ।
বলেছি আড়মোড়া দিতে অলসকে, গর্তে পড়াকে ওপরে উঠতে,
বাধা-বিঘ্নের পাহাড় পেরিয়ে ভয়ের অজগর
বা কোটি সিংহের তর্জন-গর্জনে রত থাকা অর্ণবকে দেখাতে বাঁ-হাত ।
ফুলের দিকেও ডাকা হয়েছে পাখিকে
বা সৃষ্টি করা হয়েছে চুম্বক ও লৌহ কণার আকর্ষণ ।
বোনাস হিসেবে রসালো মিষ্টির সেরা উপাদানে গঠিত হয়েছে শরীর ।
পাঠক, লেহনে পাবে সে রকম রসনেন্দ্রিয়- এটাই প্রত্যাশা ।

যে কারণে মাঙ্কিপক্স আর কোভিড এক নয়

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুন : মাঙ্কিপক্স ছড়িয়ে পড়ার খবর প্রথম যখন পাওয়া গেলো তখন অনেকেই কোভিডের প্রথম দিনগুলোর কথা মনে করেছেন। কোভিড যখন প্রথম ধরা পড়লো তখনও এ ধরনের খবর আসতে শুরু করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোভিড রোগী সনাক্ত হলো। স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো রোগের পেছনে থাকা ভাইরাস খুঁজে বের করলো এবং এর সংক্রমণ ঠেকাতে নানা নির্দেশনা জারি করা হলো।

এর দুই বছরেরও বেশি সময় পর মাঙ্কিপক্স নিয়েও একই আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে। ২০২০ এর প্রথমে বিশ্বের মানুষের যে দুর্দশার অভিজ্ঞতা রয়েছে তা আবারও নারাচারা দিয়ে উঠছে। মাঙ্কিপক্সই কোভিডের মতো নতুন মহামারি হয়ে উঠবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এরইমধ্যে বিষয়টি নিয়ে মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন। এটি কোনো কোভিড বা মহামারি নয়। এ নিয়ে এতো উদ্বেগেরও কিছু নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি'র ডেপুটি পরিচালক জেনিফার ম্যাককুইস্টনও সেই কথাই বললেন। গত সপ্তাহে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি দেশের মানুষদের মাঙ্কিপক্স নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ নিয়ে যে উদ্বেগ ছিল মাঙ্কিপক্স নিয়ে সেরকম উদ্বেগের কিছু নেই। যদিও কোভিড যখন প্রথম ছড়িয়েছিল, তখনও রাষ্ট্রনেতারা একই রকম আশার কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু মাঙ্কিপক্স এবং কোভিডের মধ্যে পার্থক্য এতটাই বেশি যে সেই কথা ভেবে কোভিডের মতো উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, মাঙ্কিপক্স কোভিডের মতো এত সহজে ছড়াতে পারে না। দুটি মানুষ যখন একদম কাছাকাছি অবস্থান করে তখন এই রোগ ছড়ায়। একই জামাকাপড় পরলে কিংবা একই খাটে ঘুমালে এটি ছড়াতে পারে। কিন্তু কোভিডের মতো সহজেই এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে না। তাছাড়া, মাঙ্কিপক্স কোভিডের মতো গুরুতর রোগও না। এর উপসর্গগুলো বেশ নিরীহ। এখনও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর রেকর্ড নেই।

কোভিড আক্রান্তদের সনাক্ত করা ছিল এই মহামারির সবথেকে কঠিন বিষয়। বেশিরভাগ কোভিড আক্রান্তের কোনো উপসর্গই ছিল না। ফলে তারা না জেনেই আসেপাশের মানুষদের আক্রান্ত করেছিলেন। কিন্তু মাঙ্কিপক্সের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই। সহজেই একজন পক্সে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব। যিনি আক্রান্ত, তিনিও সাবধান হতে পারেন দ্রুত। উন্নত দেশগুলো সহজেই এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তবে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য তা তুলনামূলক কঠিন হতে পারে।

মাঙ্কিপক্স কোনো নতুন রোগ নয়। এটি বহু যুগ ধরেই পরিচিত। যদিও কখনও বড় মাত্রায় ছড়িয়ে পরেনি। গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন দিয়েই এই রোগ ঠেকানো সম্ভব। গবেষণা বলছে, যাদের গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন দেয়া আছে তাদের মাঙ্কিপক্স হওয়ার ঝুঁকি ৮৫ শতাংশ কম। আর এই রোগের ভাইরাস কোভিডের মতো এত দ্রুত বিবর্তিত হতে পারে না। তাই মাঙ্কিপক্স সংক্রান্ত খবর পড়ে কারও যদি ২০২০ সালের কথা মনে পড়ে যায়, তাহলে তাদের সেই উদ্বেগ মাথা থেকে সরিয়ে ফেলা উচিৎ।

যুক্তরাষ্ট্রে এবার হাসপাতালে বন্দুকধারীর হামলা, নিহত ৪

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমায় একটি হাসপাতালের ক্যাম্পাসে বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

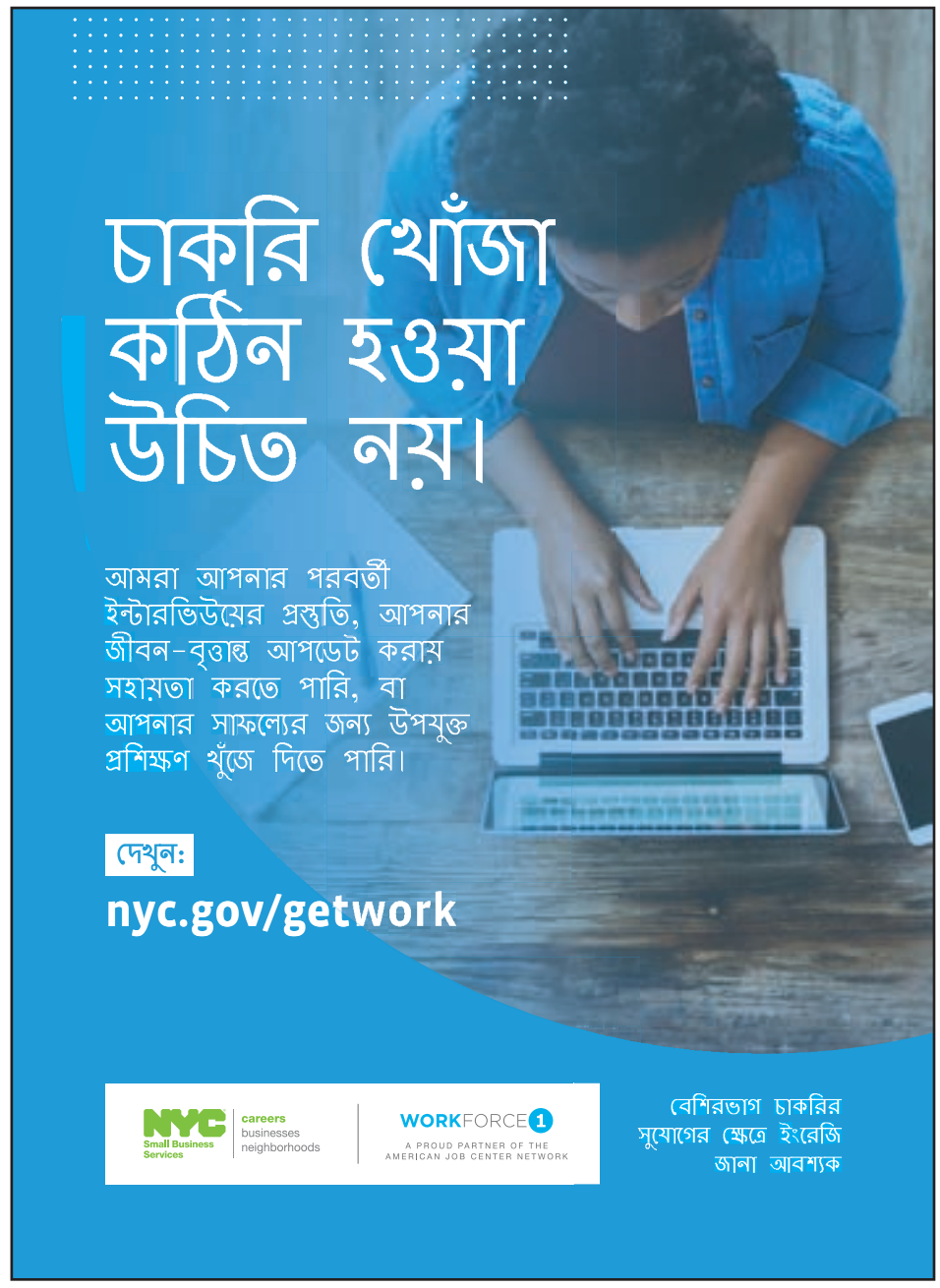
বুধবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির পুলিশ জানিয়েছে। খবর সিএনএনের।

পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকধারীও নিহত হয়েছে। তিনি সম্ভবত আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে হামলাকারী বা হতাহতদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

পুলিশ জানায়, ওকলাহোমার তুলসার হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বন্দুকধারীর গুলিতে চারজন নিহত হওয়া ছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে তাদের কারও অবস্থা মারাত্মক নয়।

পুলিশ জানায়, সেন্ট ফ্রান্সিস হাসপাতাল ক্যাম্পাসের নাট-ালি মেডিক্যাল বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে স্থানীয় সময় বুধবার ৪টা ৫০ মিনিটে হামলা হয়।

ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি রাইফেল ও একটি হ্যান্ডগান উদ্ধার করেছে। হামলাকারী দুটি অস্ত্রই ব্যবহার করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।



২০২২
সালের প্রাথমিক নির্বাচন

এই বছর, নিউ ইয়র্ক শহরে দুইটি প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে: জুন এবং অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন ভোট দেয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, অগ্রিম ভোট দিন!
- ভোট দেয়ার জন্য আরও নয়টি দিন রয়েছে
- ভোট দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও ভোট দিতে পারবেন
- দ্রুত চেক ইন করার জন্য আপনার ফাস্ট পাস ট্যাগটি সাথে করে নিয়ে আসুন

আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা এবং ভোট দেয়ার সময়সূচী জানার জন্য **VOTE.NYC** দেখুন অথবা **866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন

জুন মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৮ জুন থেকে ২৬ জুন, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৮ জুন, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:
- গভর্নর
- লেফটেন্যান্ট গভর্নর
- স্টেট অ্যাসেম্বলি
- বিচারক
- দলীয় পদ

অগাস্ট মাসের প্রাথমিক নির্বাচন

অগ্রিম ভোট: ১৩ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট, ২০২২

নির্বাচনের দিন: ২৩ অগাস্ট, ২০২২

যে সকল পদ এবং অফিসের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে:
- কংগ্রেস প্রতিনিধি
- স্টেট সিনেটর

VOTE NYC Board of Elections City of New York



জনি ডেপের সাবেক স্ত্রীকে দেড় কোটি ডলার জরিমানা

বিনোদন ডেস্ক: সাবেক স্ত্রীর বিরুদ্ধে করা মানহানির মামলায় জিতেছেন হলিউড তারকা জনি ডেপ।
আদালত তার সাবেক স্ত্রীকে ১৫ মিলিয়ন বা দেড় কোটি ডলার অর্থদন্ড দিয়েছেন। খবর বিবিসি'র।
মাত্র ১৫ মাস সংসার করে ২০১৬ সালের মে মাসে বিচ্ছেদের আবেদন করেন হলিউড তরকা দম্পতি জনি ডেপ ও আম্বার হার্ড।
স্ত্রী আম্বারের অভিযোগ ছিল, জনি তাকে শারীরিক, মানসিক ও মৌখিকভাবে নির্যাতন করেছেন। ডেপ সেসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২০১৮ সালে সেই নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট-এ একটি উপসম্পাদকীয় লেখেন আম্বার হার্ড।
স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, পত্রিকায় এ নিয়ে নিবন্ধ লেখায় সাবেক স্ত্রীর নামে ৫০ মিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা করেছেন পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান তারকা জনি ডেপ। পরে হার্ড উল্টো ১০০ মিলিয়ন ডলার মানহানির মামলা করেন জনির বিরুদ্ধে। গত ৩১ মে মঙ্গলবার মামলার শুনানি শুরু হয়। পাবলিক ফিগার হয়েও নিজেকে স্বামীর নির্যাতনের শিকার বলে দাবি করেন হার্ড। সেখানে তিনি লেখেন, 'নির্যাতনের অভিযোগের পরও প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে অভিযুক্ত পুরুষদের রক্ষা করে, বাস্তব জীবনে সেটা দেখার বিরল সুযোগ আমার হয়েছিল।' যদিও সেখানে তিনি তার সাবেক স্বামীর নাম উল্লেখ করেননি। তবু জনি ডেপ লেখাটির কারণে তার ক্যারিয়ারে ক্ষতি হয়েছে দাবি করে হার্ডের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন।পরে আদালত জনির পক্ষে রায় দেন।

ঘুম না এলে গাঁজা সেবন করতেন আরিয়ান, স্বীকার করেন নিজেই!

বিনোদন ডেস্ক: ২০১৮ সালে আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিলেন বলিউড তারকা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। সেখানে ছিল নতুন পরিবেশ। পরিবার, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে রাতে ঘুম আসত না তার। তাই গাঁজা সেবন করতেন আরিয়ান।



স্থানীয় এক সরবরাহকারীর থেকে গাঁজা আনিয়ে দিতেন আরিয়ানের বন্ধু আচিত। তবে সরবরাহকারীকে নাকি চোখেই দেখেননি কোনো দিন তিনি। কেন্দ্রীয় মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনসিবি) চার্জশিটে এমনই বয়ান ছিল শাহরুখপুত্রের। আরিয়ানের দাবি, ইন্টারনেট ঘেঁটে জেনেছিলেন ঘুম না এলে এই পন্থা নেওয়া যেতে পারে। তা নিয়ে অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডের সঙ্গে আরিয়ানের হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনও প্রকাশ্যে এসেছিল। শাহরুখপুত্র নিজেও জেরার মুখে স্বীকার করেন– ঘুম আনার জন্য গাঁজা সেবনের বিষয়টি তিনি অনন্যাকে বলেছিলেন।
এদিকে এনসিবি-তদন্তের সময় অনন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি স্পষ্টই তা এড়িয়ে যান। বলেন, ওটা তো মজা করছিলাম আমরা। আরিয়ান যদি বলে থাকে, মিথ্যা বলেছে। এ রকম কিছু ও আমায় বলেনি।
২০২১ সালের অক্টোবরে যে দিন মুম্বাইয়ের প্রমোদতরী থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আরিয়ান ও তার সঙ্গীদের, গোটা ভারতে সমালোচনার ঝড় বইছিল কিং খান ও তার ছেলেকে নিয়ে। প্রায় এক মাস জেলে কাটিয়ে জামিনে ছাড়া পান আরিয়ান। তার সঙ্গী, বন্ধু আরবাজ মার্চেন্টের সরঞ্জাম তল্লাশি করে সামান্য গাঁজা পাওয়া যেতেই দুয়ে দুয়ে চার করা হয়েছিল।
যদিও পরে জানা গেছে, সেই গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে তারা সঙ্গে নেননি। এমনকি আরিয়ান সেবন করবেন বলেই যে গাঁজা সঙ্গে রেখেছিলেন আরবাজ, এমনটিও প্রমাণিত হয়নি। এও জানা গেছে, দেশি বা বিদেশি কোনো পাচারচক্রের সঙ্গেই শাহরুখপুত্রের সংযোগ নেই।
তবু দীর্ঘদিন ধরে টানাপড়েন চলতেই থাকে। শেষমেশ বছর ঘুরতেই এনসিবি জানায়, নাম জড়ালেও মাদক পাচারকান্ডে হাত ছিল না শাহরুখপুত্রের। গত ২৭ মে শুক্রবার এনসিবির পেশ করা চার্জশিটে তাকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করার পরই নতুন করে শোরগোল পড়ে। আর তাতেই বেরিয়ে এসেছে আরিয়ানের এই অতীত-অভ্যাসের কথা। অনুরাগীদের প্রশ্ন– শাহরুখ-পুত্র নির্দোষ জেনেই কি নতুন করে জলঘোলা শুরু হলো?

প্রতি মাসে কণার নতুন গান

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কণা নিয়মিত গান গাইছেন। অডিও, নাটক ও সিনেমার গানে নিয়মিত কণ্ঠ দিয়ে যাচ্ছেন। তবে এখন থেকে নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য প্রতি মাসে দুটি করে নতুন গান তৈরি করবেন বলে জানিয়েছেন এ সংগীতশিল্পী। এরই মধ্যে দুটি গান তৈরিও করেছেন কণা। একটির শিরোনাম 'মা'।
এটির কথা লিখেছেন ও সুর করেছেন প্রিন্স মাহমুদ। অন্যটির শিরোনাম 'লাফ দিয়ে স্বপ্নটা'। এটি লিখেছেন সেজান মাহমুদ এবং সুর করেছেন পলাশ। দুটি গানের ভিডিওতে মডেল হয়েছেন কণা নিজে। ভিডিও পরিচালনা করেছেন সৈকত রেজা।
চলতি মাসেই এগুলো ইউটিউবে প্রকাশ হবে। এ প্রসঙ্গে কণা বলেন, 'আমার ইউটিউব চ্যানেল অনেক আগেই তৈরি করা। কিন্তু এতদিন নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই চ্যানেলে গান প্রকাশ করেছি। তবে শ্রোতাদের কাছে থেকে নিয়মিত গান প্রকাশ করার আবেদন পাচ্ছি। তাই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা সাজালাম। আশা করছি প্রতি মাসে



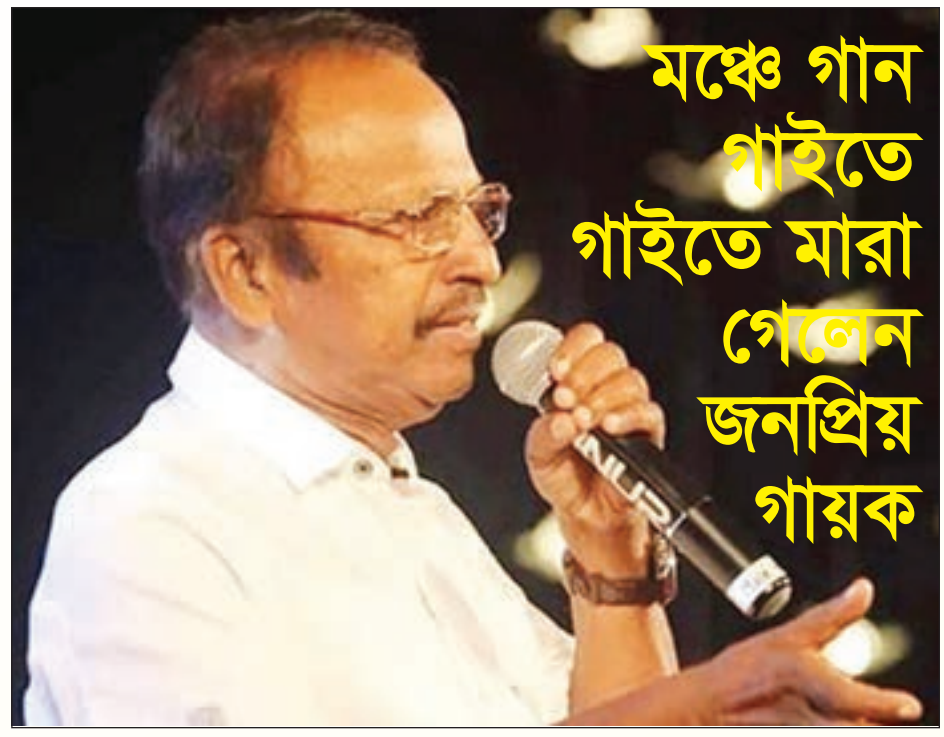
আমার চ্যানেলে আমারই গাওয়া নতুন গান প্রকাশ পাবে।'
এদিকে মৌলিক গানে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি নাটকের গানেও তাকে কণ্ঠ দিতে দেখা যায়। গত ঈদে প্রচারিত 'ভুলোনা আমায়' নামের একটি নাটকের টাইটেল গানে কণ্ঠ দেন কণা। যেটি এরই মধ্যে শ্রোতাদের কাছে সাড়া জাগিয়েছে। এসব কাজের পাশাপাশি সিনেমার গানেও নিয়মিত উপস্থিতি রয়েছে তার।

রাস্তায় হেঁটে তাক লাগালেন 'নকল অমিতাভ', ভিডিও ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক: সাধারণ মানুষের মতোই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন অমিতাভ বচ্চন। অনেকেই তাকে দেখে আপ্লুত। অনেকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে, বলিউডের বিগবি এভাবে একা একা হেঁটে যাচ্ছেন।

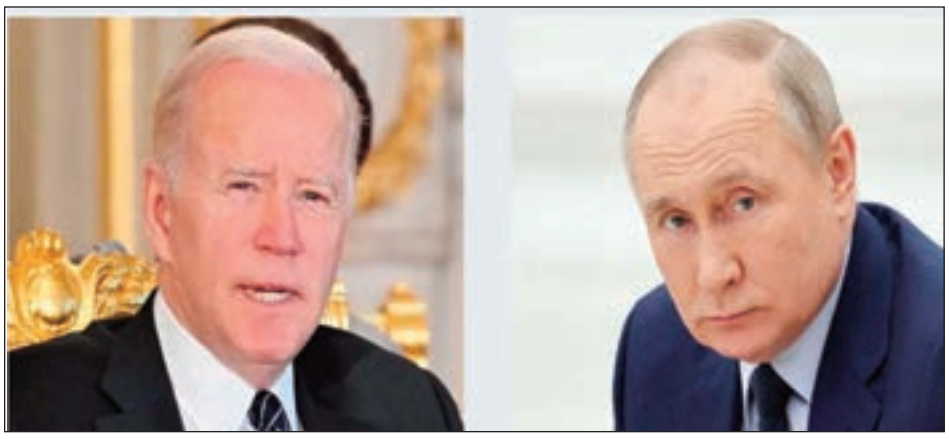


আসলে লোকটি অমিতাভ বচ্চন নন; তার মতো অবিকল চেহরা আর দৈহিক গড়নের অন্য কেউ। তারকাদের মতো দেখতে মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় মাঝে মধ্যেই। করো মুখের মিল থাকে, কেউ কেউ আবার নিজের প্রিয় তারকার চুলের ছাঁট, কথা বলা ও চলার ধরণ নকল করেন।
বলিউড শাহেনশাহের ম্যানারিজম আগেও অনেকে নকল করেছেন। টিভি পর্দায়ও নিয়মিত দেখা যায় তার মিমিক্রি করতে। কিন্তু অমিতাভের হুবহু নকলে ভারতে রাতের রাস্তায় যে লোকটি হাঁটছিলেন, তাকে দেখে যে কারো চোখ ছানাবরা হতে বাধ্য।
একদিকে যেমন অমিতাভের মতো ম্যানারিজম রয়েছে তার, তেমনই তার চেহারা এবং শারীরিক গড়নও শাহেনশার মতো। আর নকল অমিতাভের হেঁটে চলার ভিডিও ভারতের নেটমাধ্যমে ভাইরাল এখন।
ভিডিওতে দেখা গেছে, অমিতাভের 'শাহেনশা' ছবির 'অন্ধেরি রাতো মে' গানটি বাজছে, আর নীরব রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন সেই নকল অমিতাভ বচ্চন।
নেটজনতা বলছেন, সত্যি কি ইনি অমিতাভ বচ্চন নন! দুজন মানুষের মতো এতটা মিল হতে পারে? কে এই নকল অমিতাভ?



মঞ্চে গান গাইতে গাইতে মারা গেলেন জনপ্রিয় গায়ক

বিনোদন ডেস্ক: মঞ্চে গান করার সময় হঠাৎ লুটিয়ে পড়লেন গায়ক। জ্ঞান হারালেন। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা জানালেন, পথেই মারা গেছেন তিনি। ভারতের কেরালা রাজ্যের তিরুবনন্তপুরমে ঘটেছে গত ২৮ মে শনিবার রাতে ঘটেছে এ দুঃখজনক ঘটনা। এ গায়কের নাম এদাভা বসির। মালায়ালম ভাষার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ছিলেন তিনি। এ তারকা সংগীতশিল্পীর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এদাভা বসির মারা গেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন চিকিৎসকরা।
ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর, ওই রাতে রাজ্যের আলাপুঝা জেলার ব্লু ডায়মন্ড অর্কেস্ট্রায় তাদের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এদাভা বসির। মঞ্চে উঠে গান ধরে শেষ করার আগেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।
তার মৃত্যুর খবরে ভারতের সংগীতাঙ্গনে শোকের ছায়া নেমেছে। মালায়ালম ভাষার একাধিক ছবির প্লে-ব্যাক সিঙ্গার ছিলেন তিনি। গান করেছেন কেরালার জনপ্রিয় অসংখ্য গণমেলায়ও।



ইউক্রেনকে অস্ত্র দিচ্ছি, তবে পুতিনকে উৎখাতের চেষ্টা নেই

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুন : রাশিয়ার হামলা থেকে ইউক্রেনকে আত্মরক্ষার জন্য আরো উন্নত রকেট সিস্টেম পাঠাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইউক্রেনকে নানাভাবে সহায়তা করলেও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের কোনো চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র করবে না বলেও জানান এ পশ্চিমা নেতা।

ইউক্রেন দীর্ঘ সময় ধরে দূরপাল্লার অস্ত্রের জন্য পশ্চিমা মিত্রদের অনুরোধ করছিল। রাশিয়ায় অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহার করা হতে পারে এই আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করে আসছিল।

গতকালের ঘোষণায় বাইডেন বলেন, এ প্রাণঘাতী অস্ত্র পাওয়ায় রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় ইউক্রেনের অবস্থান শক্তিশালী হবে এবং কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা বাড়বে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত লেখায় জো বাইডেন বলেছেন, 'তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা ইউক্রেনীয়দের আরো উন্নত রকেট সিস্টেম এবং যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করব, যা তাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলোতে আরো নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম করবে।' তবে ইউক্রেনকে এই অস্ত্র তাদের ভূখণ্ডের বাইরে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হবে না বলেও উল্লেখ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এটা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্যমূলক কাজ। কারণ, ইউক্রেনকে আরো শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে রাশিয়াকে সরাসরি সংঘর্ষে টেনে নেওয়ার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

ইউক্রেনকে দেওয়া নতুন অস্ত্রের মধ্যে থাকবে এম১৪২ হাই মোবিলিটি আর্টিলারি রকেট সিস্টেম (এইচআইএমএআরএস)। হোয়াইট হাউসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। তবে কতগুলো সিস্টেম সরবরাহ করা হবে তা তিনি উল্লেখ করেননি।

ওই অস্ত্র ৪৫ মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতে একাধিক নির্ভুলভাবে নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে। এর সক্ষমতা বর্তমানে ইউক্রেনের কাছে যে আর্টিলারি রয়েছে, সেটার চেয়ে অনেক বেশি। এগুলো রাশিয়ার সমতুল্য অস্ত্রের তুলনায় বেশি নিখুঁত বলে মনে করা হয়।

'পুতিনকে উৎখাতের চেষ্টা করব না' : নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একই নিবন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের প্রসঙ্গ টানেন। বাইডেন বলেন, 'যদিও আমি পুতিনের সঙ্গে একমত নই, আর তাঁর কর্মকাণ্ডও ভয়ানক মনে করি, তার পরও যুক্তরাষ্ট্র মস্কোয় তাঁকে উৎখাতের চেষ্টা করবে না।'

এমন বক্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করে বাইডেন আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্ররা যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রান্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সরাসরি সংঘাতে জড়াব না, ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে মার্কিন সেনা পাঠাব না কিংবা রুশ বাহিনীকে আক্রমণও করব না। আমরা ন্যাটো জোট এবং রাশিয়ার মধ্যেও সংঘাত চাই না।'

যুক্তরাষ্ট্রে হাসপাতালে গুলি, নিহত ৫

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমার একটি হাসপাতালে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৪ জন নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী একটি এসল্ট রাইফেল এবং পিস্তল নিয়ে গুলি শুরু করে। হামলাকারী নিজেও নিহত হয়েছে। পুলিশের ধারণা তিনি নিজেই নিজেকে গুলি করেছে। এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

পুলিশ বলছে, হামলাকারীর বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর হতে পারে। ঘটনাটি ঘটে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার বিকেল ৫ টার দিকে। ওকলাহোমার সেন্ট ফ্রান্সিস হাসপাতালে চিকিৎসকদের কার্যালয় ভবনে ঢুকেই গুলি শুরু করেন ওই হামলাকারী। এর আগে টেক্সাসের স্কুলে বন্দুক হামলায় পুলিশ পৌঁছাতে দেরি করা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ওকলাহোমার ঘটনায় মাত্র ৪ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। সেখানে পৌঁছে তারা ভবনের ভেতরে গুলির শব্দ শুনতে পান।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় নিহতের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আহত হলেও পুলিশ সদস্যরা অক্ষত আছেন। আহতদের কারো অবস্থাই আশঙ্কাজনক নয়। তদন্তকারীরা প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি নিচ্ছেন।

ঘটনাস্থল টুলসা শহরের মেয়র জি টি বেইনুম এই ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তবে এখনও হামলাকারীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এর আগে গত ২৪ মে টেক্সাসের একটি প্রাইমারি স্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে ১৯ শিশু শিক্ষার্থী ও ২ শিক্ষক নিহত হন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ওকলাহোমায় গুলির ঘটনা ঘটলো।



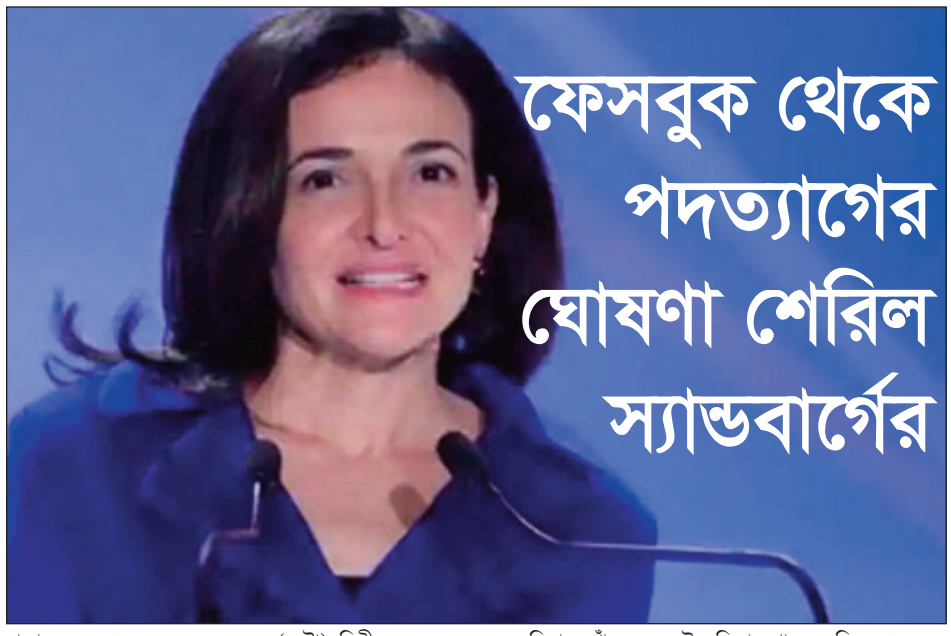
TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮



ফেসবুক থেকে পদত্যাগের ঘোষণা শেরিল স্যান্ডবার্গের

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : ফেসবুকের (মেটা) দ্বিতীয় সবচেয়ে ক্ষমতাধর নির্বাহী শেরিল স্যান্ডবার্গ পদত্যাগ করেছেন। এর মাধ্যমে কোম্পানিটির সাথে তার ১৪ বছরের সম্পর্কের অবসান ঘটল। তার এই সিদ্ধান্তে সিলিকন ভ্যালিতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। সেইসাথে ফেসবুকের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার পদত্যাগ ঘোষণার পর মেটার শেয়ারের দর ২ ভাগ পড়ে যায়।

স্যান্ডবার্গকে (৫২) সিলিকন ভ্যালির অন্যতম প্রভাবশালী নারী বিবেচনা করা হয়। আর ফেসবুকের সিইও মার্ক জাকারবার্গের পর তিনিই ছিলেন কোম্পানির সবচেয়ে ক্ষমতাধর নির্বাহী।

স্যান্ডবার্গ বৃহস্পতিবার ভোরে তার ফেসবুক পেইজে চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। তবে তিনি প্যারেন্ট কোম্পানি মেটার বোর্ডে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

তার এই সিদ্ধান্তের পর সিইও মার্ক জাকারবার্গ এক ফেসবুক পোস্টে বলেন, তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত- উভয় দিকেই আমার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি ছিলেন।

এমন এক সময় তিনি ফেসবুক ছাড়ছেন, যখন মেটার বিজ্ঞাপন বিক্রি কমে গেছে। টিকটকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ফেসবুকের প্রতিযোগিতা বেড়েছে। মার্কিন প্রযুক্তি শিল্পের উচ্চ-পদস্থ নারী কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন শেরিল স্যান্ডবার্গ। ফেসবুকের দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হতো তাকে।

তিনি বলেন, ২০০৮ সালে যখন আমি এখানে চাকরি নিই, তখন ভেবেছিলাম, পাঁচ বছর এই ভূমিকায় থাকব। কিন্তু ১৪ বছর পর আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথা লিখতে হচ্ছে।

মেটায় তার স্থলাভিষিক্ত হবেন কোম্পানিটির বর্তমান প্রবৃদ্ধি কর্মকর্তা জ্যাভিয়ার ওলিভান।

স্যান্ডবার্গের স্বামী ২০১৫ সালে মারা যান। চলতি গ্রীষ্মে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। শরতে তিনি ফেসবুক ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তবে কোম্পানির বোর্ডে থেকে যাবেন।

তার এই ঘোষণার পর মেটার শেয়ার চার শতাংশ পড়ে গেছে।

স্যান্ডবার্গ যখন ফেসবুকে যোগ দেন, তখন এটি ছিল ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া ২৩ বছর বয়সী মার্ক জুকারবার্গ সামাজিকমাধ্যমটি চালাতেন।

এরআগে প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগলকে বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন স্যান্ডবার্গ। তখন ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জারের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। গেল বছর এগারো হাজার ৭০০ মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করে ফেসবুক। এটির একটি অ্যাপে দৈনিক বৈশ্বিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ২৮০ কোটি।

'লিন ইন: ওম্যান, ওয়ার্ক, অ্যান্ড দ্য উইল টু লিড' ও 'অপশন বি' নামের দুটি বই লিখে বিশ্বজুড়ে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা নামের রাজনৈতিক পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য হস্তান্তরের ঘটনায় তার এই তারকাখ্যাতি বিবর্ণ হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে তাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

ইসরাইল সফর করে চাকরি খোয়ালেন পাকিস্তানি সাংবাদিক, নেপথ্যে ইমরানের উস্কানি

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : পাকিস্তানি সাংবাদিক আহমেদ কুরাইশি গত মাসে ইসরাইল সফর করেন। এ নিয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক হতে পারে বলে আশঙ্কা করেননি তিনি। কারণ, তিনি মূলত ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের খবর সংগ্রহেই ইসরাইল গিয়েছিলেন। গত ২০ বছর ধরেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর খবর সংগ্রহ করেছেন। তিনি অসংখ্য ইসরাইলির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং ইসরাইলি ও ইহুদি বিভিন্ন গণমাধ্যমে লিখেছেনও।

কিন্তু তার ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে পাকিস্তানে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বিষয়টি নিয়ে উস্কানি দেয়ায় এমন অবস্থা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও কুরাইশির বিরুদ্ধে নানা লেখা প্রচার হয়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে তাকে চাকরিচ্যুত করার ঘোষণা দেয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন। এমন আলোচনার মধ্যে পাকিস্তান-ইসরাইল সম্পর্ক স্থাপন ইস্যুও উঠছে। অনেকেই বলছেন, কুরাইশির ইসরাইল সফর ছিল একটি টোপ, যা দিয়ে পাকিস্তানীদের মনোভাব যাচাইয়ের চেষ্টা হয়েছে।

এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন পাক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী মরিয়ন আওরঙ্গজেবও।

তিনি বলেন, কুরাইশির ইসরাইল সফর ছিল একান্তই তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে পাকিস্তানের অবস্থান একদম স্পষ্ট। গত মে মাসে পাকিস্তানি-আমেরিকানদের একটি দল ইসরাইলি এনজিও শারাকা'র আমন্ত্রণে ইসরাইল সফর করে। ওই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কুরাইশি। এই এনজিওটি মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্ক স্থাপনকে উৎসাহিত করতে কাজ করছে। পাকিস্তানি-আমেরিকানদের ওই দলটি যুক্তরাষ্ট্র থেকেই যাত্রা করে এবং ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট আইস্যাক হারজগের সঙ্গে দেখা করে।

পাকিস্তানের পাসপোর্টে লেখা আছে, এই পাসপোর্ট দিয়ে ইসরাইল ভ্রমণ করা যাবে না। কিন্তু তারপরেও হাজার হাজার পাকিস্তানি ইসরাইল সফর করেছেন। ইসরাইল এসব পাসপোর্ট স্ট্যাম্প দেয় না। ফলে তাদেরকে পরবর্তীতে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। কুরাইশি বলেন, আমি মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সাংবাদিক। আমি আমার ক্যারিয়ারের প্রথম থেকেই ফিলিস্তিনি এবং ইসরাইলি বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদ প্রকাশ করে আসছি। আমি ইসরাইলে যে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম তা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছিল। আমি এ নিয়ে টুইটও করছিলাম। এটি কোনো গোপনীয়তা ছিল না। আমি ভাবিনি, এটি একটি বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

তবে বিষয়টি পাকিস্তানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহৃত হয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বারবার দাবি করেছেন, তাকে মার্কিন ষড়যন্ত্রের কারণে ক্ষমতা হারাতে হয়েছে। এবার কুরাইশির ইসরাইল সফর নিয়েও সেই দাবি প্রমাণের চেষ্টা করছে তার দল। কুরাইশি বলেন, আমার ইসরাইল সফরের ছবি প্রকাশিত হওয়ার পরই ইমরান খানের এক প্রধান সহযোগী টুইটারে দাবি করেন, এই ছবিই প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্র ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। ইমরান খান সম্প্রতি যে আজাদি মার্চ ডেকেছিলেন তাতেও তিনি একই ষড়যন্ত্রের কথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কুরাইশির নাম না নিয়েই দাবি করেন, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের সাংবাদিককে ইসরাইল পাঠানোই প্রমাণ করে যে, নতুন সরকার আসলে বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, পাকিস্তানের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাভোসে ইসরাইলি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ইমরান খানের এমন উস্কানির পর একের পর এক হত্যার হুমকি আসতে শুরু করে কুরাইশির কাছে। তিনি কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টের কাছে সাহায্য চান। তিনি আরও দাবি করেন, নিজেদের স্বার্থ নিশ্চিতে সরকার এবং বিরোধী দল উভয়ই তাকে ব্যবহার করেছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রেয়ড বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

রুশ-মার্কিন সংঘর্ষের শঙ্কা

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুন : ইউক্রেনকে দূরপাল্লার যুদ্ধাস্ত্র পাঠাবে না যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার জো বাইডেনের দেওয়া এমন বক্তব্য বদলে গেল বুধবারই। রাশিয়ার চলমান সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলায় ইউক্রেনকে উন্নত রকেট সিস্টেম সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনীয় সেনারা যেন নির্ভুলভাবে রুশ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতেই এই অস্ত্র পাঠাবেন তিনি। আর এতেই ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তারই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বুধবার মস্কো হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, বাইডেনের এ সিদ্ধান্তে রুশ-মার্কিন সংঘর্ষের শঙ্কা তৈরি হলো।

বুধবার এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানিয়েছে, বাইডেনের সম্মতিতে ৭০ কোটি মার্কিন ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অংশ হিসাবে পূর্ব ইউরোপের দেশটিতে দূরপাল্লার অস্ত্র পাঠাবে ওয়াশিংটন। প্রেসিডেন্টের এক সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে উচ্চ গতিশীল আর্টিলারি রকেট সিস্টেম সরবরাহ করছে, যা ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দূরের লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে আঘাত করতে পারে। মূলত রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলার জন্য ইউক্রেন এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে না বলে কিয়েভ 'আশ্বাস' দেওয়ার পর সেগুলো পাঠানো হচ্ছে। এরপরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় মস্কো। রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তিকে বলেন, 'যে কোনো অস্ত্র সরবরাহ যদি অব্যাহত বা বাড়তে থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়াকে সংঘাতের দিকে টেনে নেওয়ার ঝুঁকি বাড়বে। শুধু তাই নয়, এটা হবে নজিরবিহীন এবং বিপজ্জনক।'



ইইউর তেল-নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কমাতে কাজ করছে ক্রেমলিন : বুধবার ক্রেমলিন জানিয়েছে, ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জন্য রাশিয়াকে শাস্তি দিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) আরোপিত আংশিক তেল-নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কমাতে ব্যবস্থা নিচ্ছে মস্কো। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ তথ্য জানিয়ে বলেন, 'আমরা শিগগিরই তার ফল পাব।'

রুশ পারমাণবিক বাহিনীর 'মহড়া চলছে' : মস্কোর উত্তরপূর্বে ইভানভো প্রদেশে রাশিয়ার পারমাণবিক বাহিনী মহড়া চালাচ্ছে বলে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স। ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ রুশপন্থি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে তুলে দিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সেখানকার শহরগুলোতে রুশ হামলার গতি বেড়েছে। তার মধ্যেই এবার তাদের পারমাণবিক বাহিনীর মহড়ার খবর এলো। বুধবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে ইন্টারফ্যাক্স এ মহড়ার খবর দিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এ মহড়ায় হাজারখানেক সৈন্য এবং যার আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের লঞ্চারসহ শতাধিক যান ব্যাপক কৌশলগত প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

'দিন বা সপ্তাহের মধ্যে' দনবাস হারাবে ইউক্রেন : জার্মানির অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল রোল্যান্ড ক্যাটার বিশ্বাস করেন যে, ইউক্রেন দিন বা সপ্তাহের মধ্যে পুরো দনবাসের নিয়ন্ত্রণ হারাবে। তিনি বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, রাশিয়া গত কয়েকদিন এবং সপ্তাহে তার কৌশল পরিবর্তন করেছে। তারা দনবাসে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে এবং সেখানে তার বাহিনীকে নিয়োগ করেছে।' তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনী বর্তমানে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে, যারা কার্যত ইচ্ছা করেই কিয়েভকে ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, সেখানে তাদের কোনো স্বার্থ নেই।

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare
Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
> বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
> ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
> আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে
MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package
WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

নিউইয়র্ক ইমাম ওলামায়ে কেরামদের প্রধানমন্ত্রীর সমীপে স্মারকলিপি



নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের ১১৬ জন বরেণ্য আলেম ও এক হাজার মাদরাসার বিরুদ্ধে গণকমিশন কর্তৃক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতিবাদে এবং দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী গণকমিশন ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। গত ৩১ মে বিকালে 'নিউ-ইয়র্ক বাংলাদেশী ইমাম ও ওলামা মাশায়েখ' ব্যানারে এই স্মারকলিপি দেয়া হয়। কনসাল জেনারেল ড: মনিরুল ইসলাম স্মারক গ্রহন করেন এবং ধর্য্যসহকারে তাদের বক্তব্য শুনেন। মুফতি ইসমাঈলের নেতৃত্ব স্মারক প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা এমকে রহমান মাহমুদ, মাওলানা আবুল খায়ের, মাওলানা মঞ্জুরুল করীম। স্মারকলিপি শেষে জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন ইমাম ও ওলামা মাসায়েখগণ। প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া স্মারকলিপির বিস্তারিত লিখিতভাবে তুলে ধরেন। বাংলাদেশে হঠাৎ দৃষ্টিপটে আসা 'মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণক-মিশন' নামক একটি সংগঠন গত ১১ মে দেশের বরেণ্য ওলামা মাশায়েখ ও ওয়ায়েজিনগণকে 'ধর্ম ব্যবসায়ী' আখ্যা দিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। ২২শত পৃষ্ঠার এই শ্বেতপত্রে ১১৬ জন আলেমের এবং এক হাজার মাদরাসার বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, সন্ত্রাস উসকে দেয়া, নারীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা ইত্যাদি নানান ধরনের কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তের জন্য আবেদন করা হয়। 'গণকমিশনে'র এসব পদক্ষেপ দেশে ও প্রবাসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এতে নিউইয়র্ক প্রবাসী ইমাম ও ওলামা মাশায়েখ চরম বিব্রত ও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই তালিকায় দেওবন্দি, আলিয়া, চরমোনাই, জৈনপুরী, বেরলবি, আহলে হাদিস প্রায় সব দল, মত ও অরাজনৈতিক আলেমদের নাম রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বরাবরে প্রেরিত স্মারকলিপিতে বলা হয়: শ্বেতপত্রে আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে মানুষকে উগ্রবাদের সবক দেয়া হয় বলে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি এবং আপনিও ভালভাবেই অবগত যে, বাংলাদেশের আলেমগণ সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সর্বদা সরব। বিগত দিনে দেশে যখন উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তখন প্রশাসনের পাশাপাশি এই আলেমদের উগ্রবাদ বিরোধী শক্ত অবস্থানের কারণেই সামাজিকভাবে উগ্রবাদকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। সেই সময় এই 'গণকমিশনে'র পেছনে থাকা ঘাতক দালাল কমিটির ব্যক্তিবর্গের শুধুমাত্র লম্ফ-জম্ফ ছাড়া কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশে গুলশানের 'হলি আর্টিজান' সহ বিভিনড়ব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেও মাদরাসা ছাত্রদের সম্পৃক্ততা মেলেনি। তবে পুলিশি তদন্তে সেসব হামলায় দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ধনী পরিবারের সন্তানদের সংশ্লিষ্টতার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা মনে করি, গণকমিশনের তালিকা সম্পূর্ণ একতরফা, মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং দেশের ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও আলেমদের বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত। তারা সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে তারা মাঠে নেমেছে। কারণ, শ্বেতপত্রে অভিযুক্ত কোনো আলেম বা মাদরাসার প্রিন্সিপালের বক্তব্য নেয়া হয়নি। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়নি। গণকমিশনের অভিযোগ ও প্রকাশিত তালিকা যে ঠুনকো তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। এক হাজার মাদরাসার তালিকায় এমন অনেক মাদরাসার নাম আছে বাস্তবে যেগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই। চট্টগ্রামের দুটো মাদরাসার নাম উলেখ করা হয়েছে, যেগুলো মূলত দোকান (ক্রমিক ৯৪-৯৫, শ্বেতপত্র, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৮৯)। বহু আলেমের নাম উল্লিখিত হয়েছে যারা তিন-চার বছর আগেই ইন্তেকাল করেছেন। ফেনীর সোনাগাজীর ওলামাবাজার হোসাইনিয়া মাদরাসার নামোল্লেখ করা হয়েছে তিনবার। মুহতামিম ও ছাত্র সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন (ক্রমিক ৩৪৫, ৪৮০ ও ৭৬৭, শ্বেতপত্র, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৮৯, ১০০২, ১০১২)। তালিকায় ৩০ নম্বরে আছে মাওলানা মতিউর রহমান মাদানির নাম। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার বাসিন্দা। ৪১ নম্বরে যার নাম আছে তিনি ইন্তেকাল করেছেন কয়েক বছর আগে। ৭৬ ও ৯৪ নম্বরে মুফতি ওমর ফারুক যুক্তিবাদীর নাম আছে দু'বার। ৪১ ও ৮৩ নম্বরে আছে মাওলানা আবু নাঈম মুহাম্মদ তানভিরের নাম। একই ব্যক্তির নাম দু'বার। তালিকায় এমন ব্যক্তির নাম আছে যারা আদৌ ধর্মীয় বক্তা নন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়: শ্বেতপত্রে আলেমদের বিরুদ্ধে টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ সবাই জানেন যে, দেশের আলেম-ওলামা ওয়াজ-নসিহত, তাজকিয়ায়ে নফস ও দরস তাদরিসের খিদমতে নিয়োজিত।এই আলেমগণ বিভিনড়ব সময় বিনা স্বার্থে, বিনা শর্তে অনুদান সংগ্রহ করেন শুধু মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনার জন্য। আর মাহফিল মৌসুমে আয়োজক কমিটি অর্থসংগ্রহ করে মাহফিলের খরচ সঙ্কুলানের জন্য। তারা ওয়ায়েজিনগণকে ভালোবেসে সম্মানি প্রদান করেন। যারা প্রখ্যাত বক্তা, তাদেরকে মানুষ নেহায়েত আবেগ থেকেই একটু বেশি সম্মানী দিয়ে থাকেন। এতে কোনো কোনো ওয়ায়েজিন অর্থ-বিত্তের মালিকও হতে পারেন, এটা দোষনীয় নয়। কিন্তু তারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ক্যাসিনো ব্যবসায়, কাবিখার অর্থ, উন্নয়ন কার্যক্রমের কমিশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটির সভাপতির কমিশন বা নিয়োগ বাণিজ্যের অর্থে এই সম্পদের মালিক হননি। আমাদের জানা মতে, জঙ্গি অর্থায়ন, মানি লন্ডারিং তো দূরের কথা, তালিকাভুক্ত বেশির ভাগ আলেমের রাজধানী বা নিজ নিজ জেলা শহরে একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট পর্যন্ত নেই। তারা সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনধারায় অভ্যস্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, 'গণকমিশন' ওইসব অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী কিংবা কানাডা, আমেরিকা, মালয়েশিয়া বা ভারতে পাচারকারী অথবা বিদেশে বেগমপাড়া সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। অথচ তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শধু ওলামা-মাশায়েখ ও মাদরাসাগুলোর তালিকাই প্রস্তুত করেছে।

গণকমিশনের অভিযোগ, ধর্মীয় বক্তারা মাহফিলে নারী বিদ্বেষী বক্তৃতা করেন। ইসলামে নারী জাতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। আলেম-উলামা নারী জাতির হারানো সম্মান ফিরিয়ে এনে পরিপূর্ণ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াজ-মাহফিল ও মসজিদের মিম্বারে বসে খুৎবা দিয়ে প্রাণান্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু গণকমিশন ওয়ায়েজিনদের বক্তব্যের খন্ডিত অংশ উপস্থাপন করে এবং কিছু চিহ্নিত হলুদ মিডিয়া তা প্রচার করে পুরো বক্তব্যই 'নারী বিদ্বেষী' বলে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়: আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতা, মননশীলতা, ন্যায়বোধ, সাম্প্রদায়িক সহঅবস্থান ইত্যাদির শিক্ষা কওমী মাদরাসা এবং ওয়ায়েজিনগণ দিয়ে সমাজে স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে আসছেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তালিকাভুক্ত ওলামা-মাশায়েখের সবাই দেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত, মাননীয় এবং জনপ্রিয়। অথচ 'গণকমিশনের' কর্তাব্যক্তি যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের কেউ কেউ সমাজে নেতিবাচ-কভাবে চিহ্নিত এবং বিতর্কিত। তাদের কারো কারো বিরুদ্ধেই বরং বিভিন্ন সামাজিক অভিযোগ রয়েছে। এই সব বিতর্কিতরাই জাতির সম্মানিত ও দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

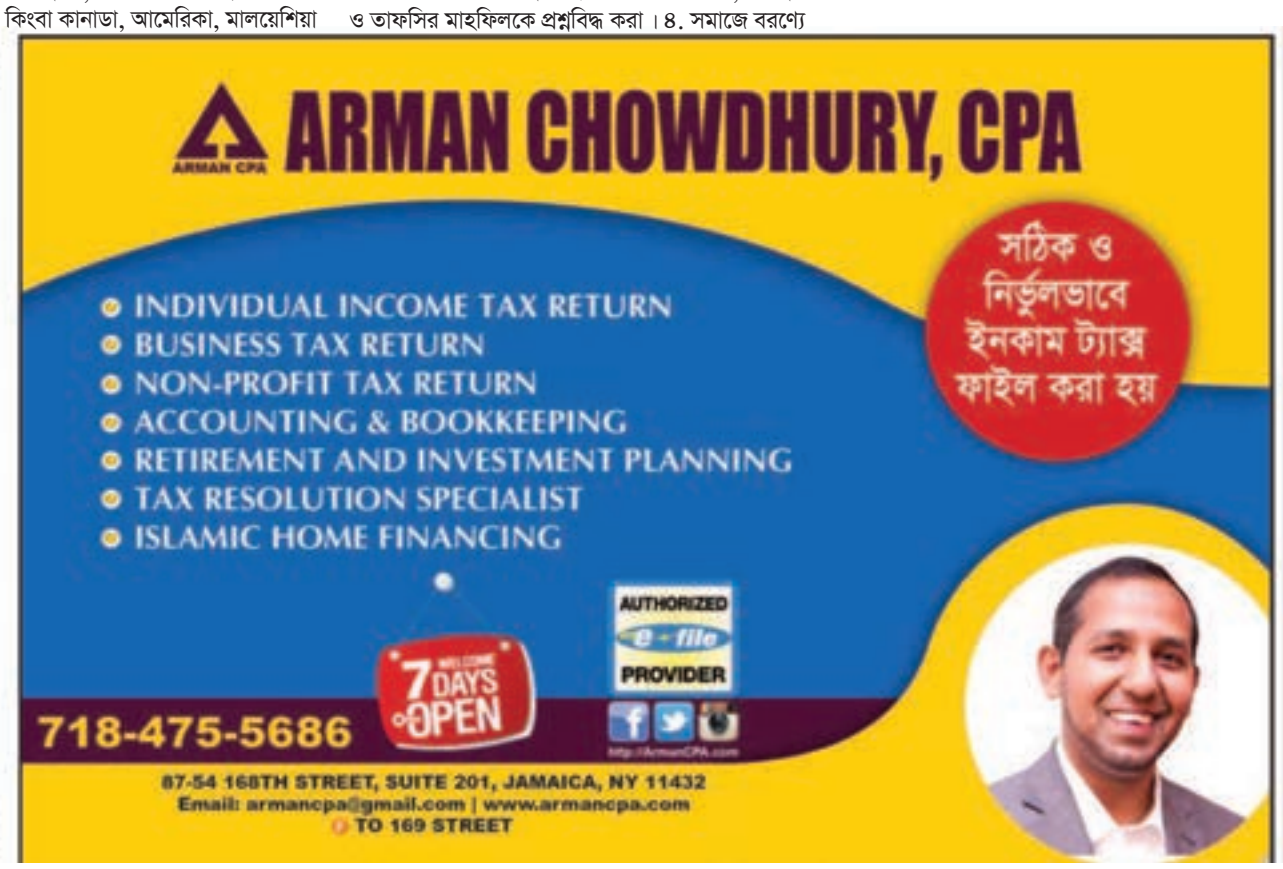
নিউইয়র্কের সর্বস্তরের বাংলাদেশী প্রবাসী ইমাম ও ওলামা মাশায়েখ মনে করেন, এই শ্বেতপত্র প্রকাশের নেপথ্যে উদ্যোক্তাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো: ১. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশে একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। ২. মাদরাসা শিক্ষার ঐতিহ্য ধ্বংস করা। ৩. ওয়াজ, নসিহত ও তাফসির মাহফিলকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। ৪. সমাজে বরণ্যে ওলামা-মাশায়েখকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ৫. আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা। ৬. বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিম-লে উপস্থাপন করা এবং দেশের ভাবমর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। ৭. মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের স্লোগান তোলে বৈশ্বিক আগ্রাসী শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ৮. ওলামা-মাশায়েখদের সরকারের মুখো-মুখি করে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং সরকারকে বেকায়দায় ফেলা।

স্মারকলিপিতে বলা হয়: তদন্ত সংক্রান্ত কোড অব দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিউর-(১৮৯৮) এর ধারা ৪ এর ১ উপধ-ারা অনুসারে তদন্ত করার জন্য কোনো অথরাইজড ব্যক্তি প্রয়োজন। এই বিবেচনায় গণকমিশন ব্যক্তিবর্গ যা করেছেন তা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক ধারণার স্পষ্ট লঙ্ঘন। একই সাথে তারা কোনো অথরাইজড পারসন বা সংস্থা না হয়েও 'তদন্ত প্রতিবেদন' শিরোনামে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার মাধ্যমে আইনগত অনধিকার চর্চা করেছেন; যা নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ। আদতে এই শ্বেতপত্র প্রকাশ সংবিধানবিরোধী; নাগরিকের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত মানবিক মর্যাদানীতির প্রতি অশ্রদ্ধা। এই কথিত কমিশনের তদন্ত ও শ্বেতপত্রের নৈতিক ও আইনত কোনো ভিত্তি নেই বরং এটি সংবিধান, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত অপরাধ। এই অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক বিচার না হলে এধরনের অপতৎপরতা চলতেই থাকবে। সার্বিকভাবে যার দায়ভার সরকারের উপর বর্তাবে এবং এ ধরনের তৎপরতা দিন শেষে সরকারের ভাবমূর্তিকেই ক্ষুণড়ব করবে। কাজেই সরকারকে এখনই এ বিষয়ে সচেতন হবে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়: আমরা আপনার নিকট সবিনয় আরজ করে বলতে চাই যে, আলেম-উলামারাও মানুষ, তাঁরাও ভুলের উর্ধ্বে নন। তাই, কারো তেমন কোন ভুল যা ইসলাম, আন্তধর্মীয় কিংবা দেশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি স্বরূপ নজরে আসলে বা 'গণকমিশনের' এই তালিকায় সত্যিকার কোনো অপরাধী থাকলে অবশ্যই তাকে আইনের আওতায় আনুন। তবে আমাদের দাবী হলো- যারা অপরাধী নয়, তাদের সম্মানহানির জন্য অবিলম্বে ইসলাম বিদ্বেষী গণকমিশন চেয়ারম্যান শামসু-দ্দিন চৌধুরী মানিক ও সদস্য সচিব তুরিন আফরোজ গংসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভ্রান্ত ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী গণকমিশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। 'গণকমিশনের' প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে হবে। গণকমিশনকে কে বা কারা তদন্তের জন্য নিয়োগ দিল? দুই হাজার দুইশত পৃষ্ঠার প্রতিবেদন তৈরি করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। সেই অর্থের জোগানদাতা কে, তাকেও খুঁজে বের করতে হবে। তবেই আসল রহস্য উন্মোচিত হবে ইনশাল্লাহ।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুফতি ইসমাঈলের সঞ্চালনায় সা-ংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দেন মাওলানা এমকে রহমান মাহমুদ, মাওলানা আবুল খায়ের, মাওলানা কাজী কাইয়ুম। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা ইয়াসীন, দোয়া পরিচালনা করেন মাও-লানা মজিবুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাও-লানা মঞ্জুরুল করীম, মাওলানা শহিদুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম মাছুম, ক্বারী মোজাম্মেল, মাওলানা আবুল কালাম প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







শিরোপা জিতে যা বললেন মেসি

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে লা ফিনালিসিমা শিরোপা জিতে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা জিতেছে ৩-০ গোলে। কোনো গোল না করলেও তার সহযোগিতায় প্রথম ও শেষ গোলটি হয়। চোখধাঁধানো অপ্রতিরোধ্য নৈপুণ্যে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন লিওনেল মেসি।

ম্যাচশেষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বলেন, আমরা এখানে এসেছি যে কোনো দলকে মোকাবিলা করতে। আজকের পরীক্ষাটি দারুণ ছিল। কারণ ইতালি খুব ভালো দল। আমরা জানতাম ম্যাচটি খুব ভালো হতে চলেছে এবং শেষ চ্যাম্পিয়ন হতে পারায় খুবই আনন্দিত।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেসি বলেন, এটি অসাধারণ এক ফাইনাল ছিল। পুরো মাঠভর্তি আর্জেন্টাইন সমর্থক, কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা! আমরা এখানে খুবই সুন্দর সময় কাটালাম। কাতার বিশ্বকাপের মাত্র কয়েক মাস আগে দুর্দান্তভাবে ফাইনালিসিমা ট্রফি জিতে বাকি বিশ্বকে সতর্কবার্তা দিল আলবিসেলেস্তেরা।

লন্ডনের ওয়েম্বলিতে ইউরো চ্যাম্পিয়ন ও কোপা আমেরিকার চ্যাম্পিয়নদের এ লড়াইয়ে শুরু থেকেই আধিপত্য রেখে খেলেছে আর্জেন্টিনা।

'লা ফিনালিসিমা' নামের এ ম্যাচটি সাধারণত হয় লাতিন আমেরিকার সেরা দলের সঙ্গে ইউরোপের সেরা দলের। এর আগে দুবার হওয়া এ প্রতিযোগিতায় একবার ইউরোপের জয় হয়, আরেকবার লাতিন আমেরিকার। ১৯৮৫ সালে প্রথম লা ফিনালিসিমায় জয় পেয়েছিল ফ্রান্স।



ইতালিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতল আর্জেন্টিনা

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুন : অবশেষে ৩-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েয়ে ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই লা ফিনালিসিমা জিতে মাঠ ছেড়েছে আর্জেন্টিনা।

দুই মহাদেশীয় সেরার লড়াই মুলত একপেশে হয়ে গেছে। ইউরোপসেরা ইতালি আর দক্ষিণ আমেরিকার সেরা আর্জেন্টিনার লড়াইটা লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা একবারে প্রতিরোধ ছাড়াই জিতেছে বলা চলে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় পুরোটা সময় ইতালির ওপর একপ্রকার আধিপত্য বিস্তারই করেছে আলবিসেলেস্তেরা। ৩-০ গোলে ইউরোপসেরাদের হারিয়ে জিতে নিয়েছে ফিনালিসিমার আর্তেমিও ফ্রাঞ্চি ট্রফিটাও।

ফিনালিসিমার শুরু থেকেই ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের আশপাশ চলে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা সমর্থকদের দখলে। ৯০ হাজার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন স্টেডিয়ামের একটা আসনও ফাঁকা যায়নি। শুরু থেকেই উত্তাপটা টের পাওয়া যাচ্ছিল বৈকি।

ম্যাচেও এর ঝাঁজটা ছিল বেশ। শুরুটা আর্জেন্টিনা করেছিল দুর্দান্ত। বলের দখল নিয়ে প্রতিপক্ষ রক্ষণে আক্রমণের পসরাই সাজিয়ে বসেছিল। তবে ইতালিও শুরুর নড়বড়ে ভাবটা কাটিয়ে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয় শুরুর দশ মিনিট পেরোতে। প্রথম শট অন টার্গেট, প্রথম বড় সুযোগটাও তৈরি করেছিল দলটিই।

লিওনেল স্ক্যালোনির অধীনে আর্জেন্টিনা আর যাই হোক, রক্ষণে যে বেশ শক্তপোক্ত, তার প্রমাণ মিলেছে গেল কোপা আমেরিকাতেই। তার প্রমাণ ওয়েম্বলিতেও দিলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ আর ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোরা। এমি মার্টিনেজ একটা দারুণ শট ঠেকালেন শুরুতে, ম্যাচের ২০তম মিনিটে আর্জেন্টিনা রক্ষণকে ফাঁকি দিয়ে তৈরি করা বড় সুযোগটাও শেষ মুহূর্তের ট্যাকলে ঠেকিয়ে দিয়েছেন রোমেরো। দিনদুয়েক আগে টিওয়াইসি স্পোর্টসকে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে মেসিও তারিফ করেছিলেন বেশ। গোল হজম না করলেই যে জেতার সুযোগ তৈরি হয়ে যায় বেশ!

মেসি সেই সুযোগটাই নিলেন মিনিট কয়েক পর। ২৮ মিনিটে জিওভানি ডি লরেঞ্জোর কড়া পাহারা এড়িয়ে বাম পাশ থেকে আক্রমণে উঠে বল বাড়ান মাঝে থাকা লাওতারো মার্টিনেজের উদ্দেশ্যে। সহজ ট্যাপ ইনে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন লাওতারো। তাতেই ১-০ গোলে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের চিত্রটাই বদলে দেয় আর্জেন্টিনা।

এই এক গোলের পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি লিওনেল মেসিদের। ইতালি এরপর মরিয়া হয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নরা গোল শোধের চেষ্টা করেছে। আর আর্জেন্টিনা সেসব সামলে প্রতি আক্রমণে উঠে এসেছে। বিরতির ঠিক আগে তেমনই এক প্রতিআক্রমণে দ্বিতীয় গোলের দেখা পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা। গোলরক্ষক এমিলিয়ানোর বাড়ানো বল প্রতিপক্ষ অর্ধে লাওতারোকে পেয়ে যায়, সঙ্গে ছিলেন কোপা জয়ের নায়ক আনহেল ডি মারিয়া। লাওতারোর বাড়ানো বলে আলতো চিপে বলটা ইতালির জালে জড়ান ডি মারিয়া। তাতেই ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা।

বিরতির আগে তাও বারদুয়েক আর্জেন্টিনা রক্ষণকে একটু দুশ্চিন্তা উপহার দিতে পেরেছিল ইতালি। দুই গোল খেয়ে বিরতি থেকে ফিরে সেটাও উবে গেল যেন। তাতে খেলাটা হয়ে পড়ল আর্জেন্টিনা আক্রমণ আর ইতালি রক্ষণের। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে মেসি-মার্টিনেজ-ডি মারিয়াদের আক্রমণ আর ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি ডনারুমার। বিরতির পর কম করে হলেও চারটা নিশ্চিত গোলের সুযোগ ঠেকিয়ে দিয়েছেন।

যার মধ্যে দুটো ছিল মেসির। প্রথম গোলের যোগান দিলেও শুরুর ৪৫ মিনিটে মেসি খানিকটা নিশ্চুপই ছিলেন যেন। পাওলো দিবালা বক্সের সামনে থেকে দারুণ এক ফিনিশে ব্যবধানটা আরও বাড়ান। তাতে একপেশে ফাইনালটা আরও একপেশে করে আর্জেন্টিনা ৩-০ ব্যবধানে হারায় ইতালিকে।

১৯৯৩ সালের পর আবারও ফিনালিসিমার আর্তেমিও ফ্রাঞ্চি ট্রফি জয়ের আনন্দে ভাসে আলবিসেলেস্তেরা।

মুমিনুল বললেন দুঃখিত

ঢাকা ডেস্ক, ৫ জুন : টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি। প্রথম ১৩ ইনিংসে তিন সেঞ্চুরি। মুমিনুল হককে তখন ডাকা শুরু হয় বাংলাদেশের ব্র্যাডম্যানের নামে। ২০১৮ সালে নজরকাড়া পারফরম্যান্সে চার সেঞ্চুরি হাঁকান। পরের বছর হঠাৎ নেতৃত্ব তার কাঁধে চেপে বসে।

শুরুতে কিছুটা এলোমেলো দেখালেও ২০২১ সালে দারুণ পারফরম্যান্স তার। অথচ, তার টেস্ট-নেতৃত্বের শেষটা সুখকর হলো না। আজ বোর্ড মিটিংয়ে মুমিনুলের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করতে পারে বিসিবি। সেই নামটা হতে পারে সাকিব।

মঙ্গলবার বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসানের গুলশানের বাসায় তার সঙ্গে আলোচনার পর স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন মুমিনুল। রানে ফিরতে তার এ আত্মত্যাগ। এদিকে কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিম জানিয়েছেন, তিনি মুমিনুলের সমস্যা ধরতে পেরেছেন। কাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে এসে পরিচিত সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলতে চাননি মুমিনুল। শুধু বলেন, 'দুঃখিত।' ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাওয়ার আগে এ নিয়ে কথা বলতে চান না তিনি। তার পুরো মনোযোগ ব্যাটিংয়ে।

বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ বলেন, 'মুমিনুল প্রথমে



পারফরমার। অধিনায়ক হিসাবে চেষ্টা করেছে নিজের সেরাটা দিতে। আমি কাছে থেকে দেখেছি তাকে। খুবই সিনসিয়ার ছেলে। অধিনায়কত্বও গুরুত্বের সঙ্গে করার চেষ্টা করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, নেতৃত্ব তার ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলেছে। মুমিনুলের এটা ভালো সিদ্ধান্ত। ক্যারিয়ার অনেক দূর নিয়ে যেতে হবে তাকে। পারফরম্যান্স দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছে। এখন সে অনেক পরিণত। তার রানে ফেরাটা জরুরি।'

মাহমুদ বলেন, 'তার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। আমাদের সবার তার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। সমর্থন করা উচিত। আশা করি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে মুমিনুল স্বরূপে ফিরবে।' তিনি বলেন, 'এখন আর মুমিনুলকে টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে রাখা ঠিক হবে না। সাকিব আমাকে সব সময় বলেছে, অন্য ফরম্যাটের চেয়ে সে টেস্ট বেশি উপভোগ করে। সে সব সময় টেস্ট খেলতে চায়। সাকিব যদি খেলতে চায়, টেস্ট অধিনায়ক হতে চায়, তাহলে হয়তো তার মধ্যেও বড় পরিবর্তন আসবে। টেস্ট ক্রিকেটেরও উন্নতি হবে। এছাড়া তামিম ও মুশফিকও আছে।'

ম্যানইউ ছাড়লেন পগবা, বেল রিয়াল মাদ্রিদ

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুন : আসন্ন মৌসুমের জন্য ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছে ইউরোপের ক্লাবগুলো।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে পল পগবা যুগের অবসান হতে চলেছে। ফরাসি মিডফিল্ডারের বিদায় এতদিন ছিল ওপেন সিক্রেট। এখন সেটি রূপ নিয়েছে আনুষ্ঠানিকতায়।



২০১৬-তে ৯০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফিতে ম্যানইউতে যোগ দেওয়া পগবা এ মাসের শেষ নাগাদ ইংল্যান্ড ছাড়বেন। আবারও জুভেন্টাস হতে পারে তার গন্তব্য। ২০১২-তে ম্যানইউ থেকে জুভেন্টাসে গিয়ে ২০১৬-তে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবে ফিরেছিলেন ২৯ বছর বয়সি পগবা।

এদিকে রিয়াল মাদ্রিদে বর্ণিল ক্যারিয়ার শেষে গ্যারেথ বেল স্প্যানিশ ক্লাব ছাড়ছেন। রিয়ালের সঙ্গে তার চুক্তি শেষ। বিদায়বেলায় এক আবেগঘন চিঠিতে রিয়ালের সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ওয়েলস ফরোয়ার্ড। ২০১৩ সালে তিনি স্পেনের রাজধানীতে এসেছিলেন।

ম্যানইউর সঙ্গে জেসে লিনগার্ডেরও চুক্তি শেষ। তিনিও ইংলিশ ক্লাব ছাড়ছেন। পগবা ইংলিশ ক্লাবের হয়ে নিজের শেষ ম্যাচ খেলার কয়েক ঘণ্টা পর ম্যানইউ লিনগার্ডেরও বিদায়ের খবর নিশ্চিত করে।



বৈশ্বিক মহামন্দার নতুন শঙ্কা

ড. ফরিদুল আলম

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে বিষয়টি এখন স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো, এই যুদ্ধটি দীর্ঘমেয়াদি রূপ নিতে যাচ্ছে। আর এই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্ব। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে বারবার শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের দাবির বিপরীতে পশ্চিমা বিশ্ব বরাবরই তাদের অনীহা দেখিয়ে আসছে এবং ইউক্রেনকে অনেকটা জোর করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকিয়ে রাখছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা দিয়েছেন, শিগগিরই রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে তাঁরা আরো আধুনিক সমরাস্ত্র পাঠাচ্ছেন ইউক্রেনে।

মূলত দোনবাস অঞ্চলে কয়েক দিন ধরে রাশিয়ার তীব্র আক্রমণ এবং সেখানে ইউক্রেনের দুরবস্থা যেন অন্যান্য অঞ্চলে নিয়োজিত ইউক্রেনীয় সেনাদের মনোবল নষ্ট না করে সেদিকে এখন নজর তাঁদের। সাফ কথায় এই যুদ্ধ যেন দ্রুত শেষ না হয় কিংবা দুই পক্ষের মধ্যে কোনো সমঝোতা না হয় সেদিকে তৎপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলো।

এদিকে এই যুদ্ধকে ছাপিয়ে বর্তমান সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জ্বালানি তেলের দামের ঊর্ধ্বগতি। ইইউ এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ তারা রাশিয়া থেকে তেল আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেবে। শুধু পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ চলমান থাকার বিষয়ে তারা একমত হয়েছে। ইইউ দেশগুলো রাশিয়া থেকে যে পরিমাণ তেল আমদানি করে এর দুই-তৃতীয়াংশই আসে সমুদ্রপথে, আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ আসে পাইপলাইনের মাধ্যমে। সুতরাং সিদ্ধান্তটি কার্যকর হলে ইউরোপের দুই-তৃতীয়াংশ তেলের চাহিদার বাজার হারাতে যাচ্ছে রাশিয়া। এ ক্ষেত্রে হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া ও চেক রিপাবলিক তাদের প্রয়োজনীয় তেলের বেশির ভাগ রাশিয়া থেকে আমদানি করে আসছে বলে এর বিকল্প বাজার অন্বেষণে সময় দিতে আগামী বছরের শেষ নাগাদ এই তিনটি দেশ সিদ্ধান্তের বাইরে থাকবে। রাশিয়ার ওপর নতুন করে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নিয়ে এটা হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ দফা নিষেধাজ্ঞা এবং এই নিষেধাজ্ঞার আওয়ায় নতুন করে আরো তিনটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি ব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইইউয়ের এই নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউক্রেনে যুদ্ধের জন্য রাশিয়া যে বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করছে এর মূল উৎস তেল বিক্রি বন্ধ করে তাদের নতুন করে চাপে ফেলা। এখানে উল্লেখ্য, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের প্রায় অর্ধেকের বেশি ক্রেতা এই ইউরোপীয় দেশগুলো এবং এর মধ্যে স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও চেক রিপাবলিক তাদের প্রয়োজনীয় তেলের যথাক্রমে ৯৬, ৫৮ ও ৮০ শতাংশ আমদানি করে রাশিয়া থেকে।

ইউরোপীয় দেশগুলো এই নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি রাশিয়ার তেলের বিকল্প বাজার, যা তাদের চাহিদা পূরণ করবে সেটা নিয়ে যেমন দুশ্চিন্তায় রয়েছে, তেমনি এই সংকট দীর্ঘতর হলে এবং এই দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিকল্প উৎস কতটুকু সহায়ক হবে সেটা নিয়েও চিন্তিত। এখানে এটাও বলা চলে যে ইইউভুক্ত কোনো কোনো দেশ এই সিদ্ধান্তকে যে খুব একটা খুশি মনে মেনে নিচ্ছে তা-ও কিন্তু নয়। বিশেষ করে জার্মানি ও ইতালির মতো দেশগুলো অনেক বেশিমাত্রায় রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল এবং ইইউয়ের অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এটি হতে যাচ্ছে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন, তেলের পাশাপাশি ইইউ আগামী বছরের শেষ নাগাদ রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার বিষয়ে একমত হয়েছে। ২০২১ সালে ইউরোপীয় দেশগুলোর গ্যাস চাহিদার ৪০ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। এর মধ্যে ইতালি ও জার্মানিতে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। এ ক্ষেত্রে ইইউ এই গ্যাসের বিকল্প বাজার হিসেবে কাতার, আলজেরিয়া ও নাইজেরিয়াকে বিবেচনা করছে। তবে এখানে কিছু কারিগরি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। হঠাৎ করে এই অতিরিক্ত চাহিদা পূরণে তাদের অনেক ধরনের প্রস্তুতির বিষয় রয়েছে এবং সেই সঙ্গে এটা তাদের জন্যও ভবিষ্যতে কতটুকু টেকসই হতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে ভাবনার বিষয় তো আছেই।

এখন কথা হচ্ছে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করে দিলে ইউরোপীয় দেশগুলোর চাহিদা মেটাতে এর বিকল্প বাজার কি আছে? এ ক্ষেত্রে ওপেক ও ওপেকপ্লাস দেশগুলোকে উৎপাদন বাড়াতে বলা হচ্ছে। কিছু ওপেক দেশ রয়েছে, যাদের ওপর রাশিয়ার একধরনের প্রভাব রয়েছে, তারাসহ কিছু দেশ এই মুহূর্তে বিদ্যমান কাঠামোর বাইরে উৎপাদন সহসা বাড়ানো সম্ভব নয় বলে ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী তেলের বাজারে নতুন করে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। গত ১ জুন আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্প্রতিক মাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেড়ে গিয়ে ব্যারেলপ্রতি অপরিশোধিত তেলের মূল্য এসে দাঁড়ায় ১২০ ডলার, যা এর আগের সপ্তাহের তুলনায় ১০ ডলার বেশি। ধারণা করা যাচ্ছে, তেলের বিকল্প বাজারের খোঁজ করতে না পারলে এটা হয়তো খুব দ্রুতই ১৫০ ডলারে গিয়ে ঠেকবে বা সেটাও ছাড়িয়ে যাবে। আর যদি এমনটা হয়, তাহলে তেলের মূল্যবৃদ্ধিজনিত জীবনযাত্রার ব্যয় অসহনীয় হয়ে উঠবে এবং নতুন এক বৈশ্বিক মহামন্দা মোকাবেলা করতে হবে গোটা বিশ্বকে।

অনুমিত সমস্যা সমাধানের একটা বিকল্প হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ লাতিন আমেরিকার দেশ এবং অন্যতম বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী ভেনিজুয়েলার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞার শর্ত শিথিল করে সেখানে তেলের নতুন বাজার সৃষ্টির কথা ভাবছে। বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে ভেনিজুয়েলা। তারা এরই মধ্যে তাদের তেল উৎপাদন দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় প্রতিদিন আট লাখ ব্যারেলে উন্নীত করেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাশিয়া থেকে ২০২১ সালের তথ্য অনুসারে এক দিনের চাহিদা (এক লাখ ৯৯ হাজার ব্যারেল) পূরণে যথেষ্ট সহায়ক। তারা প্রত্যাশা করছে, এর ফলে তেল বিক্রি করে এ বছরের শেষ নাগাদ তাদের অর্থনীতি ২০ শতাংশ অধিক অগ্রগতি অর্জন করবে। তবে রাশিয়ার সমান সক্ষমতা অর্জন করে গোটা বিশ্ব দূরে থাকুক, কেবল ইউরোপের চাহিদা মেটাতে কোনোভাবেই এটা বিকল্প হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক অব গ্লোবাল রিসার্চ সম্প্রতি তাদের এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিকল্প ও টেকসই বাজার না থাকায় রাশিয়ার ওপর ইউরোপের এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে বিশ্বব্যাপী আশির দশকের মতো তীব্র জ্বালানি সংকট দেখা দেবে, যা মহামন্দায় রূপ নিতে পারে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার তেল ও গ্যাস আমদানির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। ইইউ তাদের সাম্প্রতিক সময়ের পদক্ষেপে রাশিয়া থেকে আমদানি বন্ধ করে রাশিয়ার ওপর আর্থিক ক্ষতির যে দায় চাপানোর চিন্তা করছে সেটা অনেকটা নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার শামিল। কারণ রাশিয়া থেকে অনেক বছর ধরেই তাদের তেল চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ আসছে পাইপলাইনের মাধ্যমে। এখন সেই পাইপলাইন বন্ধ থাকবে, রাশিয়ার তেলের বাজারে হয়তো ধস নামবে; কিন্তু নতুন কোনো দেশের পক্ষে এই পাইপলাইনে যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়, আমদানির পুরোটাই করতে হবে সমুদ্রপথে। আর বিকল্প বাজারের সংকট তো রয়েছেই।

প্রায় আড়াই বছর ধরে বৈশ্বিক করোনা মহামারি সামাল দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, শিল্প-কারখানাগুলো সচল হয়েছে। এদিকে ইউরোপে গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। পর্যটনের মৌসুম চলছে সেখানে। তেলের চাহিদা বাড়ছে। এই সংকট মোকাবেলায় তেলের জন্য অতিরিক্ত খরচ মানে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া। সমস্যাটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে আরো বেশি প্রকট, বিশেষ করে ক্ষুদ্র দেশগুলোর জন্য। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে নিষেধাজ্ঞার হুমকির মুখে রাশিয়া পাল্টা হুমকি দিয়ে জানিয়েছে, এর ফলে বিশ্বব্যাপী এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

প্রায় আড়াই বছর ধরে বৈশ্বিক করোনা মহামারি সামাল দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, শিল্প-কারখানাগুলো সচল হয়েছে। এদিকে ইউরোপে গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। পর্যটনের মৌসুম চলছে সেখানে। তেলের চাহিদা বাড়ছে। এই সংকট মোকাবেলায় তেলের জন্য অতিরিক্ত খরচ মানে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া। সমস্যাটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে আরো বেশি প্রকট, বিশেষ করে ক্ষুদ্র দেশগুলোর জন্য। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে নিষেধাজ্ঞার হুমকির মুখে রাশিয়া পাল্টা হুমকি দিয়ে জানিয়েছে, এর ফলে বিশ্বব্যাপী এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের পর রাশিয়া বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। তাদের দৈনিক তেল উৎপাদন সক্ষমতা এক কোটি ১৩ লাখ ব্যারেল। রাশিয়ার তেলের ৬০ শতাংশ ইউরোপে, ২০ শতাংশ চীনে এবং বাকি ২০ শতাংশ সারা বিশ্বে রপ্তানি হয়। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়া এখন ঘোষণা দিয়েছে, প্রয়োজনে বাজারদরের চেয়ে কমে তারা তেল বিক্রি করবে। চীন ও ভারত রাশিয়া থেকে তাদের তেল ক্রয় অব্যাহত রেখেছে এবং সাম্প্রতিক সময়গুলোতে তাদের চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত তেল কিনে মজুদ করে রাখছে। এ ক্ষেত্রে তারা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করছে না। বাংলাদেশকেও সম্প্রতি রাশিয়া সরকারের তরফ থেকে তেল ক্রয়ের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সব শেষে যে যুদ্ধ ঘিরে আজকে আমরা এক চরম বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এর দায় কতটুকু রাশিয়ার আর কতটুকু পশ্চিমা দেশগুলোর–এসব যতটুকু না চর্চা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি চর্চিত হচ্ছে তারা কিভাবে আগে এই সংকট থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। কোনো দায় না থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এই সংকট মোচনে ক্রমান্বয়ে একা হয়ে পড়ছে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

'ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান'কে এক

(শেষের পাতার পর)

বন্দুক হামলা দমনে বাইডেন প্রশাসনের কঠোর আইন প্রয়োগের বিকল্প নেই। সবার দাবী এই সমস্যা মোকাবেলা 'ডেমোক্র্যাট আর রিপাবলিকান' দলের নেতার বিনাশর্তে এক টেবিলে বসা উচিৎ। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক বন্দুক হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে হ্যান্ডগান কেনাবেচা বন্ধ রাখতে পার্লামেন্টে একটি আইনের খসড়া উত্থাপন করেছে কানাডার সরকার। বন্দুক নিয়ন্ত্রণ প্যাকেজের অংশ হিসেবে এ আইন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা। টেক্সাসের স্কুলে হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার (১ জুন) ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যের তুলসা শহরের সেন্ট ফ্রান্সিস মেডিকেল সেন্টারে বন্দুক হামলা হয়েছে। এই ঘটনায় ৫জন নিহত হয়েছেন। সেন্ট ফ্রান্সিস হাসপাতাল ক্যাম্পাসের বাইরে তুলসার ডেপুটি পুলিশ প্রধান জোনাথন ক্রকস সাংবাদিকদের বলেন, অভিযুক্ত বন্দুকধারীও মারা গেছেন। মূলত আত্মঘাতী আঘাতের কারণেই প্রাণ হারিয়েছেন ওই অভিযুক্ত। ক্রকস আরও বলেছেন, পুলিশ হামলাকারী লোকটির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে। তার বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হবে। মেডিকেল সেন্টারে গোলাগুলির বিষয়ে ফোনকল পাওয়ার তিন মিনিট পর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এর পাঁচ মিনিট পর সেখানে হামলার শিকার কয়েকজন ব্যক্তি ও সন্দেহভাজন হামলাকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তারা। অভিযুক্ত বন্দুকধারীর হাতে একটি রাইফেল ও একটি হ্যান্ডগান ছিল। তুলসা শহরের মেয়র জি টি বাইনুম হামলার খবর পাওয়ার পরপরই ব্যবস্থা নেওয়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মেডিকেল সেন্টারের নাটালি বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় বন্দুক হামলার এই ঘটনা ঘটে। যেখানে একটি অর্থোপেডিক সেন্টার-সহ ডাক্তারের চেম্বার রয়েছে। তুলসার আরেক উপ-পুলিশ প্রধান এরিক ডালগিস্টস বলেছেন, হামলায় নিহতদের মধ্যে কর্মচারী ও রোগীরাও রয়েছেন বলে মনে করছেন তিনি।

আইওয়া অঙ্গরাজ্যের গির্জার বাইরে বন্দুক হামলায় নিহত ৩

অপরদিকে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের একটি গির্জার পার্কিং লটে গুলি চালিয়ে দুই নারীকে হত্যা করেছে এক বন্দুকধারী। পরে নিজের গুলিতে হামলাকারীও নিহত হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ জুন) এ ঘটনা ঘটে। বন্দুক সহিংসতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এক ভাষণের কিছুক্ষণ পরই আইওয়ার বন্দুক হামলার ঘটনাটি ঘটে। স্টোরি কাউন্টি শেরিফ কার্যালয়ের চিফ ডেপুটি নিকোলাস লেনি বলেন, কর্নারস্টোন চার্চের (গির্জা) বাইরে আইওয়ার বন্দুক হামলাটি ঘটে। এছাড়াও বৃহস্পতিবার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের একটি সমাধিক্ষেত্রের পাশে এক ব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বন্দুক হামলায় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ ও স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। গ্রেসল্যান্ড সমাধিক্ষেত্রে একাধিক গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন।

অস্ত্র কেনাবেচা বন্ধ করছে কানাডা

বার্তা সংস্থ সিএনএন'র খবরে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত এই আইনে ম্যাগজিনের সক্ষমতা কমিয়ে আনা এবং বন্দুকের মতো দেখতে কিছু খেলনা নিষিদ্ধের কথাও বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে এক স্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে ১৯ শিশু ও দুই শিক্ষক নিহতের সপ্তাহখানেকের মধ্যে কানাডার সরকার এ আইনের প্রস্তাব করল। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, বন্দুক সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায় নতুন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি যে দিন দিন খারাপ হয় এবং মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে তা কেবল আমাদের দক্ষিণ সীমান্তের দিকে তাকালেই হবে। নতুন আইনে বন্দুকসংক্রান্ত খেলাধুলায় জড়িত শুটার, অলিম্পিক অ্যাথলেট ও নিরাপত্তারক্ষীদের হ্যান্ডগান কেনায় ছাড় দেওয়া হয়েছে।

কানাডার বন্দুকসংক্রান্ত আইন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কড়া, বন্দুক সহিংতার পরিমাণও যুক্তরাষ্ট্রের এক-পঞ্চমাংশ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম হলেও অন্য অনেক ধনী দেশের তুলনায় কানাডায় বন্দুকসংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা বেশি। ২০২০ সালে দেশটিতে এ ধরনের যত অপরাধ হয়েছিল, তা ছিল অস্ট্রেলিয়ার ৫ গুণ।














বাংলাদেশের অসহায় পথশিশুদের সাহাযার্থে নিউইয়র্কে পথমেলা

র‍্যাফল ড্র'র ক্লেমকারীর অর্থ ফেরৎ দেওয়া হবে : পল খান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নব গঠিত জ্যামাইকা বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন-এ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো পথমেলা। বাংলাদেশের অসহায় পথশিশুদের সাহাযার্থে রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকার ৮৪ এভিনিউতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটিতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য পথমেলায় নিউইয়র্কের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মরনোত্তর সম্মাণনা জানানো হয়। এরা হলেন বাংলাদেশ সোসাইটি সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ, খানস টিউটোরিয়াল-এর প্রতিষ্ঠাতা, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবীদ মরহুম ড. মনসুর খান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মান্নান বেকারী, গ্রোসারী ও সুপারমার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা, জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি মরহুম সাঈদ রহমান মান্নান। এছাড়াও মেলার কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বক্তব্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হরেক রকমের স্টল প্রভৃতি। মেলা উপলক্ষে 'পথকলি' শীর্ষক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। তবে মেলায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কনক চাঁপা বক্তব্য রাখলেও তিনি কোন গান পরিবেশন না করায় দর্শকরা হতাশ হয়েছেন। অপরদিকে নিধার্রিত সময়ের এক ঘন্টা আগে লোর কার্যক্রম বন্ধ এবং র‍্যাফর ড্র না হওয়া সহ বিভিন্ন কারণে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

এব্যাপারে মেলার আহ্বায়ক নাসির আলী খান পল ইউএনএ প্রতিনিধি-কে বলেন, বাংলাদেশের অসহায় পথশিশুদের সাহাযার্থে নবগঠিত জ্যামাইকা বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন এই মেলার আয়োজন করা হয়। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলার কথা থাকলেও নিরাপত্তার কথা ভেবে এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কথায় আমরা এক ঘন্টা আগে মেলার কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হই। ফলে মেলার নির্ধারিত র‍্যাফল ড্র করা সম্ভব হয়নি। এজন্য তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, যারা র‍্যাফল ড্র'র কুপন ক্রয় করেছেন তাদের অনেককেই কুপন ক্রয়ে অর্থ ফেরৎ দেয়া হয়েছে এবং বাকী যারা ক্লেম করবেন তাদের অর্থও ফেরৎ দেবো। তবে সবাই মিলে মেলাটি সফল করায় তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরেন।

বেলা ২টার দিকে আনুষ্ঠানিভাবে মেলার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কোরআন, বাইবেল ও গীতা থেকে পাঠ করার পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেলা কমিটির আহ্বায়ক নাসির আলী খান পল, সদস্য সচিব আহসান হাবীব, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আলী, আখতার বাবুল প্রমুখ।

বিকেলে জমে উঠে মেলার কার্যক্রম। এসময় আগামী নির্বাচনে নিউইয়র্ক ষ্টেট-এর গভর্ণর পদপ্রার্থী টম সোয়াজি ও তার রানিংমেট দিয়ানা রেইনাসহ মূলধারা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দসহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের পদচারণায় মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠে। অনেক প্রার্থী নেমে পড়েন নির্বাচনী প্রচারণায়। এরমধ্যে টম সোয়াজি ছাড়াও অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নেওয়াজের প্রচারণা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মূলধারা ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মঞ্চে মরহুম কামাল আহমেদ, মরহুম ড. মনসুর খান ও মরহুম সাঈদ রহমান মান্নান-এর পরবার বা তাদেও প্রতিনিধির হাতে মরোনাত্তর সম্মানণা তুলে দেয়া হয়। এই সম্মানণা তুলে দেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনক চাঁপা। এছাড়াও ৫ কভিড হিরো যথাক্রমে ডা. নাজমুল এইচ খান, ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান চৌধুরী, ডা. এস চৌধুরী, ডা. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং সেরা নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রানো মালিক, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ ও মুনমুন বারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে টম সোয়াজি, দিয়ানা রেইনা ও স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জি জিনারো ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেলার প্রধান স্পন্সর, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, ভার্জিনিয়াস্থ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ভিসি ও প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিফ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নেওয়াজ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ।

মেলায় প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ও সোনিয়া সিরাজ।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

বিশ্বব্যাংকের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের

(শেষের পাতার পর)

ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনের আনন্দ সমাবেশের প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। স্থানীয় সময় আগামী ২৪ জুন বিকেল ৩টায় এ আনন্দ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনসমূহ।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান জানান, আগামী ২৫ জুন সকাল ১০টায় (বাংলাদেশ সময়) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করবেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সময় ২৪ জুন বিকেল ৩টায় ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনের আনন্দ সমাবেশের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তিনি ঐদিনের আনন্দ সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ছাড়াও দলের সব অঙ্গসংগঠন ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রবাসীদের যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সমাবেশ সফল ও স্বার্থক করার আহবান জানান।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে বর্তমান সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের নামে বিশ্বব্যাংকের মিথ্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। এক হাজারের বেশি নেতা-কর্মী নিয়ে ২০১২ সালের ১১ জুন বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।





এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ২৪ জুনের কর্মসূচী উপলক্ষ্যে বিবৃতি দিয়েছেন। সংগঠনের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম প্রেরীত বিবৃতিতে ড. সিদ্দিক-আজাদ বলেছেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী জুন ২৫ তারিখে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ঐতিহাসিক উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। এ এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন বাঙালী জাতির জন্য। পদ্মা সেতু বাঙালী জাতিকে যেভাবে বিশ্বের বুকে গর্বিত করেছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রেরণা দিয়েছে, জুগিয়েছে সাহস ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়; ঠিক তেমনি- আজ প্রতিটি সচেতন মানুষের মনে দৃপ্ত সাহস সঞ্চার করা এবং শত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণার প্রতীকেও পরিণত হয়েছে স্বপ্নের পদ্মাসেতু। এ ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত দিনটিকে আরও স্মরণীয় করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের অনুসরণ কারীরা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এক বিশাল আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করেছে আগামী ২৪জুন বিকেল ৩টা উদ্বোধনের প্রাক্কালে।

দলমত নির্বিশেষে আনন্দ সমাবেশে যোগ দিয়ে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিনীত আবেদন রাখছি।'

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"



যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com







বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের সভা

(শেষের পাতার পর)

বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এমপি, এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি এবং পরিবেশ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি হোসে ডব্লিউ ফার্নান্দেজ উক্ত আলোচনায় সহ-সভাপতিত্ব (কো-চেয়ার) করেন।

বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপি, বেগম শামসুন নাহার এমপি, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ সহিদুল ইসলামসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন।

বৈঠকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যাম্বাসেডর কেলি কেইডারলিং, অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কিন ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রিস্টোফার উইলসন, শ্রম বিভাগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি থিয়া লি এবং সংশ্লিষ্ট আমেরিকান দফতরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা সালমান রহমান অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের অগ্রাধিকার প্রবেশ, পণ্য উৎপাদনে এবং টেকনোলজি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অধিকতর মার্কিন বিনিয়োগ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (ডিএফসি) অর্থায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহবান জানান। তিনি আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের জন্য একক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন। উপদেষ্টা বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক ফ্রিল্যান্সারদের সুবিধা গ্রহণ করে হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ করার জন্য মার্কিন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বিনিয়োগবান্ধব নীতির ধারাবাহিকতাকে গত ১৩ বছরে বাংলাদেশের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির মূল কারণ হিসেবে বলে চিহ্নিত করেন।

আন্ডার সেক্রেটারি হোসে ডবিউ ফার্নান্দেজ বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কোভিড-১৯ টিকাদানে চমকপ্রদ সাফল্যের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের শ্রমখাতে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে আন্ডার সেক্রেটারি ফার্নান্দেজ শ্রম বিষয়ে দুই দেশের যুক্ত থাকার জন্য একটি নিয়মিত আলোচনা প্রক্রিয়া (কনসাল্টেশন মেকানিজমের) প্রস্তাব করেন।

শ্রম বিষয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর তুওমো পাউটিআইনেন শ্রম খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেন। এএফএল-সিআইও গোবাল ওয়ার্কার্স রাইটস কোঅর্ডিনেটর লরা গুতিরেজ, সলিডারিটি সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক শনা বাদের-বাউ এবং বাংলাদেশের শ্রমিক প্রতিনিধি কাজী রহিমা আক্তার আলোচনার এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন।

উভয় পক্ষ জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য শক্তি, সমুদ্র এবং সুনীল অর্থনীতি, কোভিড-১৯, পর্যটন ও হসপিটালিটি এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের বিষয়ে সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে। বাংলাদেশ ঢাকা ও নিউইয়র্কের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। উভয় দেশের প্রতিনিধিরা দ্রুত ফ্লাইট পুনরায় চালু করার জন্য একযোগে কাজ করার ব্যাপারে সম্মত হন।

উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের ভিসা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উভয় পক্ষ ২০২৩ সালে ঢাকায় সুবিধাজনক সময়ে তৃতীয় অর্থনৈতিক আলোচনা আয়োজন করতে সম্মত হয়। বৈঠক শেষে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কানাডায় ম্যারাথনে দুই

(শেষের পাতার পর)

॥আলবার্টা প্রদেশের 'শ্রেষ্ঠ রোড রেস' হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় দুই বছরের শিশু থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ সবার বিভিন্ন দূরত্বের দৌড় কিংবা হাঁটায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুরো ক্যালগেরি নগরী উৎসবমুখর হয়ে উঠে। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দূরত্বের মধ্যে আল্ট্রা (৫০ কিমি), ফুল (৪২.২ কিমি) আর হাফ (২১.১) ম্যারাথন দৌড় সর্বাধিক জনপ্রিয়।

সদ্যসমাপ্ত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ক্যালগেরি বসবাসরত প্রবাসীদের জন্য একটু ভিন্ন অভিজ্ঞতা ছিল। এবারের ২৯মে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রায় চার হাজার পাঁচশজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

এ বছরও ক্যালগেরি ম্যারাথন দৌড় দুটি পদ্ধতিতে হয়েছে- ভার্চুয়ালি ও সরাসরি। ফুল ম্যারাথন (অর্থাৎ ৪২.২ কিমি) ক্যাটাগড়িতে ৬৫৪ জন অংশগ্রহণ করেন। তারমধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো দুইজন বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ক্যালগেরিতে বসবাসরত প্রবাসী বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক জাহিদ হক ও নবাংশু শেখর দাস অন্যতম।

নাট্য ব্যক্তিত্ব জাহিদ হক জানান, কানাডার মাটিতে এ এক অন্যরকম অনুভুতি। গতমাসেও আমি কানাডার টরেন্টোতে ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিলাম। একটিভ লিভিং এ অভ্যস্ত হতে এবং প্রেরণা জাগাতে ম্যারাথন দৌড়ের বিকল্প নেই । অন্যদিকে নবাংশু শেখর দাস জানান, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার অন্যতম উপায় হাঁটা অথবা দৌড়। এর কোন বিকল্প নেই। এটা শুরু করলে যে ফিজিক্যাল ও মানসিক প্রশান্তি আসে, তা উপলব্ধি করার পর কেউ আর ছাড়তে পারবে না। বিদেশের মাটিতে গতবছর ও আমার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যপী ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ক্রমেই জনপ্রিয় উঠছে। স্থিতি সরাসরি মৃত্যু না ঘটালেও যন্ত্রনির্ভর আমাদের দৈনন্দিন স্থবির জীবন চর্চা আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রধান হুমকি। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে একটিভ লিভিং বা সচল জীবন যাত্রার বিকল্প নাই। আর তাই তো প্রবাদে আছে- 'গতিই জীবন, স্থিতিই মরণ।'

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

সিলেটের বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান

(শেষের পাতার পর)

প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু বন্যার্ত নয়, দেশের বিপদগ্রস্ত যেকোন মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামর্থবান সকল নাগরিকের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, আমরা বাংলা সিডিপ্যাপ-এর পক্ষ থেকে সাধ্যমত সিলেটের বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছি, সকল প্রবাসী আপনারাও বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান।



এদিকে বাংলা সিডিপ্যাপ-এর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে: ভয়াবহ বন্যায় ভাসছে স্বদেশের হযরত শাহজালাল (র.) এর স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি সিলেট। জীবন ধারণের খাবার ও বিশুদ্ধ পানির জন্য চারদিকে হাহাকার। পরিবার-পরিজন ও গৃহ পালিত গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে মানুষ। যে দিকে চোখ যায় শুধুই অথৈ পানি। পর্যাপ্ত সরকারি সাহায্যের অভাবে বিপন্ন বানভাসী সিলেটের মানুষ। স্থানীয়ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অনেকে। বিদেশ থেকেও সহায়তা করছেন প্রবাসী সিলেটবাসী। এর বাইরেও সুদূর নিউ-ইয়র্ক থেকে সিলেটের বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে নিউইয়র্কের খ্যাতিমান হোমকেয়ার এজেন্সি–বাংলা সিডিপ্যাপ ও এ্যালেগ্রা হোমকেয়ার ইন্‌ক। 'মানুষ মানুষের জন্য'-এই শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে এসেছে সেবাধর্মী এ প্রতিষ্ঠান। দূর-প্রবাস থেকেও যে দুর্দিনে স্বদেশ-স্বজনের পাশে দাঁড়ানো যায় আবারো তার প্রমাণ রাখলেন বাংলা সিডিপ্যাপ'র প্রধান নির্বাহী ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কলামিস্ট আবু জাফর মাহমুদ। সব দুর্যোগ-দুর্বিপাক রুখে দিয়ে বাংলাদেশকে ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বন্যাকে ভয় না করে হাতে হাত রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন আবু জাফর মাহমুদ।

তিনি মনে করেন জীবন-জীবিকার জন্য দেশের মানুষ লড়ছে। বাঁচার এ লড়াইয়ে জয়ী হতে হবে এমন ভাবনাই তার। সিলেটের বন্যাদুর্গতদের পাশে তার প্রতিষ্ঠানের মতো সবাইকে এগিয়ে আসার উদাত্ম আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সিডিপ্যাপ নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশী প্রবীণদের সেবায় নিয়োজিত। বাংলা সিডিপ্যাপ'র বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়িক শ্লোগান পরিহার করে বন্যা কবলিতদের সাহায্যে এগিয়ে আসার ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রচারণা চালিয়েছেন তিনি। যা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ২০১১ সাল থেকে বাংলা হোমকেয়ার নামে কমিউনিটিতে শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম প্রবীণদের হোমকেয়ার সেবা ও সেবক/সেবিকাদের ট্রেনিং দিয়ে আসছেন। প্রতিষ্ঠানটি লিড এফআই হিসেবে নির্বাচিত। ২০২০ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে হোমকেয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রে 'লিড এফআই' (লিড ফিস্কেল ইন্টারমেডিয়ারি) প্রদানের জন্য নিউইয়র্ক হেলথ ডিপার্টমেন্ট সকল হোমকেয়ার এজেন্সীগুলোর কাছ থেকে আবেদন গ্রহন করে। এতে প্রায় ৪০০ আবেদন জমা পড়ে। এরমধ্যে ৬৫টি এজেন্সীকে নির্বাচিত করা হয়। যেসব এজেন্সীতে ৪০০ বা তার অধিক ক্লায়েন্ট রয়েছে তারাই এই উপাধি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাপ্পী-দীঘির অভিমানের

(শেষের পাতার পর)

হিসেবে অভিষেক বাপ্পীর বিপরীতে, বিষয়টিতে খুশিই ছিলেন দীঘি। দীঘির সঙ্গে ফটোশুটও করা হয়েছিল বাপ্পীর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাপ্পী ওই ছবিতে অভিনয় করেননি।

ছবিতে চুক্তি বাবদ নেওয়া টাকাও প্রযোজককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এ অভিনেতা। পরে সাইমন দীঘির নায়ক হচ্ছেন এমন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়নি, দীঘির নায়ক হয়েছিলেন আসিফ ইমরোজ। এই সিনেমা নিয়ে নানা আলোচনা সমালোচনাই হয়েছিল।

ছবির সূত্র জানিয়েছিল শিডিউল জটিলতা ও লুক নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে মতপার্থক্যে ছবিটি ছাড়তে হয়েছে বাপ্পীকে। সে পুরনো কথা। এই নিয়ে দীঘি যে অভিমান পুষে রেখেছিলেন তা সিনেমাপাড়ায় বেশ ভালোভাবেই আলোচিত।

গম্প্রতি একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বাপ্পী ও দীঘিকে একত্রে দেখা গেল। বসেছিলেন পাশাপাশি। আলাপচারিতায় মেতে উঠেছিলেন। খেয়াল করেননি ক্যামেরা। দীর্ঘ সময় কথা বলতে দেখা যায় দীঘি ও বাপ্পীকে। এসময় মাঝে মাঝেই দীঘিকে হেসে উঠতে দেখা যাচ্ছিল, কী কথা বলছিলেন তারা। মাঝে মাঝে দীঘি কান বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বাপ্পী কানে কানেও বলে যাচ্ছিলেন। একাধিকবার তাদের এভাবেই দেখা যায়।

এ দৃশ্য স্পষ্টই বলে দেয় সম্পর্কের শীতলতা যদি থেকেই থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কেটে গেছে। তবে কি এই দুজনকে ফের একত্রে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো? বিষয়টি নিয়ে একেবারে মুখ খুলতে চাননি বাপ্পী। বললেন, 'আমরা শিল্পী। একত্রে দেখা যেতেই পারে। তবে এমন কোনো আলাপ হয়নি আমাদের।'

দীঘি অবশ্য এ বিষয়ে তেমন কিছুই বলতে চাইলেন না। বললেন, 'এখনো নতুন কোনো সিনেমা করার বিষয়ে আলাপ হয়নি।' অবশ্য দীঘি ব্যস্ত তাঁর মুক্তি পেতে যাওয়া ওয়েব ফিলম 'শেষ চিঠি' নিয়ে।

৪২ বছর পর দেশে ফিরে গেলেন

(শেষের পাতার পর)

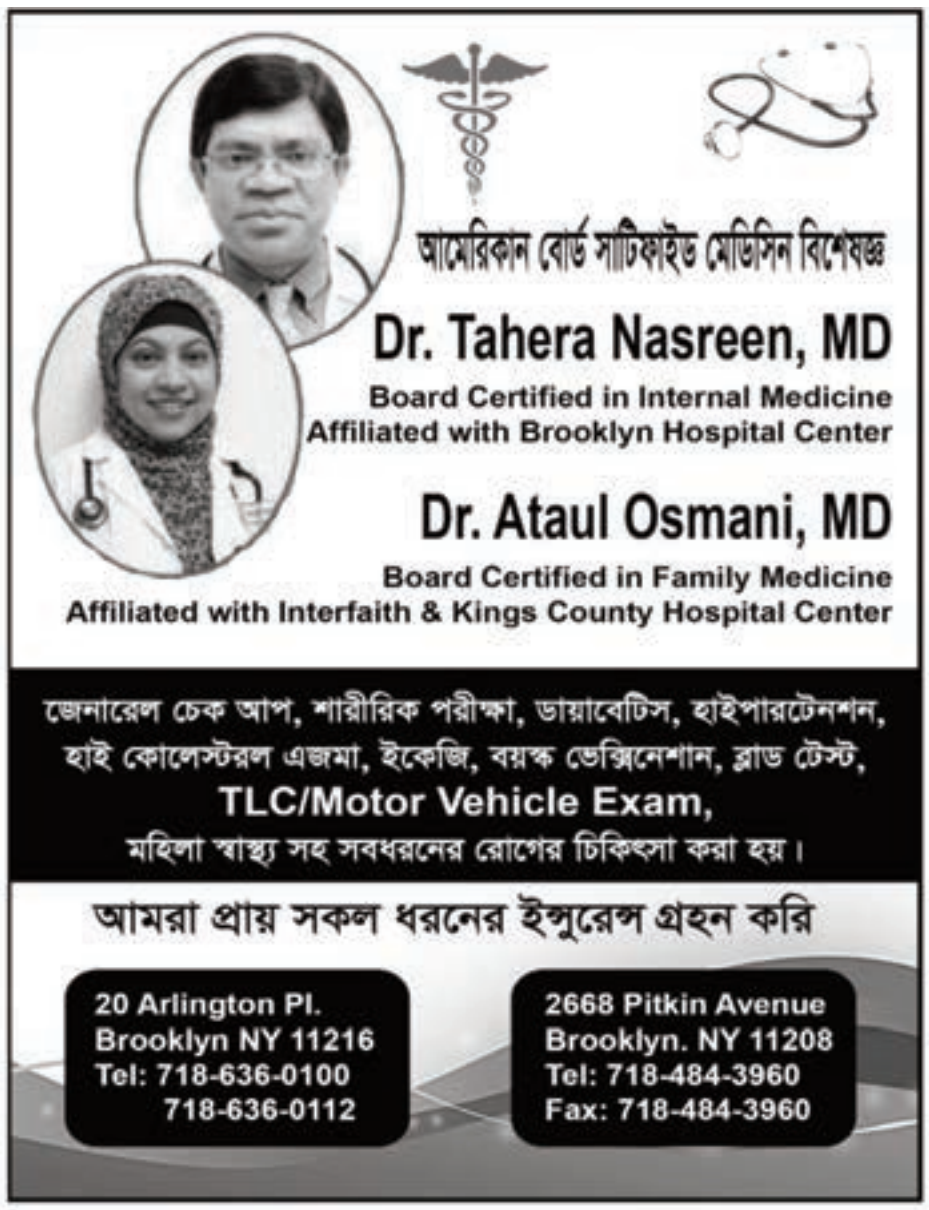
বাংলাদেশে পরিবারের সাথে কাটাতে তিনি দেশে ফিরে যান। স্থানীয় সময় ২ জুন বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ২০ মিনিটে অ্যামিরাটসের একটি বিমানে জেএফকে থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রহওনা দেন বাউল দাদা খ্যাত সানোয়ার আহমেদ।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্টিটে ব্যস্ত এলাকায় বহু বছর ধরে রাস্তার ধারে ঝালমুড়ি আর পান বিক্রি করে সবার নজর কাড়েন বাউল দাদা। রোদ-বৃষ্টি-শীত-বরফ উপেক্ষা করে বছরের পর বছর বাংলাদেশ পাজার সামনের জায়গায় সরব অবস্থান ছিল বাউল দাদার। এই প্রবাসে তিন-চার ফুট পরিসরের এই খোলা জায়গাটিই যেন ছিল বাউল দাদার আপন আস্তানা। তবে তার এই প্রিয় স্থানটিতে সব সময় নিরাপদ-নিশ্চিন্তে থাকতে পারেননি তিনি। তার জন্য পোড়াতে হয়েছে অনেক কাঠ খোড়। কখনও কখনও তার ওপর নেমে আসে প্রশাসনের খড়গ। স্বদেশীরা তার প্রতিপক্ষ হন কেউ কেউ। ফুটপাথ থেকে বারবার উচ্ছেদ হন তিনি। ঝালমুড়ি ও পান বিক্রির সরঞ্জাম কেড়ে নিয়ে যায় প্রশাসনের লোকজন। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের সহায়তায় আবার তা ফিরেও পান তিনি। অনেক ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করেও ৭৩ স্ট্রিটের ওই জায়গাটুকু আঁকড়ে ধরে ছিলেন বাউল দাদা। দীর্ঘ সময় ধরে ৭৩ স্ট্রিটে ঝাল মুড়ি আর পান বিক্রি করেন। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে এ ব্যবসায় আর টিকে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তার। করোনা আর অসুস্থতার কারণে দেশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত করেছেন অবসর জীবন-যাপন।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনার

(শেষের পাতার পর)

এ তথ্য জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, গত এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী। একই সময় থেকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। তবে অভিযোগ রয়েছে, সরকারিভাবে আক্রান্তের যে সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে, বাস্তব সংখ্যা তারচেয়ে ৩০ গুণ বেশি। এদিকে নিউইয়র্ক সিটিতে সংক্রমণ বৃদ্ধির একটি প্রাথমিক সমীক্ষাতে সেই ইঙ্গিত মিলেছে। গবেষণা প্রতিবেদনের লেখক এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক স্কুল অব পাবলিক হেলথের মহামারি বিষয়ক অধ্যাপক ডেনিস ন্যাশ বলেছেন, 'দেখা যাচ্ছে, সংক্রমিতের সংখ্যা গণনায় সরকারিভাবে প্রায় ৩০ গুণ কম, যা অনেক আশ্চর্যের বিষয়।' গবেষণা প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক নিউ ইয়র্কবাসীদের প্রায় পাঁচজনের মধ্যে একজন- অর্থাৎ ২২ শতাংশ সম্ভবত ২৩ এপ্রিল থেকে ৮ মে এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর মানে হচ্ছে, এই শহরের ১৫ লাখ প্রাপ্তবয়স্কের দুই সপ্তাহের মধ্যে কোভিড হয়েছিল- যা, সেই সময়ের সরকারি গণনা থেকে অনেক বেশি। ন্যাশ জানিয়েছেন, গবেষণাটি নিউইয়র্কের উপর চালানো হয়েছে। তবে এই ফলাফলগুলি দেশের বাকি অংশের বেলায় সত্য হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে,দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের করোনা শনাক্ত পরীক্ষার সুযোগ অনেক ভালো। সেই হিসাব করলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সংক্রমণ পরিস্থিতি আরও খারাপ। তিনি বলেন, 'এটা খুবই উদ্বেগজনক। আমার কাছে এর মানে হচ্ছে, ভাইরাসটি বুঝতে এবং মোকাবিলায় আমাদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।'







বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

হেলপ ওয়ান্টেড

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউতে (বিএক্স ৩৬ বাস লেন) একটি কেনেডী ফ্রাইড চিকেন-এর জন্য লোক আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১ অথবা ৩৪৭-৮৬২-৪৭১৩

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডে ৪৮ স্ট্রীট এবং স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেইজমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেভেন ট্রেন সাবওয়ে ষ্টেশন সন্নিকটে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৫১২-১৫২০
মে-১৬/২৩

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

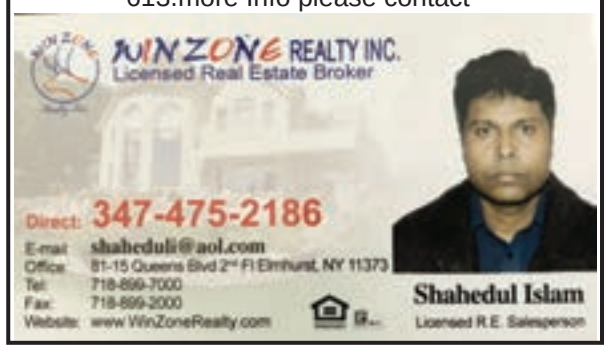
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি



দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিন

(শেষের পাতার পর)

বলেছেন, শুধুমাত্র প্রবাসীরাই পারেন দেশের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে। 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মডেল হওয়ায় অনেকেই দেশের এসব উন্নয়নকে পছন্দ করছেন না। তারাই দেশ ও প্রবাসে বসে সরকার ও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাচার করছে। তিনি বলেন, ধর্ম গেল ধর্ম গেল বলে জিকির তুলে একাত্তরের স্টাইলে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে একাত্তরের রাজাকার আর আলবদরের সেসব প্রেতাত্মারা। তিনি সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহনি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ-এর চেতনায় বিশ্বাসী প্রতিটি প্রবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান।

উল্লেখ্য, শেরপুরে রাজনীতিবিদ হুইপ আতিক ১৯৭১ সনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে শেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদে ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০ সনে তিনি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সনের ১২ জুন প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবং এখনাও নিজ এলাকার এমপি। অর্থাৎ তিনি টানা ৫ম বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি মহান জাতীয় সংসদের হুইপের দায়িত্ব পালন করছেন।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের এক রেস্তোরাঁয় গত ২৯ মে রোববার প্রবাসী শেরপুরবাসীদের দেওয়া এক সংবর্ধনার জবাবে হুইপ আতিউর রহমান উপরোক্ত কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র প্রধান উপদেষ্টা ও সংবর্ধনা কমিটির আহবায়ক সাংবাদিক আবুল কাশেম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাহিব ইসলাম। প্রধান অতিথি হুইপ আতিককে সস্ত্রীক ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সাদ ও নূরা। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামালপুর জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি জিল্লুর রহমান এবং সাংবাদিক লাবলু আনসার, হুইপের স্ত্রী শান্তনা রহমান শান্তা, কন্যা ডা. শারমিন রহমান অমি এবং অপি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শেরপুর জেলা সমিতির সভাপতি মামুন রাশেদ, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা সাদী, সাবেক সভাপতি নাহিদ রায়হান, জান্নাত রহমান তারামনি, আক্তারুজ্জামান, সারোয়ার আলম সিরাজুল ইসলাম, নাইস চৌধুরী ও রাকিবুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা হুইপ আকি-এর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং শেরপুর জেলার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবী জানান। বিশেষ করে শেরপুর জেলা সদরে পূর্ণাঙ্গ একটি ইউনিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং শেরপুর জেলাকে রেল যোগাযোগের আওতায় আনার পাশাপাশি জামালপুর ফেরিঘাট থেকে সাতপাকিয়া-বলাইয়ের চর-চকসাহাবদি-কুমড়ার চর-জংগলদী- ভীমগঞ্জ বাজার পর্যন্ত আঞ্চলিক সড়কের দ্রুত সংস্কারের জোর দাবী জানান।

শেরপুরবাসীদের দাবির জবাবে আতিক এমপি বলেন, বিষয়টি তিনি আগেই প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টিতে এনেছেন। এখন সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। অগ্রাধিকারের তালিকাতেও দেখেছি। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

আতিউর রহমান আতিক এমপি আরো বলেন, দেশে আজ সর্বত্রই গ্রাম-গঞ্জের চেহারা পাল্টে গেছে। উন্নয়নের পরশ পাচ্ছেন সর্বস্তরের মানুষ। তাই নিরপেক্ষভাবে সকলে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে বঙ্গবন্ধুর নৌকার নিরঙ্কুশ বিজয় কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এটাই বাস্তবতা এবং এটাই সত্য। সব প্রবাসীকে দেশে গিয়ে নিজ এলাকায় প্রত্যক্ষ করার আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো প্রবাসের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

'বিএনপি নেতা-কর্মীদের মুখে ঐক্যের কথা কর্মে বিভক্তি'

(শেষের পাতার পর)

হাতে হত্যাকান্ডের শিকার হন তিনি। জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করছেন এবং তিন তিনবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারী বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। মাত্র ৪৫ বছর বয়সেই তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালে সেনাবাহিনীর বিপথগামী সদস্যদের গুলিতে প্রাণ হারান। তিনি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। জিয়াউর রহমানের দুই ছেলের একজন তারেক রহমান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আরেক সন্তান আরাফাত রহমান কোকো, যিনি ২০১৫ সালে মালয়েশিয়ায় মারা যান। বড় ছেলে তারেক রহমানের পরিবারের মতো লন্ডনেই বসবাস করছেন কোকোর পরিবার।

নিউইয়র্কে সর্বজনীন অনুষ্ঠান আয়োজন

এদিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী বিগত কয়েক বছরের মতো এবছরও নিউইয়র্কে সর্বজনীন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী নামক একটি সংগঠন ঐদিন (৩০ মে) স্থানীয় ৭৩ স্ট্রীটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। বেলা ২টা থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচী। এই কর্মসুচী সফল করতে দেওয়ান মনিরকে আহ্বায়ক, সারওয়ার খান বাবুকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং আমানত হোসেন আমানকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সার্বিক তত্বাবধায়ক ছিলেন ইশতিয়াক রুমি।

জিয়াউর রহমানের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকীর কর্মসুচী সফল করতে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক-এর সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমী সকল প্রবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশীরা ছাড়াও বিএনপির নেতা-কর্মীরাও অংশ নেন। দলমতের উর্দ্ধে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হওয়ায় সকলের প্রশংসা কুড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র পৃথক পৃথক কর্মসূচী

অপরদিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ব্যানারে পৃথক পৃথকভাবে দলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। তারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে ঐক্যের কথা বললেও কার্যত কর্মকান্ডে বিভক্ত। ফলে বিগত এক যুগরও অধিক সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোন কমিটি নেই বা হচ্ছে না।

শহীদ জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল-এর নেতৃত্বে গত ২৯ মে রোববার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ ডাইভারসিটি প্লাজায় আলোচনা সভা, দোয়া ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী যোগ দেন।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আকতার হোসেন বাদল-এর নেতৃত্বে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) শাহাদৎবার্ষিকী ৩০ মে, সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের কর্সসূচী গ্রহণ করা হয়। দোয়া ও আলোচনার আগে তার ডাইভারসিটি প্লাজায় আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এতে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী যোগ দেন।

এছাড়াও সভাপতি কাজী আজম ও সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদের নেতৃত্বে ইন্টার ষ্টেট বিএনপি ইউএসএ'র উদ্যোগে ৩০ মে সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে দোয়া, তবারক বিতরণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

হিজাব প্রাকৃতিক পোষাক

(শেষের পাতার পর)

হিজাববিহিন নারী সামাজিকভাবে কুলষিত হয়। নারী মহান আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে অনন্য ও মূল্যবান একটি সৃষ্টি। আর আমরা খুব ভালো করেই জানি, পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ সহজলভ্য বা সহজ দৃশ্যমান নয়। মণিমুক্তা, স্বর্ণ-রূপ্য, হিরা জহরত মুল্যবান এ সম্পদগুলো খোলামেলা জায়গায় বা পথে-ঘাটে পাওয়া যায় না। এগুলো কঠিণ লৌহ কপাট বা ইস্পাত নির্মিত নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। আমরা আরো জানি যে, এ মূল্যবান পদার্থগুলো সহজলভ্য নয়। অত্যন্ত কঠিণ জায়গা থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। আমাদের নারী জাতি এগুলো থেকেও মূল্যবান। নারী তার নিজেকে সেভাবেই মূল্যায়ণ করতে হবে। মনে রাখবেন, মানুষ যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন প্রকৃতি তার কঠিণ প্রতিশোধ নিতে ভুল করে না। আমরা আমাদের চার পাশটায় এর অনেক উদাহরণ প্রত্যক্ষ করে থাকি।

পুরুষ-মহিলা আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের এক অসাধারণ মহিমা। আমার মনে হয় এটি সকল সৃষ্টজীবের মধ্যেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। জৈবিক চাহিদার দিক থেকেও সকল সৃষ্টিজীব একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পুরুষ-মহিলা দু'টি প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক কাঠামো এক নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ মানুষের শারীরিক ও মানসিক কাঠামো শক্ত ও মজবুত প্রকৃতির ওপর দাঁড় করেছেন, পক্ষান্তরে মহিলা মানুষের শারীরিক ও মানসিক কাঠামো কোমল ও নরম প্রকৃতিতে ছেড়ে দিয়েছেন। মানসিকভাবে পুরুষ অনেকটা চৈত্রের খরফাটা রুক্ষ মাটির মতো। পক্ষান্তরে মহিলাদের মানসিকতাকে করেছেন আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক। পুরুষ সংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য খরতাপ রুদ্রে পুড়ে দিন শেষে খিটখিটে মেজাজে ঘরে ফিরে যার থেকে সুখের পরশে প্রশান্তি লাভ করবে তিনি হলেন নারী। সুতরাং তার মেজাজ ও আচরণ প্রশান্তিদায়ক হওয়াই প্রকৃতির দাবী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক।" (সুরা বাকারা: ১৮৭) এ কথাটির তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। সংক্ষিপ্তাকারে এর অর্থ হলো, 'এঁরা একে অপরের পরিস্পূরক।' এ জন্য আল্লাহ তাদের মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কিন্তু এই 'আকর্ষণ'-এর সুযোগ গ্রহণ করেছে শয়তান। 'আকর্ষণ'-কে পুঁজি করে শয়তান নারী-পুরুষের মধ্যে কত যে বিপত্তি ঘটিয়েছে তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে শয়তান নারী জাতির শালীনতার পোষাক হিজাবকে ছুড়ে ফেলে দেয়ার কুমন্ত্রণা দিয়েছে। আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিজাব নিষিদ্ধ করা এরই অংশ। পৃথিবীর কুমতলববাজ আধুনিক প্রগতিবাদী গোষ্ঠী(?) নারীদের গোপন সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্যই নারীদের উলঙ্গ করার পরামর্শ দেয়। নারীদের তারা আধুনিকতা বা মিথ্যা প্রগতির বুলি শুনিয়ে এই ফাঁদে জড়িয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই এ ধরণের হিজাব নিষিদ্ধের ঘটনা ঘটছে, ভাল করে লক্ষ্য করবেন, এরা চরিত্রহীন, নারীলোভী বা অবৈধ নারী সৌন্দর্য ভোগী।

হিজাব নারীর প্রাকৃতিক পোষাক। ইসলাম নির্ধারণ করেছে যে, একজন পুরুষের লজ্জাস্থান তথা আওরাত হবে 'নাভী থেকে হাটুর পর্যন্ত' এবং তা অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। পাগল ছাড়া কোন সুস্থ ব্যক্তি তা খুলে রাখে না। আর মহিলাদের হাত, পা ও মুখ ছাড়া পুরো অবয়বই লজ্জাস্থান বা আওরাত। নারীর অপর নাম হলো 'আওরাত' অর্থাৎ তার পুরো অবয়বই আওরাত তথা লজ্জাস্থান হিসাবে পরিগণিত। সুতরাং তার পুরোটাই ঢেকে রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে আর সাজসজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তাছাড়া।" (সুরা নূর:৩০-৩১) আল্লাহর দু'টি আদেশ, এক, দৃষ্টি সংযত বা অবনত রাখা দুই, লজ্জাস্থান হেফাজত করা। নারী- পুরুষ উভয়ের জন্য এই হুকুম। নারীদের অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, তাদের সাজসজ্জা অন্যদের যাতে না দেখায়। অর্থাৎ নারীরা যাতে তাদের সৌন্দর্য অবৈধ নারী লোভীদের না দেখায়। নারী পুরুষ উভয়েরই দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং লজ্জাস্থান হিফাজত করবে। নবী স: এ ধরণের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তুপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়া চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে।(বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

নারী পুরুষ যেদিন থেকে তাদের লজ্জাস্থানকে উন্মুক্ত করেছে, সেদিন থেকে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আর প্রকৃতি তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। ফলে সারা পৃথিবীতে মানুষ আজ এমন সব অজানা জঠিলতার সম্মুখীন হচ্ছে যার সমাধান খুঁজে খুঁজে পৃথিবী আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমনই এক জঠিলতার নাম 'মরণব্যাধী এইডস'। এখন পর্যন্ত এই জঠিল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞগণ নর-নারীর অবাধ মেলামেশা, উদ্দাম, উশৃংখল ও বিকৃত যৌনাচার এইডসের প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাই পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবিসহ প্রায় সকল চিন্তাবিদই আজ একটি বিষয় খুব ভাল করে উপলব্ধি করে এ সিদ্বান্তে উপনিত হয়েছেন যে, 'মরণব্যাধি এইডস' থেকে বাঁচতে হলে 'ধর্মীয় অনুশাসণ মানতে হবে' 'বা ধর্মীয় জীবন-যাপন করতে হবে'। তাদের এ কথা থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হলো, নারী-পুরুষকে সার্বিক সুস্থ থাকতে হলে আল কুরআনের সংযত জীবনে ফিরে আসতে হবে। নারীদেরকে তাদের আপন ভুবণে ফিরিয়ে দিতে হবে। বাইরে বের হতে হলে হিজাবের সাথে বের হতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নারীর প্রতি পুরুষের ও পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। নারীর পছন্দ পুরুষের পৌরুষত্ব, সুঠাম, সৌষ্ঠব, শক্ত ও শক্তির অধিকারী শারীরিক অবকাঠামো ও মানসিক সামর্থবান পৌরুষত্বমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণ। শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এই বৈশিষ্ট্যগুলো চার দেয়ালে ভেতরে থেকে সৃষ্টি হয় না। বরং এ জন্য তাকে বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতের জগতের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করতে হবে। পক্ষান্তরে পুরুষের পছন্দ নরম, মুলায়েম, কামনা, বাসনা ও স্নিগ্ধের পরশ সম্পন্ন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নারী। নারীর এই গুণগুলো পুরুষের মতো বাইরের জগতে সৃষ্টি হয় না। যদি কোন নারী পুরুষের মতো বাইরে অবাধে খোলামেলা বিচরণ করে তাহলে তাঁর মূল্যবান এই সম্পদগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। যে কোন গোপন জিনিষের প্রতি মানুষের অতিরিক্ত কৌতুহল, আকর্ষণ ও আকাংখা চিরন্তন। কিন্তু সেই জিনিষটি যদি মানুষের সামনে এনে তার পর্যাপ্ততা বাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন তার প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, কৌতুহল শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া তার শারীরিক ও মানসিক অবকাঠামো বিকৃতরূপ ধারণ করে, না পুরুষ, না নারী। ফলে একে অপরের সুখ শান্তি বিনষ্ট হয় এবং মানসিক বিভেদ সৃষ্টি হয়। নারী হলো একটি কলার মতো কভারযুক্ত, এর ভেতরের অংশটুকুই উপাদেয়। এটিকে কভারমুক্ত রাখলে তা অখাদ্যে পরিণত হয়। এটি তিনিই তখনই উন্মুক্ত করবেন যিনি তার সাথে বিবাহসুত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। নারী হরিণের মতো লোকায়িত প্রাণী। হরিণ লোকায়িত প্রাণী বলেই যেমন তার মধ্যে অমূল্য সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভী সৃষ্টি হয় তেমনি নারীও পর্দার আড়ালে থাকে বলে তার আকর্ষণ তার মূল্য অনেক বেশী। কিন্তু তারা যদি একটি পাঁঠার মতো লোকালয়ের সাধারণ সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন তার থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তাছাড়া পর্দার আড়ালে থাকার কারণে তাদের সৌন্দর্যও বহুগুণে বেড়ে যায়, অনেকটা কভারযুক্ত তুলতুলে নরম ঘাসের মতো। তাদের প্রতি পুরুষের আর্কষণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

তাই বলে নারীরা বাইরের জগতে বিচরণ করতে পারবে না এমনটি ইসলাম বলে না। বাইরে যাবে বলেই তো ইসলাম হিজাব প্রথা বাধ্যতামূলক করেছে। বাইরে বা কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই হিজাব পরিধান করতে হবে। নারীকে যদি একটি ঘরের সাথে তুলনা করা হয় তবে বলতে হয়, একটি ঘরের দরজা জানালা থাকে। এবং ঐ ঘরে মূলবান ধন-সম্পদ থাকে। বাড়ীর মালিক কোথায় বের হলে, অবশ্যই তাকে ঘরের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে বের হতে হবে। মূল দরজায় একটি তালা ঝুলিয়ে দিয়ে পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেই বাইরে বেরুবে। অন্যথায় চোর তার ঘরের মূলবান সব সম্পদ চুরি করতে পারে। অদ্রুপ নারী যখন বাইরে বের হবে অবশ্যই তাকে ঐ ঘরের মতো তার শরীরের মূল্যবান সম্পদগুলো আড়াল করার জন্য দরজা জানালা বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ হিজাব পড়তে হবে। অন্যথায় লোভী চোরগুলোর লোল্যুপ দৃষ্টি তার মূল্যবান সম্পদের ওপর ফেলতে পারে এবং সুযোগ বুঝে তা ছিনিয়ে নিতে পারে।

ধন্যবাদ জানাই সে সাথে মহান রবের কাছে দু'আও করি বাংলাদেশের উচ্চতর বিচার বিভাগের সম্মানিত বিচারপতিদের জন্য যারা রায় দিয়েছেন যে, "বোরকা পরা সাংবিধানিক অধিকার" এবং ১৫টি জেলায় হেনস্তার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের আরো সুমতি দিন।

বাপ্পী-দীঘির অভিমানের

(শেষের পাতার পর)

হিসেবে অভিষেক বাপ্পীর বিপরীতে, বিষয়টিতে খুশিই ছিলেন দীঘি। দীঘির সঙ্গে ফটোশুটও করা হয়েছিল বাপ্পীর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাপ্পী ওই ছবিতে অভিনয় করেননি।

ছবিতে চুক্তি বাবদ নেওয়া টাকাও প্রযোজককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এ অভিনেতা। পরে সাইমন দীঘির নায়ক হচ্ছেন এমন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়নি, দীঘির নায়ক হয়েছিলেন আসিফ ইমরোজ। এই সিনেমা নিয়ে নানা আলোচনা সমালোচনাই হয়েছিল।

ছবির সূত্র জানিয়েছিল শিডিউল জটিলতা ও লুক নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে মতপার্থক্যে ছবিটি ছাড়তে হয়েছে বাপ্পীকে। সে পুরনো কথা। এই নিয়ে দীঘি যে অভিমান পুষে রেখেছিলেন তা সিনেমাপাড়ায় বেশ ভালোভাবেই আলোচিত। গম্প্রতি একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বাপ্পী ও দীঘিকে একত্রে দেখা গেল। বসেছিলেন পাশাপাশি। আলাপচারিতায় মেতে উঠেছিলেন। খেয়াল করেননি ক্যামেরা। দীর্ঘ সময় কথা বলতে দেখা যায় দীঘি ও বাপ্পীকে। এসময় মাঝে মাঝেই দীঘিকে হেসে উঠতে দেখা যাচ্ছিল, কী কথা বলছিলেন তারা। মাঝে মাঝে দীঘি কান বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বাপ্পী কানে কানেও বলে যাচ্ছিলেন। একাধিকবার তাদের এভাবেই দেখা যায়।

এ দৃশ্য স্পষ্টই বলে দেয় সম্পর্কের শীতলতা যদি থেকেই থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কেটে গেছে। তবে কি এই দুজনকে ফের একত্রে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো? বিষয়টি নিয়ে একেবারে মুখ খুলতে চাননি বাপ্পী। বললেন, 'আমরা শিল্পী। একত্রে দেখা যেতেই পারে। তবে এমন কোনো আলাপ হয়নি আমাদের।'

দীঘি অবশ্য এ বিষয়ে তেমন কিছুই বলতে চাইলেন না। বললেন, 'এখনো নতুন কোনো সিনেমা করার বিষয়ে আলাপ হয়নি।' অবশ্য দীঘি ব্যস্ত তাঁর মুক্তি পেতে যাওয়া ওয়েব ফিলম 'শেষ চিঠি' নিয়ে।



ইংল্যান্ড দলে বাংলাদেশী তরুণের অভিষেক

(শেষের পাতার পর)

বংশোদ্ভূত এক ইংলিশ তরুণ। তবে কোনো দলে ডাক পাননি রবিন দাস নামের সেই ক্রিকেটার। প্রতিযোগিতাটিতে আলো ছড়াতে পারলে হয়তো বিসিবি নির্বাচকদের নজরেও পড়তেন তিনি। সেই সুযোগ না আসলেও ইংল্যান্ড দলের হয়ে অভিষেক হয়েছে রবিন দাসের।

কিউইদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের জন্য ঘোষিত ১৩ জনের ইংল্যান্ড দলে নাম ছিল না বাংলাদেশী রবিন দাসের। বৃহস্পতিবার ম্যাচের প্রথম দিন বদলি ফিল্ডার হিসেবে অভিষেক হয় ২০ বছর বয়সী মিডল অর্ডার ব্যাটারের। ফিল্ডিং করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান জ্যাক লিচ। কনকাশন সাব হিসেবে ঘোষণা করা হয় ম্যাট পার্কিন্সনের নাম। কিন্তু দলের সঙ্গে ছিলেন না এ স্পিনার। যোগ দেয়ার কথা ম্যাচের দ্বিতীয় দিন। তাই লিচের জায়গায় বদলি হিসেবে নামেন হ্যারি ব্রুক। আরেক বদলি ফিল্ডার ক্রেইগ ওভারটনকেও মাঠে নামতে হয় কিছুক্ষণ পর।

নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের ৩৮তম ওভারে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন অভিষিক্ত পেসার ম্যাথু পটস। তবে ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে ছিল না আর কোনো বাড়তি খেলোয়াড়। তাই স্কোয়াডের বাইরে থাকা এসেক্স কাউন্টি ক্লাবের তরুণ ব্যাটার রবিন দাসকে বদলি হিসেবে নামানো হয়। একইভাবে অতিরিক্ত হিসেবে ফিল্ডিং করেন এসেক্সের আরেক তরুণ ক্রিকেটার নিখিল গোরান্টলাও।

ইংল্যান্ডের হয়ে অন্যরকম অভিষেকে রবিন দাস ও তার সতীর্থ নিখিল গোরান্টলাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এসেক্স কাউন্টি, 'ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্টে লর্ডসে টুয়েলভথ ম্যানের দায়িত্ব পালন করায় নিখিল গোরান্টলা ও রবিন দাসকে শুভ কামনা। এগিয়ে যাও, উপভোগ কর এবং অভিজ্ঞতা নাও।'

সিলেটের সুনামগঞ্জের মৃদুল দাসের ছেলে রবিন দাস। মৃদুল ইংল্যান্ডে পাড়ি জমানোর পর ২০০২ সালে লেটোনস্টোনে রবিনের জন্ম। তিনি পড়াশোনা করছেন বেন্টউড শহরে।

২০১৮ সালে এসেক্সে অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে দারুণ দ্বিশতক করেছিলেন রবিন দাস। ২০১৯ সালে এসেক্সের 'একাডেমি প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার' সম্মাননা পান তিনি। ২০২০ সালের ভাইটালিটি ব্লাস্টে এসেক্সের মূল দলের হয়ে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন রবিন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 06 // 2022

ডিব্লিউএইচআরডি'র সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান



নিউইয়র্ক: প্রবাসে দীর্ঘদিন ধরে সমাজ সেবায় নিবেদিত কভিড-১৯ সময়ে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট (ডিব্লিউএইচআরডি)-এর অগ্রদূত হিসেবে যিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন সংগঠনের বর্তমান সহ সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জি-নিয়ার আব্দুস সোবহানকে সাধারণ সম্পাদক পদে সংগঠনের কার্যকরি কমিটির সকলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক পদে উন্নীত করা হলো। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ) আশা করে বলেছেন- ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান তার মাইলফলক নেতৃত্বের মাধ্যমে সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদলের নেতৃত্বে শহীদ জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত

'কোন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়'





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আকতার হোসেন বাদলের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ব্যানারে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪১তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কালো ব্যাচ ধারণ, দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা ও কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টের মিলনায়তনে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা। ছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্র আর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক। বাংলাদেশ যতদিন থাকতে ততদিন তিনি বাংলাদেশীদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন। বক্তারা বলেন, বিএনপি কোন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে অবশ্যই নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। এজন্য দেশ ও প্রবাসে দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনমত গড়ে তুলতে হবে। খবর ইউএ-নএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি ও শহীদ জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালন কমিটির আহ্বায়ক রাব্বী মোহাম্মদ খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মূলধারার রাজনীতিক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধামীর মশিউর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও শহীদ জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালন কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি আশরফ উদ্দিন ঠাকুর। সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সমন্বয়কারী শাওন বাবলা, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র অন্যতম উপদেষ্টা মোহাম্মদ আরিফ, সভাপতি শামীম আহমেদ, সিনিয়র সহ সভাপতি এস এম শফি, সহ সভাপতি মোস্তফা কামাল, ব্রঙ্কস বিএনপি'র সভাপতি জীবন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মুক্তার আহমেদ প্রমুখ। উল্লেখিত কর্মসূচীতে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সোহেল আহমেদ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। যৌথভাবে সভাটি পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন ও দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান রিপন।

এর আগে অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদলের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ডাইভারসিটি প্লাজায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী শ্লোগান ছাড়াও দলের পক্ষে নানা শ্লোগান দেয়।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, জিয়ার রাজ-নীতিই দেশের চলমান সঙ্কট থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে। কেননা, জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তিনি জনগণের জন্য রাজনীতি করেছেন, নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য নয়। তাঁর জনপ্রিয়তায় ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে হত্যা করেন। তাঁকে হারিয়ে জাতি একজন দেশ প্রেমিক, সৎ রাষ্ট্রনায়ককে হারিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের দু:শাসন থেকে জাতিকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। এজন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি'র নেতা-কর্মী সহ দেশ প্রেমিক সকল নাগরিকের ঐক্য প্রয়োজন।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, জিয়ার নাম কোনদিন মুছে ফেলা যাবে না। শুধু বাংলাদেশ নয়, সৌদী আরবের পবিত্র মাটিতে লাগানো জিয়া ট্রি'র মাধ্যমে তিনি বিশ্বাসীর কাছেও বেঁচে থাকবেন। এটা মহান আল্লাহর দান। তাই আল্লাহ যাকে সম্মান দেন, তাঁর সম্মান কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, যমুনা সেতু নির্মাণের সময় তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা হরতাল ডেকেছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কাউকে ডুস করে পানিতে ফেলে দেওয়ার কথা বলেন নি, বা কাউকে পানিতে ডুবানোর কথা বলেননি। তিনি বলেন, আমাদের এখন একটাই দাবী সুষ্ঠু, অবাধ আর নিরপেক্ষ নির্বাচন। আমরা কোন দলীয় সরকারের অধিনে নির্বাচনে যাবো না।

গিয়াস উদ্দিন বলেন, জিয়ার হাতের ছোঁয়া আমার গায়ে। তাঁর নেতৃত্ব আর দেশপ্রেমই আমাকে বিএনপি'র রাজ-নীতিতে এনেছে। বাংলাদেশে তাঁর মতো মহৎ আর মহান নেতার প্রয়োজন। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার আহআন জানান।

মীর মশিউর রহমান বলেন, জিয়া ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার ঘোষক। তাঁকে অসম্মানিত করা মানে মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মানিত কর। তিনি বলেন, আমরা ইতিহাসের সাক্ষী। একাত্তরে জাতি যখন দিশেহারা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন স্বেচ্ছায় পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি, তখন জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জাতিকে পথ দেখান। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশে সম্মান পাইনি, এই প্রবাসে যারা তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান জানান তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।





এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

حلال
HALAL
100% Quality Food

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS

আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা

আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি

Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!

GRUBHUB UBER eats DOORDASH

PayPal MasterCard VISA AMEX DISCOVER

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের সভা

ওয়াশিংটন ডিসি, ০২ জুন ২০২২: বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় উচ্চ পর্যায়ের অর্থনৈতিক আলোচনা ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরে ২ জুন, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে করোনার চতুর্থ ঢেউ শুরু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা মহামারির চতুর্থ ঢেউ শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন প্রতিদিন গড়ে ৯৪ হাজার মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে। একটি গবেষণা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে দ্য গার্ডিয়ান (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



৪২ বছর পর দেশে ফিরে গেলেন বাউল দাদা

নিউইয়র্ক : দীর্ঘ প্রায় ৪২ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে গেলেন বাউল দাদা খ্যাত সানোয়ার আহমেদ। জীবনের শেষ সময়টুকু (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক বন্দুক হামলা ঃ অস্ত্র কেনাবেচা বন্ধ করছে কানাডা

‘ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান’কে এক টেবিলে দেখতে চান আমেরিকাবাসী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের স্কুলে হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গেলো বুধবার ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যের তুলসা শহরের সেন্ট ফ্রান্সিস মেডিকেল সেন্টারে বন্দুক হামলা হয়েছে। এতে ৫জন নিহত হয়েছে। অপরদিকে ওকলাহোমার ঘটনার একদিন পর আইওয়া রাজ্যের একটি গির্জার পার্কিং লটে গুলি চালিয়ে দুই নারীকে হত্যা করেছে এক বন্দুকধারী। পরে নিজের গুলিতে হামলাকারীও নিহত হয়। এসব ঘটনায় চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে সমগ্র আমেরিকা জুড়ে। অভিজ্ঞরা বলছেন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



পদ্মা সেতু উদ্বোধনের দিন ২৪ জুন

বিশ্বব্যাংকের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের সমাবেশ

বিশেষ প্রতিনিধি: বহুল আলোচিত পদ্মা সেতু উদ্বোধনের অপেক্ষায়। আগামী ২৪ জুন এই সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। ঐতিহাসিক ঐদিন যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বাংলা সিডিপ্যাপ'র কর্ণধার আবু জাফর মাহমুদের আহ্বান

সিলেটের বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে সবচেয়ে পুরনো ও জনপ্রিয় হোমকেয়ার ‘বাংলা সিডিপ্যাপ’ কর্ণধার, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ৪ এর সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ সিলেটের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

জিয়াউর রহমানের শাহাদৎবার্ষিকী পালিত

‘বিএনপি নেতা-কর্মীদের মুখে ঐক্যের কথা কর্মে বিভক্তি’





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) ৪১তম শাহাদৎবার্ষিকী ছিলো ৩০ মে, সোমবার। ১৯৮১ সালের এই দিনে চট্টগ্রামে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তাদের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

প্রবাসী শেরপুরবাসীদের সংবর্ধনার হুইপ আতিক

দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিউর রহমান আতিক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কানাডায় ম্যারাথনে দুই বাংলাদেশী



রাজীব আহসান, কানাডা থেকে: কানাডায় ১৯৬৩ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে ক্যালগেরি ম্যারাথন দৌড়, যা বর্তমানে কানাডার দীর্ঘতম এবং অন্যতম জনপ্রিয় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা সর্বশেষ ২০১৯ পর্যন্ত মোট আটবার (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



হিজাব প্রাকৃতিক পোষাক

জাফর আহমাদ

হিজাব নারীর ভূষণ, হিজাব নারীর সৌন্দর্য, হিজাব নারীর প্রাকৃতিক পোষাক। হিজাব নারীকে এক ভিন্ন ও বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন করে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

ইংল্যান্ড দলে বাংলাদেশী তরুণের অভিষেক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টটির ড্রাফটে নাম জমা দিয়েছিলেন বাংলাদেশি (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

হেলথ টিপস

শিশু হাঁ করে ঘুমালে কী করবেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একটু খেয়াল করুন। আপনার শিশুর কি সারা বছর সর্দি-কাশি লেগেই থাকে? শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, হাঁ করে ঘুমোয় বা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বিনোদন

বাপ্পী-দীঘির অভিমানের দেয়াল ভাঙলো!

বিনোদন ডেস্ক: ‘তুমি আছ তুমি নেই’ ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন চিত্রনায়ক বাপ্পী চৌধুরী ও দীঘি। প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রে নায়িকা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com